সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

দুরন্ত বার্তা

এক রোনাল্ডোর আয়ের সমান ছয় হালান্ড

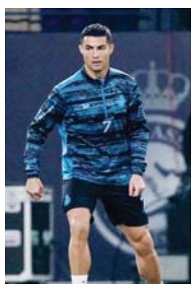

● ৮ পাতায়

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 36 Thursday, 5 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা ❋ ২০ পৌষ, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

‘ভালবেসে নিশ্চয়ই অযোগ্যদের চাকরি দেওয়া হয়নি!’

এসএসসি-কাণ্ডে টাকার লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন সিবিআই-কে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি-কাণ্ডে বুধবারও জামিন পেলেন না মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। তবে, এদিন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে সিবিআই-কেও। নিয়োগ দুর্নীতিতে আর্থিক লেনদেন হয়েছে কি না, সেই কথা তুলে বিচারপতির কটাক্ষ, অযোগ্যদের নিশ্চই ভালবেসে চাকরি দেওয়া হয়নি! এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে একটানা সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়তে হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অপসারিত সভাপতি কল্যাণময়কে। তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ায় গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সিবিআই অভিযোগ করে, ২০১০ সাল থেকে টানা প্রায় ১০ বছর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ছিলেন কল্যাণময়। সেই সময়ে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এর আগে বিশেষ সিবিআই আদালত ও হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চেও জামিনের আবেদন করেছিলেন কল্যাণময়। তা খারিজ করে করে দেয় আদালত। বুধবার বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চে কল্যাণময়ের জামিন মামলার শুনানি চলাকালীন কল্যাণময়ের আইনজীবী শেখর বসু আদালতে সওয়াল করেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে নিয়োগ করানোর অভিযোগ এনেছে সিবিআই, চার্জশিটও দাখিল হয়েছে। গ্রেফতারির পর থেকে ১১৩ দিন জেলে রয়েছেন কল্যাণময়। এবার অন্তত তাঁর জামিন মঞ্জুর করুক আদালত। তাঁর দাবি, তিনি যাঁদের নিয়োগ করেছেন তা শান্তিপ্রসাদ সিনহার সুপারিশ পত্র মেনেই করেছেন। এরপরেই সিবিআইয়ের আইনজীবী অরুণ মাইতির সওয়াল, অনুসন্ধানের সময় কল্যাণময়ের বিরুদ্ধে বেনিয়ম করার প্রমাণ মিলেছে। তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সিবিআইয়ের দাবি, শান্তিপ্রসাদ সিনহার সঙ্গে চক্রান্তে যুক্ত ছিলেন কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়।

শান্তিপ্রসাদ সিনহার কাছ থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে নিজেই সরাসরি নিয়োগপত্র দিতেন কল্যাণময়। প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সব শুনে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির মন্তব্য, ডিভিশন বেঞ্চ এই দুর্নীতির কার্যপ্রণালী এবং এই দুর্নীতিতে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকা জানতে চায়। কোনও আর্থিক লেনদেন হয়েছে? কতজনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে? চাকরি নিশ্চয়ই ভালবাসার কারণে দেওয়া হয়নি? প্রশ্ন করেন বিচারপতি। এরপরেই সিবিআই-কে বিচারপতির পরামর্শ, টাকার লেনদেন আছে কি না, খুঁজে দেখুন। কতদিন জেলবন্দি করে রাখতে পারবেন? গোটা বিচারপ্রক্রিয়া কি ঠিক সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবেন? তদন্ত চালিয়ে যান। এরপরে সিবিআইয়ের আইনজীবী জানান, কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে আর্থিক দুর্নীতির তদন্ত করা হচ্ছে। গ্রুপ সি-তে বেনিয়মে ৩৮১ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার ফের কল্যাণময়ের জামিন মামলার শুনানি।

‘গঙ্গাসাগরে একটা বাতাসা দিয়েও সাহায্য করে না কেন্দ্র’

কুম্ভমেলার তুলনা টেনে মমতার বঞ্চনার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গাসাগর, ৪ জানুয়ারিঃ প্রতি বারের মতো এ বারেও মেলা শুরুর আগেই গঙ্গাসাগর সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজনে রাজ্য সরকার কতটা নিয়োজিত সে কথাও উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কথায়। পাশাপাশি গঙ্গাসাগরের ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার অভিযোগও তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এ বিষয়ে বলেন, ‘‘গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করার জন্য আমি কেন্দ্রের কাছে অনেক বার আবেদন করেছি। কুম্ভ মেলার সমস্ত খরচা দেয় কেন্দ্র। কিন্তু গঙ্গাসাগরে একটা বাতাসা দিয়েও উপকার করে না। পুরো খরচ রাজ্যের।’’ কথাতেই আছে ‘সব তীর্থ বার বার গঙ্গাসাগর এক বার’। এই কথা বলার অন্যতম কারণ গঙ্গাসাগরে পৌঁছনোর প্রতিকূলতা। এই বিষয়টিও বুধবার উঠে এসেছে মমতার কথায়। তিনি বলেছেন, ‘‘কুম্ভ মেলা যে সব এলাকায় সেখানে রেল, সড়ক ও বিমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভাল। কিন্তু গঙ্গাসাগরে পুর্ণ্যার্থীদের আসতে হয় জল পেরিয়ে। আগে এ জন্য মানুষ আসতে পারত না। এলে অনেকে ফিরতে পারত না। কিন্তু এখন আর ততটা অসুবিধা নেই। আমরা গত কয়েক বছর ধরে পুর্ণ্যার্থীদের

সুবিধার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করেছি। এখানে মুড়িগঙ্গার উপর ব্রিজ করতে পারলে খুব ভাল হয়। কিন্তু এর জন্য বিপুল অঙ্কের টাকার দরকার। কেন্দ্রকে এ ব্যাপারে বললেও কেন্দ্র গা করেনি। আমরা মুড়িগঙ্গার উপর ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা করছি। আমরা নিজেরাই চেষ্টা করছি।’’ এর পাশাপাশি রাজ্যের করা তীর্থ কর মকুবের বিষয়টিও তুলেছেন তিনি। গঙ্গাসাগর মেলায় আগত পুর্ণ্যার্থীদের যাতে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয়, সে জন্য সজাগ মুখ্যমন্ত্রী। ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুজিত বসু, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বঙ্কিম হাজরার মতো রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীদের গঙ্গাসাগর মেলার দেখভালের বিভিন্ন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ৭ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি অবধি তাঁদের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি বুধবার গঙ্গাসাগরে হেলিপ্যাডের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একটি হেলিকপ্টার রোজ এখানে আসবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। মমতা এ দিন পাঁচটি মন্দিরের প্রতিরূপ পাঁচটি মন্দির উদ্বোধন করেন। তিনি ভাষণে বলেন, ‘‘গঙ্গাসাগরে অনেক মানুষ আসেন, তাঁরা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই অংশে আসেন, কিন্তু নানাকারণে রাজ্যের কয়েকটি মন্দিরে তীর্থ করতে যেতে পারেন না। সেই কারণেই গঙ্গাসাগরে পাঁচটি জনপ্রিয় মন্দিরের আদলে প্রতিরূপ তৈরি করা হয়েছে।’’ এই তালিকায় রয়েছে, তারাপীঠ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, তারকেশ্বর ও জহুরা কালীবাড়ির আদলে মন্দির তৈরি করা হবে। এদিন কাকদ্বীপে কামারহাট সেতুরও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গঙ্গাসাগরে এক তলা একটি আসাবস্থল বানানো হয়েছে। মেলাপ্রাঙ্গনকে আলোকজ্জ্বল করতে বিশেষ আলোর ব্যবস্থাও উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রকল্পগুলি উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘে। সেখানে গিয়ে কম্বল বিতরণ করেন তিনি। পাশাপাশি বিভিন্ন দুর্যোগে ভারত সেবাশ্রম সংঘের ভূমিকার প্রশংসা শোনা গিয়েছে মমতার গলায়। ভারত সেবাশ্রম থেকে মুখ্যমন্ত্রী যান কপিল মুনির আশ্রমে। সেখানে গিয়ে পুজো দেন তিনি।

প্রাথমিকে চাকরি গেল আরও ১৪০ জনের, বেতন বন্ধেরও নির্দেশ বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ প্রাথমিকে নিয়োগে চাকরি গেল আরও ১৪০ জনের। আগেই বাতিল করা হয়েছিল ৫৪ জনের চাকরি। বুধবার ফের কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ১৪০ জনের চাকরি বাতিল হল। বৃহস্পতিবারই হলফনামা জমা দেবেন ৫৯ জন। চাকরির পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন আদালতে। তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিচারপতি। সেই হিসাবে চাকরি বাতিল করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার ফের ১৪০ জনের হলফনামা জমা দেওয়া হয়। তাতে যা বক্তব্য ছিল, তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিচারপতি। অভিযোগকারী মামলাকারীর বক্তব্য,

বেতন বাতিলেরও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। এই নিয়ে প্রাথমিকে মোট ১৯২ জনের চাকরি বাতিল হয়েছে। প্রাথমিকে নিয়োগে অনিয়মের জন্য যাঁদের চাকরি গিয়েছিল, বুধবার তাঁদের মধ্যেই ১৪৬ জন প্রাথমিক শিক্ষকের আবেদনের শুনানি ছিল হাই কোর্টে। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে প্রাথমিক নিয়োগে ৫৪ জন ‘অযোগ্য’ শিক্ষক নিজেদের ১৪০ জনের নিয়োগ সংক্রান্ত যে মেসেজ মোবাইলে পাঠানো হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, সেটি একই সময়ে পাঠানো হয়েছিল। একই মোবাইল থেকে পাঠানো হয়েছিল। অর্থাৎ কোনও একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটি নির্দিষ্ট নম্বর থেকেই নিয়োগ সংক্রান্ত সেই মেসেজ পাঠানো হয়েছিল। সব থেকে উল্লেখ্যযোগ্য নথি ঘেঁটে দেখা গিয়েছে, পর্ষদ তাঁদের প্রত্যেককেই এক নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে চাকরিতে নিয়োগ করেছিল। সমস্ত নথি খতিয়ে দেখার পরই বিচারপতি তাঁদের প্রত্যেকেরই চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। আরও একটি বিষয় উল্লেখ্যযোগ্য, প্রাথমিকে নিয়োগে ২৬৮ জনের মধ্যে ১৯২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। কেবল ২ জনের চাকরি পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রশ্ন ভুলের জন্য তাঁরা অতিরিক্ত নম্বর পেয়েছেন। আরেক জনের ক্ষেত্রে বিচারপতি জানিয়েছেন, তাঁর নথি আরও এক বার খতিয়ে দেখে আবার শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, প্রাথমিকভাবে বেনিয়ম করে চাকরি পাওয়ার অভিযোগে ২৬৮ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তার বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিয়েছিল, হাইকোর্টেই তাঁদের চাকরির বৈধতার প্রমাণ দিতে হবে। সেই হিসাবে তাঁরা হলফনামা জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সন্তোষজনক লাগেনি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে।

মোমিনপুর কাণ্ডে জঙ্গিযোগ? তল্লাশি চালিয়ে ৩৫ লাখ উদ্ধার করলেন তদন্তকারীরা

দুরন্ত বার্ত, মোমিনপুর, ৪ জানুয়ারিঃ মোমিনপুর কাণ্ডে এবার জেএমবি যোগের অভিযোগ। বুধবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল এলাকা। সেখানে আজ পৌঁছন এনআইএ আধিকারিকরা। তখনই এলাকাবাসীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কোনওরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই এনআইএ-র আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে সূত্রের খবর এ দিন দুপুর নাগাদ উঠে এল জেএমবি যোগের তথ্যও। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সূত্রে খবর, আজ ভূকৈলাস রোড-সহ মোট ১৭টি জায়গায় তল্লাশি চালায় এনআইএ। চারটি বাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। গোয়েন্দাদের অনুমান এই ৩৫ লক্ষ টাকা হিংসার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাই কোথা থেকে এই টাকা এসেছে, কোন পথ থেকে টাকা আনা হয়েছে তার তদন্ত করা হচ্ছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী এনআইএ আধিকারিকরা একবালপুর থানায় উপস্থিত রয়েছেন। যে চারটি বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে সালাউদ্দিন নামের এক ব্যক্তির পরিবারের এক সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। এনআইএ সূত্রে খবর, মোমিনপুর হিংসার তিনটি মামলায় সালাউদ্দিনের নাম উঠে এসেছিল। সেই সূত্রেই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। গোয়েন্দাদের দাবি, এই ব্যক্তিই অন্যতম অভিযুক্ত।

অনুব্রতর জামিনের আর্জি খারিজ করল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গতকালই অনুব্রত মণ্ডলের আবেদনের ভিত্তিতে চলা শুনানি শেষ হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। আজ মামলার রায় দান করে বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চ। সিবিআই-এর দায়ের করা গরু পাচার মামলাতেই জামিন চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। যদিও গতকাল মামলার শুনানি চলাকালীনই তৃণমূল কর্মী শিবঠাকুর মণ্ডলকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে অনুব্রতকে হেফাজতে পেতে যেভাবে পুলিশ সক্রিয় হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন দুই বিচারপতি। পুলিশের ভূমিকা অস্বচ্ছ এবং লজ্জাজনক বলেও উল্লেখ করেছিলেন দুই বিচারপতি। যদিও কী কী কারণে আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করল, তার বিস্তারিত নির্দশনামা এখনও পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে এই মামলায় সিবিআই-এর পক্ষ থেকে বার বারই আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়, অনুব্রত মণ্ডল যথেষ্ট

প্রভাবশালী। তিনি জামিন পেলে মামলার সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন বলেই দাবি ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীদের। উদাহরণ হিসেবে বগটুই কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত লালন শেখের মৃত্যুর পর যেভাবে গরু পাচার মামলার তদন্তকারী সিবিআই অফিসারদের নাম জড়ানো হয়েছে, সেই বিষয়টিও আদালতের নজরে এনেছিলেন সিবিআই-এর আইনজীবী। সিবিআই আরও অভিযোগ করেছিল, জেলে বসেই অনেকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখছেন অনুব্রত মণ্ডল। যদিও এ কথা শুনে পাল্টা সিবিআই-এর আইনজীবীকেই আদালত প্রশ্ন করে, কোথা থেকে বা কার সঙ্গে অনুব্রত মণ্ডল কথা বলেছেন, তার বিস্তারিত তথ্য কেন জোগাড় করতে পারেননি সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসাররা। একই সঙ্গে রাজনৈতিক কারণেই সিবিআই অনুব্রত মণ্ডলকে জেলবন্দি করে রাখছে কি না, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আইনজীবীকে সেই প্রশ্নও করে হাইকোর্ট।

‘যদি ঢিল মারতেই হয়, উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে মারুন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ বুধবার সকালে রাজভবনে পৌঁছন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এ দিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা

পরিস্থিতির অবনতি-সহ আবাস দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগ করেন উভয়েই। উল্লেখ্য, রাজ্যপালের শপথগ্রহণের পর এই প্রথম একসঙ্গে রাজভবনে হাজির হলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি এবং বিরোধী দলনেতা। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর আজ সাংবাদিকের মুখোমুখি হন বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। বলেন, ‘‘এ রাজ্যের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমি আবাস যোজনা থেকে স্কুল-সার্ভিস কমিশনে যে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তা জানিয়েছি। সঙ্গে এও বলেছি, এলাকার বিডিওরা নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। তাঁদেরকে ঘেরাও করা হচ্ছে এইসব কিছুই তাঁর সামনে তুলে ধরেছি।’’ এ দিন সুকান্ত বলেন, ‘‘রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস দীর্ঘ সময় প্রশাসনিক পদে আসীন ছিলেন। ফলত তিনি জানেন রাজ্যের ঠিক কোথায় কী ঘটছে। বোমাচার থেকে শুরু করে গণধর্ষণ সমস্ত বিষয়ে নজর রাখছেন।’’ এরপর বন্দে ভারতে পাথর ছোড়া প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি জানান, ‘‘সিএএ পাশ হওয়ার সময় এনআরসি-র ভয় দেখিয়ে ট্রেন পোড়ানো হয়েছিল। রেলের অনুষ্ঠানে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে সাধারণ মানুষ ‘জয় শ্রী রাম’ ধ্বনি দিয়েছেন। তারই প্রতিশোধ হিসাবে হয়ত ট্রেন ভাঙা হচ্ছে। আরও দু’টো বন্দে ভারত আমাদের পাওয়ার কথা ছিল। তাই এই ধরনের ঘটনা যদি ঘটতে থাকে তাহলে রেলও হয়ত ভাববে।’’ একই সঙ্গে বলেন, ‘‘বিজেপি বিধায়ক বা সাংসদরা যেখানে আছেন সেখানের প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলাচ্ছে রাজ্য সরকার। পুলিশের এসপি কে হবেন তাও ঠিক হয় ১৪ তলা থেকে। এমনকী থানার ওসি কে হবেন সেটাও ফিরহাদ হাকিমবাবুদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। তাই ঢিল উপযুক্ত জায়গায় মারুন।’’ আবাস দুর্নীতি প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘যাঁরা যোগ্য তাঁরাও যদি ঘর না পেয়ে থাকেন আমরা সেই নামের তালিকা তৈরি করতে বলেছি। দরকার হলে আদালতে যাব।’’ গতকাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি তুললেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদাররা। সেই ঘটনার নিন্দা করেন তৃণমূলে একাধিক তাবড় নেতৃত্ব। ফিরহাদ হাকিম এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, ‘‘বন্দে ভারত ট্রেনের উপর যা হয়েছে তা অত্যন্ত অন্যায়, নিন্দনীয়। জাতীয় সম্পত্তি নষ্ট করা, ইট মারা আমরা সমর্থন করি না। যারা করেছে, তাঁদের খুঁজে বার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া উচিত। আগে বিহার, ঝাড়খন্ড দিয়ে যখন যেতাম, তখন মাঝেমধ্যে খেয়াল করতাম বাইরে থেকে কেউ একজন ঢিল মারল। এরা দুষ্কৃতী। এদের শাস্তি দিলে আর কেউ সাহস পাবে না।’’

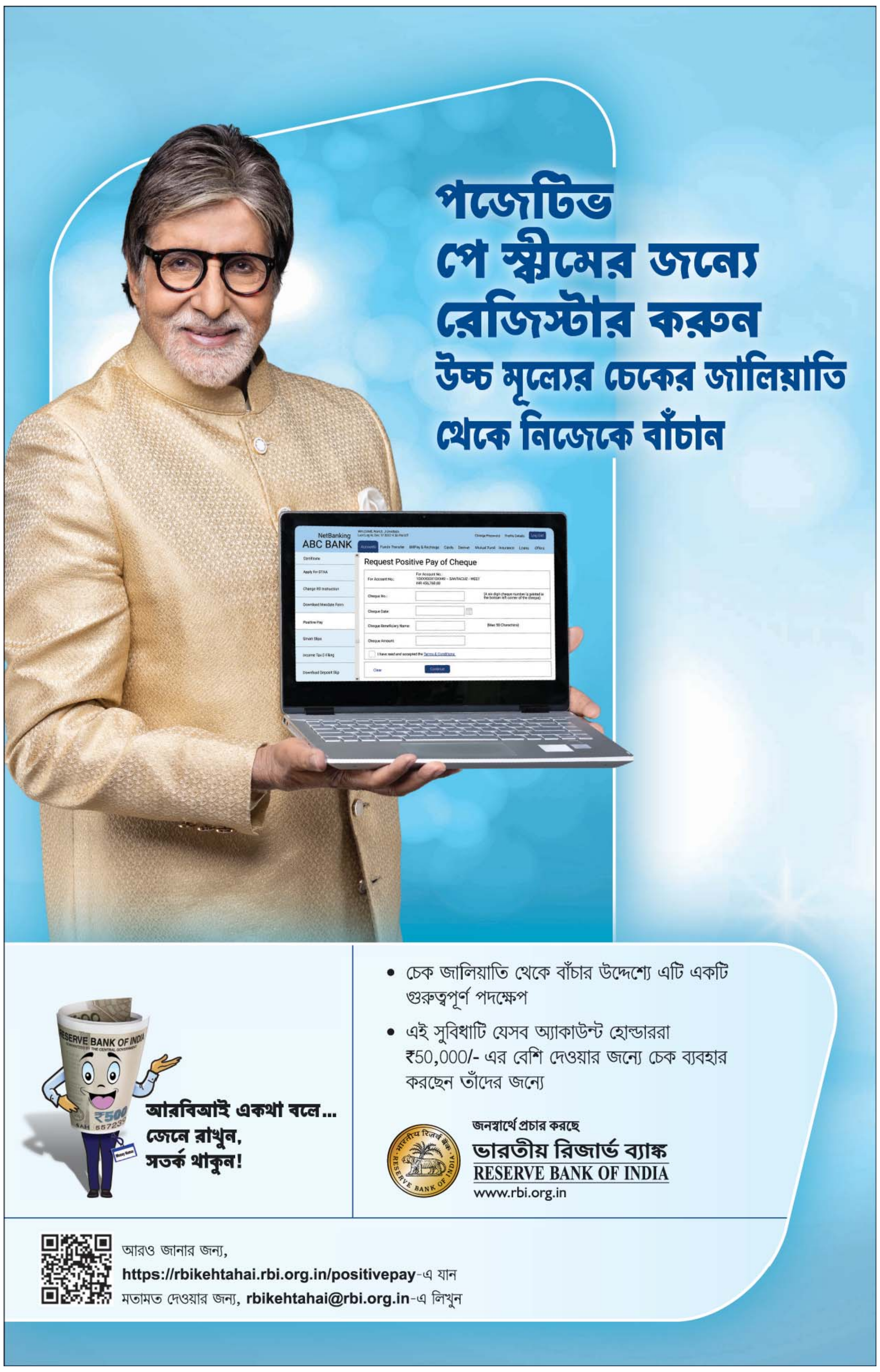

সেট পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে রবিবার চলবে অতিরিক্ত বাস, জারি নির্দেশিকা

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃস্টেট এলজিবিলিটি স্টেট (সেট) পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম আগামী রবিবার অতিরিক্ত বাস চালাবে। ওই দিন সকাল ৮ থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন রুটে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাস চালানো হবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে সংস্থার ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক নির্দেশিকাও জারি করেন।ওই দিন শহরে বেসরকারি পরিবহন সংস্থাগুলিও যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস, মিনিবাস, ট্যাক্সি ও অটো রিক্সা চালায় সেজন্য আরটিএ-র কলকাতা অঞ্চলের সেক্রেটারি, বেসরকারি বাস মিনিবাস মালিক সংগঠন, ট্যাক্সি সংগঠন, সিটু, আইএনটিইউসি, আইএনটিটিইউসি পরিচালিত অটো সংগঠনগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘন কুয়াশা থেকে এখনই নিস্তার নেই, জম্পেশ শীতেও কাঁপবে উত্তর-পশ্চিম ভারত

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহ থেকে আপাতত রেহাই পাবে না দিল্লি-সহ গোটা উত্তর-পশ্চিম ভারত। আগামী ৪ দিন একই রকম আবহাওয়া থাকবে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ঘন থেকে খুব ঘন কুয়াশা অব্যাহত থাকবে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি, চণ্ডীগড় এবং উত্তর প্রদেশে ঘন থেকে খুব ঘন কুয়াশা বিরাজ করবে।এই সময়ে শীতের দাপটও বাড়বে। রাজস্থান, হরিয়ানা, পঞ্জাব, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ঘন কুয়াশার প্রভাবে বিমানবন্দর, হাইওয়ে ও ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হতে পারে। রাজস্থানে তীব্র শৈত্যপ্রবাহে এমনিতেই স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত। মরুরাজ্যের অধিকাংশ স্থানেই তাপমাত্রা হ্রাস পেয়েছে। শিকার ও চুরু জেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে তাপমাত্রা।

গাড়ির ভিতরেও পরতে হবে হিজাব, আন্দোলনের মাঝেই কড়া বার্তা ইরানের

তেহরান, ৪ জানুয়ারি ঃ ইরানে হিজাব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত। ইরান সরকার বুঝিয়ে দিল, তারা চরমপন্থী মনোভাব থেকে সরছে না। এবার থেকে গাড়ির ভিতরে থাকলেও মহিলাদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। অন্যথায় গাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।গত তিন মাস ধরে হিজাববিরোধী উত্তাল ইরান। আন্দোলনকে সমর্থন করায় গত ৮ ডিসেম্বর মহসিন শেকারিকে হত্যা করে সে দেশের শাসকরা। এর পরেই ব্যাপক আকার ধারণ করে আন্দোলন। রাজপথে নেমে আসে কাতারে কাতারে মানুষ। হিজাব পুড়িয়ে, চুল কেটে ইসলামের নামে মহিলাদের শিকলবন্দি করার প্রতিবাদ শুরু হয়। উলটে দিকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে অমানবিক সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায় ইরান সরকারকে। সরকার বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করায় ইরানে গ্রেফতার হয়েছেন এক ফুটবলার। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সরকারের হাতে বন্দী অভিনেত্রীও। ৩৮ বছর বয়সি অভিনেত্রী তারনেহ আলিদোস্তিকে আটক করা হয়েছে। ২০১৬ সালের অস্কারজয়ী সিনেমা ‘ দ্য সেলসম্যান’-এ অভিনয়ের জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন তারনেহ। সম্প্রতি ওই আন্দোলনকে সমর্থন জানানোয় সরকারের রোষের মুখে পড়েছেন ইরানের মহিলা দাবাড়ু সারা খাদেম। তিনি কার্যত দেশছাড়া।এর মধ্যেই হিজাব পরায় পুরনো নিয়ম ফেরাল ইরান পুলিশ। ২০২০ সালে আইন করে গাড়ির ভিতরে হিজাব খোলায় অনুমোদন দিয়েছিল সরকার। সেই আইন তুলে নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে গাড়ির ভিতরেও হিজাব পরতে হবে। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত গাড়ির মালিকদের। পুলিশের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, নিয়ম না মানলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চেন্নাইয়ে স্কুটিচালক তরুণীকে পিষে দিল ট্রাক

চেন্নাই, ৪ জানুয়ারি ঃ চেন্নাইয়ে ২২ বছর বয়সি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তরুণীকে পিষে দিল একটি ট্রাক। ট্রাকের চাকায় পিষে মৃত্যু হয়েছে ওই তরুণীর। মঙ্গলবার ৩ (জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ চেন্নাইয়ের মাদুরভোয়ালে এই ঘটনাটি ঘটে। নিহতের নাম এস শোভনা। তিনি চেন্নাইয়ের পোরুর বাসিন্দা।

উত্তর-পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রচেষ্টার প্রবেশ তোরণ হয়ে উঠছে এই রাজ্যটি - মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি,৪জানুয়ারিঃপ্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ত্রিপুরার আগরতলায় ৪,৩৫০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন। কয়েকটি প্রকল্পকে জাতির উদ্দেশে উৎসর্গও করেন তিনি। প্রকল্পগুলি হল - প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য) আওতায় সুফলভোগীদের জন্য ‘ গৃহ প্রবেশ’ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা, ত্রিপুরার ৮ নম্বর জাতীয় মহাসড়ক বরাবর খয়েরপুর থেকে আমতলি পর্যন্ত আগরতলা বাইপাসকে আরও প্রশস্ত করে তোলার কর্মসূচি, প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি যোজনা-৩-এর আওতায় ত্রিপুরায় ২৩০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মোট ৩২টি সাকের শিলান্যাস এবং ৫৪০ কিলোমিটার দূরত্ব বরাবর সংযোগ রক্ষাকারী ১১২টি সাকের উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি। এছাড়াও, রাজ্যের আনন্দনগরে স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং আগরতলার সরকারি ডেন্টাল কলেজেরও এদিন উদ্বোধন করেন তিনি।অনুষ্ঠানে বিলম্বে এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষমান জনতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান। মেঘালয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির কাজ শেষ হতে দেরির কারণে তিনি সময়ে আগরতলায় উপস্থিত হতে পারেননি।গত পাঁচ বছর ধরে ত্রিপুরায় সাফল্যের সঙ্গে স্বচ্ছতা অভিযান চালিয়ে যাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার তথা রাজ্যবাসীর বিশেষ প্রশংসাও করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার জনসাধারণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বচ্ছতা অভিযান এক জন-আঃদালনে পরিণত হয়েছে। ফলে, দেশের সবক'টি ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ত্রিপুরার স্থান এখন শীর্ষে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন যে মা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদে রাজ্যের উন্নয়ন প্রচেষ্টা এক নতুন উচ্চতায় বর্তমানে উন্নীত হয়েছে।ত্রিপুরার নতুন নতুন প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও শিলান্যাস কর্মসূচির জন্য রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানান শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এই রাজ্যটি একদিকে যেমন একটি নতুন ডেন্টাল হাসপাতাল আজ উপহার পেল, অন্যদিকে তেমনই রাজ্যের যুবক ও তরুণদের কাছে দন্ত চিকিৎসক হিসেবে পেশাগত দক্ষতা অর্জনেরও এক বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হল। ফলে, এখন আর তাঁদের এই বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থাটি সম্পর্কে পঠনপাঠনের জন্য রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন হবে না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ২ লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষ আজ তাঁদের একটি করে নিজস্ব পাকা বাাির মালিকানা পেয়েছেন। তাই তাঁরা উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গেই তাঁদের গৃহ প্রবেশ কর্মসূচি পালন করছেন। নতুন বাড়ির মালিকদের অধিকাংশই হলেন দরিদ্র পরিবার গুলির মা ও বোনেরা। এজন্য প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অভিনন্দিতও করেন। তিনি বলেন, দরিদ্রদের জন্য পাকা বাড়ি তৈরির কর্মসূচির দিক দিয়ে যেক'টি রাজ্য এগিয়ে রয়েছে, ত্রিপুরা হল তার অন্যতম। এজন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সাহা এবং তাঁর সহকর্মীদের বিশেষ প্রশংসা করেন তিনি।প্রসঙ্গত, এদিন সকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের বৈঠকে তাঁর যোগদানের কথাও উল্লেখ করেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির উজ্জ্বল ভবিষ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে উন্নয়নের একটি বিশেষ খসড়া প্রস্তুত করার বিষয়টি যে ঐ বৈঠকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়, এ প্রসঙ্গেরও অবতারণা করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ‘ অষ্টলক্ষ্মী’ অর্থাৎ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আটটি রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল ‘ অষ্ট আধার’ অর্থা, আটটি মূল স্তম্ভ। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নে সরকারিভাবে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।শ্রী মোদী বলেন, ত্রিপুরায় ডবল ইঞ্জিন-চালিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির কথা আলোচনার টেবিলে উত্থাপন করা হত শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় এবং হিংসাত্মক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু আজ ত্রিপুরার নাম প্রথমেই উঠে আসে পরিচ্ছন্নতা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দরিদ্র কল্যাণে গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে সাফল্যের জন্য। পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে এবং বিনিয়োগ প্রচেষ্টা যে কতদূর সফল হয়ে উঠতে পারে তা প্রমাণ করে দেখিয়েছে রাজ্য সরকার। গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরার বহু গ্রামই সড়ক পথে যুক্ত হতে পেরেছে। আর এইভাবেই রাজ্যের সবক'টি গ্রামকেই সড়ক সংযোগের আওতায় নিয়ে আসার জন্য জোর কদমে কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে প্রকল্পগুলির শিলান্যাস অনুষ্ঠান আজ অনুষ্ঠিত হল তার সফল রূপায়ণের মধ্য দিয়ে রাজ্যের সাক সংযোগের নেটওয়ার্কটি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ফলে, রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের সর্বত্রই সাধারণ মানুষের জীবন সহজতর হবে।শ্রী মোদী বলেন, ত্রিপুরার মাধ্যমে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এক প্রবেশ তোরণ হয়ে উঠেছে। আগরতলা-আখাউরা রেল সংযোগ এবং ভারত-থাইল্যান্ড-মায়ানমার মহাসড়ক পরিকাঠামো গড়ে উঠলে তা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথকে আরও সহজ ও সুগম করে তুলবে। এছাড়াও, আগরতলায় মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরের আন্তর্জাতিক টার্মিনাল গড়ে তোলার সিদ্ধান্তও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই, উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিবহণ পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। রাজ্যে যেভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অত্যাধুনিক যোগাযোগ গাা উঠছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য তিনি কৃতিত্ব দেন রাজ্য সরকারকে। এই ইন্টারনেট ব্যবস্থা যে রাজ্যের তরুণ ও যুবকদের কাছে যোগাযোগের এক নতুন মাধ্যম হয়ে উঠেছে, একথাও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, ত্রিপুরার ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রচেষ্টায় রাজ্যের বহু পঞ্চায়েতই এখন অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত।সামাজিক পরিকাঠামোর প্রসার ও উন্নয়নে রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকারের সার্বিক প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আয়ুস্মান ভারত কর্মসূচি হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য কর্মসূচি যার আওতায় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ৭ হাজারেরও বেশি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করেছে। এই ধরনের ১ হাজারটি কেন্দ্র গড়ে উঠছে ত্রিপুরাতেও। একইভাবে, ‘ ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য’ কর্মসূচির মাধ্যমে হাজার হাজার ত্রিপুরাবাসী এখন ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগও লাভ করছেন। শৌচাগার নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং রান্নার গ্যাস সংযোগ - প্রতিটি ক্ষেত্রেই ত্রিপুরায় এখন চলছে বিশেষ কর্মযজ্ঞ। পাইপলাইনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সস্তায় গ্যাস সংযোগ পৌঁছে দিতে ত্রিপুরার ডবল ইঞ্জিন সরকার বিশেষভাবে সচেষ্ট রয়েছে। একই কথা প্রযোজ্য পাইপলাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও। মাত্র তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের ৪ লক্ষ পরিবারে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ কর্মসূচি চালু করে দেওয়া হয়েছে।‘ মাতৃ বন্দনা যোজনা’ প্রসঙ্গে শ্রী মোদী বলেন, এর আওতায় ত্রিপুরার ১ লক্ষেরও বেশি আসন্নপ্রসবা মায়েরা উপকৃত হয়েছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা সরাসরি হস্তান্তরিত হয়েছে প্রতিটি মায়ের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। গর্ভকালীন অবস্থায় পুষ্টিকর আহারের সংস্থানকল্পেই এই ব্যবস্থা বলে জানান তিনি। সরকারের এই কল্যাণ প্রকল্পের কারণে বর্তমানে হাসপাতালগুলিতে প্রসবের সংখ্যাও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, প্রাণরক্ষা হয়েছে মা ও শিশু উভয়েরই। মা ও বোনেদের জন্য আত্মনির্ভরতা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। ত্রিপুরার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে নয়গুণ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, দশকের পর দশক ধরে ত্রিপুরাকে শাসন করেছে এমন কিছু কিছু রাজনৈতিক দল যাদের মত তথা আদর্শবাদ বর্তমান যুগে অচল। তারা বরাবরই সুবিধাবাদের রাজনীতিতে আগ্রহী ছিল। ফলে, ত্রিপুরাবাসী বঞ্চিত থেকে গেছে উন্নয়নের সুফল থেকে। রাজ্যের দরিদ্র জনসাধারণ, তরুণ ও যুব সমাজ, কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ এবং মহিলারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সবথেকে বেশি কারণ, সুবিধাবাদের মতবাদ ও মতাদর্শ কখনই সাধারণ মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। তখনকার শাসক দলের ছিল নেতিবাচক মানসিকতা। তাই, ইতিবাচক কোনও কর্মসূচিই তখন রচিত হয়নি। কিন্তু বর্তমানের ডবল ইঞ্জিন সরকারের রয়েছে একটি স্থির সঙ্কল্প এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ।

আবাস যোজনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের

কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ আবাস যোজনায় যাদের ঘর প্রাপ্য নয় তাদের নাম খারিজ করা এবং এই বেনিয়মী কাজের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাল পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট।গত মঙ্গলবার বামফ্রন্টের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লক অফিস বিডিও-র কাছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং প্রকৃতদের নাম অন্তর্ভুক্তির দাবিতে যখন বিক্ষোভ কর্মসূচী চলছিল, তখন সিপিআই (এম) কর্মী বাসীদের উপর বিনা প্ররোচনায়.পরিকল্পিত ভাবে পুলিশ এবং দুস্কৃতি বাহিনীর হিংস্র আক্রমণ ও লাঠি চালায়। বহু মানুষ জখম হন।বিডিও এবং তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির উপস্থিতিতেই পুলিশ বিক্ষোভ কারীদের উপর আক্রমণ করে। নিজের ঘর চাওয়ার অপরাধে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ইটভাটার শ্রমিক পরিবারের গৃহবধূ দিনমজুর আরগুনা বিবিকে চুলের মুঠি ধরে বিবস্ত্র করে পুলিশ নির্বিচারে পিটিয়েছে। এমনকি সেই রাতে থানার লক আপে পুনরায় তাঁর ও অন্যদের উপর পুলিশি অত্যাচার চলে। এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী বেশ কয়েকজনকে চিকিৎসা করাতে হয়। পুলিশের এই বর্বর আক্রমণে আহত হন বহু সিপিআই(এম) কর্মী ও গ্রামবাসী।কর্মসূচী সমাপ্ত হয়ে. যাওয়ার পরেও নন্দকুমার থানার ওসি সহ পুলিশ বাহিনী সিপিআই (এম) অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালায় চেয়ার, টেবিল তুলে পার্টি কর্মীদের মারধর করে। পার্টির জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহিকে ঘাড় ধরে মারতে মারতে পুলিশের গাড়িতে তোলে। পরে তাঁকেও চিকিৎসা করাতে হয়।বামফ্রন্ট পুলিশের এই বর্বরোচিত হিংস্র আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছে। আবাস যোজনায় দুর্নীতির প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের উপর আক্রমণে যুক্ত থাকা আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করছে। পাশাপাশি আবাস যোজনাতে প্রকৃত গরিব মানুষদের নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি জানাচ্ছে। এছাড়া আবাস যোজনায় যাদের ঘর প্রাপ্য নয় তাদের নাম খারিজ করা এবং এই বেনিয়মী কাজের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছে।

৬ জানুয়ারি মণিপুর ও নাগাল্যান্ড সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

ইমফল (মণিপুর), কোহিমা (নাগাল্যান্ড), ৪ জানুয়ারি ঃ আগামী ৬ জানুয়ারি নাগাল্যান্ড এবং মণিপুর সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও ১০ জানুয়ারির পর নাগাল্যান্ড সফর করার সম্ভাবনা রয়েছে, জানিয়েছেন নাগাল্যান্ডের পরিকল্পনা ও সমন্বয় মন্ত্রী নেবা ক্রোনু।মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিং জানান, এদিন সকালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ প্রথমে ইমফল বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। মণিপুরে তিনি ৩০০-এর বেশি কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন

প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া প্রায় ১০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যে সব প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেগুলির তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিন তিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক ইমফল পশ্চিম জেলার সাঙ্গাইথেলে তৈরিকৃত অলিম্পিয়াড পার্কের উদ্বোধন করবেন। খেলা এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের নিষ্ঠার জন্য সম্মানের প্রতীক হিসেবে ১৯টি অলিম্পিয়াডের মূর্তি পার্কে স্থাপন করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই বিশাল মূর্তিটি পোলোর আবাসস্থল মণিপুরকে জনপ্রিয় করে তোলার পাশাপাশি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াবে। এছাড়া স্থানীয়দের জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও তৈরি করবে।এছাড়া জওহরলাল নেহরু ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (জেএনআইএমএস) চত্বরে ১৮-শয্যার একটি প্রাইভেট ইউনিট, চূড়াচাঁদপুর জেলা সদরে নির্মিত মেডিক্যাল কলেজ সহ ৩০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যে নির্মিত কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।কেবল তা-ই নয়, নবনির্মিত ১২০ ফুট উঁচু পোলো ট্যাচুরও আবরণ উন্মোচন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বোচ্চ স্মৃতিস্তম্ভটি ইবুধউ মারজিং পাহাড়ের চূড়ায় স্থাপন করা হয়েছে।

চলে গেলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রবীণ প্রচারক প্রভাকররাও অম্বুলকার

নাগপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ বুধবার সকালে নাগপুরের বিবেকানন্দ হাসপাতালে প্রয়াত হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকের প্রবীণ প্রচারক প্রভাকররাও অম্বুলকার(৮৪)। তিনি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। অম্বুলকার শৈশব থেকেই স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। যৌবনে কিছু সময়ের জন্য ওড়িশায় প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এরপর তিনি নাগপুরের পণ্ডিত বচ্ছরাজ ব্যাস বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বহু বছর ধরে তিনি নাগপুরের জেলা প্রশাসক এবং তারপর বিদর্ভ প্রদেশের সহ-প্রাদেশিক প্রশাসক ছিলেন। চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর তিনি প্রচারে সক্রিয় ছিলেন। তিনি বিদর্ভ প্রদেশের সহ-প্রান্তপ্রচারক, প্রান্ত প্রচারক এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রধান ইত্যাদির দায়িত্বও পালন করেন।সঙ্ঘের নাগপুর মেট্রোপলিটন প্রচার বিভাগ জানিয়েছে, প্রভাকররাও অম্বুলকর কিছুদিন অসুস্থতার কারণে বিবেকানন্দ মেডিকেল মিশন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বুধবার সকাল সাড়ে ৭টায় হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহলের ডঃ হেডগেওয়ার ভবনে শেষ দর্শনের পর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত শেষ যাত্রা শুরু হবে। গঙ্গাবাই ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। টুইটারের মাধ্যমে তার বার্তায় গড়করি বলেন, প্রভাকর অম্বুলকার ওড়িশা এবং বিদর্ভ অঞ্চলে সংঘের কাজ বাড়ানোর জন্য

ফের কোভিড-সংক্রমণ মৃত্যু হয়নি কারও, সক্রিয় রোগী কমে ২,৫৭০

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ এই মুহূর্তে ওঠানামা করছে কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৫ জন. এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ার পর বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭০৭ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৫৭০-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৫,৮৫৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৮ হাজার ২৯২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১১,৭১,৯৩৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ২,০১,৬৯০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ২,০১,৬৯০ নমুনা টেস্টের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৫ জন।

‘আজকের ভারত’ বিশ্বে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করছেঃরাষ্ট্রপতি

সিরোহি (রাজস্থান), ৪ জানুয়ারি ঃ আজকের ভারতের ভূমিকা বিশ্বের অগ্রদূত হিসেবে। মঙ্গলবার রাতে শান্তিবনে স্বাধীনতা থেকে অমৃত মহোৎসব পর্যন্ত গোল্ডেন ইন্ডিয়ার আয়োজিত গোল্ডেন ইন্ডিয়া রাইজ কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু একথা বলেছেন।তিনি রাজস্থানে দুদিনের সফরের অংশ হিসাবে মঙ্গলবার গভীর সন্ধ্যায় আবু রোড শহরে অবস্থিত প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার আন্তর্জাতিক সদর দফতর শান্তিবনে পৌঁছেছিলেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, যুদ্ধ এবং যুদ্ধবিরোধের পরিবেশে বিশ্ব সম্প্রদায় সমাধানের জন্য ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। মাউন্ট আবু থেকে শুরু করে এই প্রচারাভিযান সমস্ত দেশবাসীর ক্ষমতায়ন এবং সমাজের ক্ষমতায়নে শক্তি জোগাবে।তিনি আরও বলেন, ভারত বর্তমানে জি-২০-এর সভাপতিত্ব করবে। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমাদের দেশ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে সক্রিয়। বোনেরা স্নেহ, ভালোবাসা ও অন্তরঙ্গতা দিয়ে মানুষের ভেতরের ভুল অনুভূতির অবসান ঘটাতে কাজ করবে। মানুষের মনে আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগছে। সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন আমরা আধ্যাত্মিকভাবে ক্ষমতায়ন হব।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ব্রহ্মাকুমারী সংস্থার যুগ্ম প্রধান প্রশাসক রাজযোগিনী বিকে মুন্নি, অতিরিক্ত মহাসচিব বিকে ব্রিজমোহন, বিকে করুণা, বিকে মৃত্যুঞ্জয় ও বিকে সুষমা। এর আগে রাষ্ট্রপতিকে স্মারকলিপি প্রদান করে সংবর্ধনা দেন প্রতিষ্ঠানের

ইউক্রেনে নিজেদের ৬৩ সেনার প্রাণহানির কথা স্বীকার করল রাশিয়া

মস্কো, ৪ জানুয়ারি ঃ দোনেস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনের দাবি করা ৪০০ নয়, নতুন বছরের প্রাক্কালে হামলায় নিজেদের ৬৩ সৈন্যের প্রাণহানির কথা স্বীকার করেছে রাশিয়া।সোমবার রুশ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী পূর্বদিকের শহর মাকিভকায় একটি অস্থায়ী ঘাঁটিতে আমেরিকার দেওয়া হিমারস গাইডেড রকেট সিস্টেম ব্যবহার করে ছয়টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। দুটি ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কর্তৃক ভূপাতিত হয়েছে। বাকি চারটি ওই ভবনে গিয়ে আঘাত হানে।ইউক্রেন সেনাবাহিনীর কৌশলগত যোগাযোগ বিভাগ রবিবার দাবি করে, তারা রাশিয়ার ৪০০ সৈন্যকে হত্যা করতে সমর্থ হয়েছে। আহত হয়েছে অন্তত ৩০০ সৈন্য। এই দাবির পরদিনই রাশিয়ার পক্ষ থেকে বিবৃতি এল।দোনেস্কের মস্কো সমর্থিত কর্তৃপক্ষ এই হামলায় ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি স্বীকার করে। কর্তৃপক্ষের জ্যেষ্ঠ এক কর্মকর্তা টেলিগ্রামে এক পোস্টে বলেন, হতাহত হয়েছে, তবে সংখ্যা এখনো অজানা। ভবনটি খুব বাজেভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

সি ভি আনন্দ বোসকে বাড়তি নিরাপত্তা, জেড প্লাস ক্যাটাগরির সুরক্ষা পাচ্ছেন বঙ্গের রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ নিরাপত্তা বাড়ানো হল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে একটি নির্দেশিকায় এমনটাই জানানো হয়েছে। এবার থেকে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাবেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। গোটা দেশে তিনি যেখানেই যাবেন তাঁকে সর্বদা নিরাপত্তা দেবে সিআরপিএফ -এর জওয়ানরা।কিছুদিন আগেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যপাল। যদিও সেই বিক্ষোভকে খুব একটা বেশি আমল দেননি তিনি। তবে তাঁর নিরাপত্তা যেন কোনও বিঘ্ন না ঘটে তাই জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। সি ভি আনন্দ বোস পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার আগে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় কেন্দ্র নিযুক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। তাই তার উপর হামলার ঘটনা ঘটতে পারে, এই আশঙ্কা রয়েছে গোয়েন্দাদের। জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তায় রাজ্যপালের সঙ্গে সর্বদা থাকবে ৩৫-৪০ জন জওয়ান।

বিরাট এবং অনুস্কা বাঁকে জিকে বিহারীতে গেলেন, পরিদর্শন করেন বাবা নিম করোলির সমাধিস্থল

মথুরা, ৪ জানুয়ারি ঃভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি বুধবার সকালে শ্রী কৃষ্ণের শহর বৃন্দাবনে আসেন। তাঁর স্ত্রী অনুস্কার সাথে বাঁকে বিহারী জিকে দেখতে যান এবং বাবা নিম করোলির সমাধি দর্শন করেন।ক্রিকেটার বিরাট কোহলি এবং স্ত্রী আনুশকা শর্মা বুধবার সকালে ঠাকুর বাঁকেবিহারির শহর বৃন্দাবনে পৌঁছান। সেখানে তিনি বাবা নিম করোলির সমাধিস্থল পরিদর্শন করেন। প্রায় এক ঘণ্টা আশ্রমে ছিলেন বিরাট ও অনুস্কা। বাবা নিম করোলির আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। সমাধি পরিদর্শন শেষে কুটিরে ধ্যান করেন। ভক্তদের অটোগ্রাফ দেন। তাদের সঙ্গে ছবিও তুলেছেন। এই সময় বিরাট এবং অনুস্কাকে বাবা নিম করোলি আশ্রমে প্রসাদ হিসাবে কম্বল দেওয়া হয়েছিল। দুজনে প্রসাদও গ্রহণ করেন। আশ্রমে বিরাট কোহলিও তার এক ভক্তকে ব্যাট হাতে অটোগ্রাফ দেন। এর পর মা আনন্দময়ী আশ্রমে চলে যান বিরাট ও অনুস্কা। আনন্দময়ী আশ্রমে মিডিয়াকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি।প্রসঙ্গত, বিরাট কোহলি এবং অনুস্কা উভয়েরই বাবা নিম করোলি মহারাজের উপর অনেক বিশ্বাস রয়েছে। ২০২২ সালের নভেম্বরে বিরাট কোহলি এবং অনুস্কা শর্মা উত্তরাখণ্ডের কুমায়নের কাইঞ্চি ধাম পরিদর্শন করেন এবং বাবা নিম করোলি মহারাজের সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

কেন্দ্র ও দিল্লি সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত নয়ঃকংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং দিল্লির আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার মহিলাদের সুরক্ষার বিষয়ে চিন্তিত নয় বলে অভিযোগ করে দিল্লির নির্যাতিতা মেয়েটিকে অবিলম্বে ন্যায়বিচার দেওয়ার জন্য দাবি করেছে কংগ্রেস।কংগ্রেসের মুখপাত্র অলকা লাম্বা বুধবার দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দিল্লিতে মহিলাদের উপর অপরাধের ঘটনা ঘটছে, কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র এবং আপ নেতৃত্বাধীন দিল্লি সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তা প্রমাণিত হচ্ছে। .তিনি আরও বলেন, দিল্লিতে প্রায় প্রতিদিনই মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটছে। গুজরাট ও তামিলনাড়ু ক্যাডারের যে পুলিশ অফিসারদের জাতীয় রাজধানী সম্পর্কে কোনও জ্ঞান নেই তাদের দিল্লি পুলিশের প্রধান করা হচ্ছে। ১২ কিলোমিটার টেনে নিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে তিন মাসের মধ্যে বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বিডিওদের ডাকাত বলে ফের তকমা দিলীপের

দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৪ জানুয়ারিঃফের তোপ দাগলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি আক্রমণ শানিয়ে বসলেন বাংলার আমলাতন্ত্রকে। বললেন বাংলার বিডিও'রা নাকি ডাকাত।মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরে এক দলীয় সভা থেকে এহেন বিস্ফোরক আক্রমণ শানেন দিলীপ। তবে কারোর নাম নিয়ে তিনি আক্রমণ করেননি। স্বাভাবিক ভাবেই এহেন দিলীপ উবাচ ঘিরে বিতর্ক বাঁধতেও দেরী হয়নি।দলের মঞ্চ থেকে দিলীপবাবু এদিন আক্রমণ শানিয়েছেন রাজ্যের শাসক দলকে। সেই আক্রমণের মাঝেই তিনি হুট করে আক্রমণের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেন বাংলার আমলাদের দিকে। বলেন, ‘ টাকা পঞ্চায়েতে আসবে আর সেখান থেকে খরচ হবে। কারণ মাঝ পথে টাকা চুরি হয়ে যায়। কিন্তু এই পঞ্চায়েত এখন চোরের আখড়া হয়েছে। আর যার মাধ্যমে টাকা আসে সেই বিডিও সব থেকে বড় ডাকাত। সন্ধ্যা হলে ডাকাতদের সঙ্গে ফিস্ট করে।দিলীপবাবু বলেন, সারা বাংলায় প্রায় ৪০০টা বিডিও অফিস আমরা ঘেরাও শুরু করেছি। এই জেলাতেও করতে হবে। সব

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার, ২০পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০জানুয়ারিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২০ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২০ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২০ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৫.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৫.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯১শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টিহয়নি বুধবার। জোয়ার-সকাল ১১টা ২০ মিনিট এবং রাত-১১টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-১১টা ২০মিনিট। রাত-১১টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -০৮মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

রাশিফল

মেষ রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু করুন।
বৃষ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে।শুভ
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন। বিবাহের যোগ হতে পারে
কর্কট রাশিঃআপনার অন্য মানুষদের প্রশংসা করে সাফল্য ভোগ করতে পারেন। অর্থ ব্যয় ।
সিংহ রাশিঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। সংসারে শান্তি হবেইআজ
কন্যা রাশিঃজটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। অর্থ সঞ্চয়হবে
তুলা রাশিঃআজকের দিনে আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতে পারেন, যা আপনাদের উত্তেজিত এবং বিচলিত করতে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃস্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন।শুভদিন
ধনু রাশিঃআপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। আর্থিক ব্যয়
মকর রাশিঃআনন্দদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। বিবাহের যোগ হবেই ।
কুম্ভ রাশিঃআপনার মন সাম্প্রতিক ঘটনার কারণে বিঘ্নিত হবে। মেডিটেশন এবং যোগব্যায়াম আধ্যাত্মিক ও সেইসঙ্গে শারীরিক লাভের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
মীন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে সুস্থ হয়ে উঠবেন।সন্তান হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি বিরাজ হতে পারে আজকে ।অর্থ

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে হাম ও রুবেলা টিকাকরণ, চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্য জুড়ে আগামী সোমবার থেকে শিশুদের হাম ও রুবেলার টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সদ্যোজাত শিশু থেকে ১৫ বছর বয়সের ছেলে- মেয়েদের এই টিকা দেওয়া হবে। আগামী একমাস বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই সংক্রান্ত প্রচারও চালানো হবে বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। আশাকর্মী এবং ১০০ দিনের কর্মীরা লিফলেট বিলি করে প্রচার চালাবেন। পাঁচ লক্ষ লিফলেট বিলি করার পাশাপাশি প্রতিটি স্কুলে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ব্যানার লাগানো হবে। সরকারি- বেসরকারি স্কুলের পাশাপাশি, চা বাগান, আদিবাসী এলাকা এবং ইটভাটায় টিকাকরণে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সেখানে শিবির করে চলবে টিকাকরণ কর্মসূচি। কলকাতা শহরে সরকারি, পুর এবং বেসরকারি মিলিয়ে ২,৪৮৮টি স্কুলে টিকাকরণ হবে। তবে একাংশ বেসরকারি স্কুলের কাছ থেকে এখনও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি বলে জানা গেছে। ওই সব স্কুলকে আবার নতুন করে চিঠি পাঠিয়ে এই কর্মসূচিতে সামিল হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচীর প্রচারে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচীর প্রচারে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা ব্যানার্জি অংশ নেবেন বলে দলের তরফে জানান হয়েছে। দক্ষিন কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ কুমার আজ এই কথা জানিয়ে বলেন, দলনেত্রী হিসাবে নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরে এই কর্মসূচীতে অংশ নেবেন তিনি। পাশাপাশি বেহালা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পার্থ চট্টোপাধ্যায় জেলে থাকায় ওই কেন্দ্রে দল একজনকে দায়িত্ব দিতে চলেছেন বলেও তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সাধারনের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং অভাব অভিযোগ শুনতে তৃণমূল কংগ্রেস আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী শুরু করতে চলেছে বলে আগেই জানিয়েছে।

জয়নগরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, আটক গাড়ির চালক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৪ জানুয়ারি ঃ বুধবার সকালে জয়নগর থানার গোড়ের হাট এলাকায় পথ দুর্ঘটনার শিকার দুই ব্যক্তি, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানোর পথে মৃত এক, এলাকায় চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে

পুলিশ, এদিন সকাল দশটা নাগাদ কুলতলি থেকে মোটর বাইকে ফেরার পথে জয়নগর থানার গোড়ের হাট এলাকায় একটি ট্রাকের তলায় পড়ে গুরুতর আহত হন মোটরবাইক চালক ও আরোহী, আহত দুজন হল অভিজিত সাহা ও গৌরি হালদার, অভিজিত সাহার বাড়ি জয়নগর থানার জাঙ্গালিয়া সাহা পাড়া এলাকায় ও গৌরি হালদারের বাড়ি কুলতলির গোপালগঞ্জ এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। স্থানীয় মানুষজন আহত দুজনকে উদ্ধার করে প্রথমে দক্ষিন বারাসতের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। এবং সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে গৌরী হালদারের মৃত্যু ঘটে। আহত অভিজিত সাহাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ ঘাতক গাড়িটি ও গাড়ির চালককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

হাওড়ায় নয়ানজুলি থেকে উদ্ধার নিখোঁজ টোটো চালকের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জানুয়ারি ঃ একদিন নিখোঁজ থাকার পর হাওড়ায় নয়ানজুলি থেকে উদ্ধার হল এক টোটো চালকের মৃতদেহ। মৃত টোটো চালকের নাম শেখ রহিম। তাঁর বাড়ি হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার হাবলায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রের খবর, মাসখানেক আগে শেখ রহিম একটি নতুন টোটো কিনেছিলেন। মঙ্গলবার সকালে রহিম টোটো নিয়ে স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, বেশি ভাড়া দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এক ব্যক্তি রহিমের টোটো ভাড়া করে আমতায় যায়। এরপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে বুধবার সকালে চন্দ্রপুর ফাঁড়ির চা খানার কাছে একটি নয়ানজুলি থেকে রহিমের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, মৃতদেহ উদ্ধার হলেও টোটোর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁদের দাবি, রহিমকে খুন করে টোটো ছিনতাই করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শ্রদ্ধা মামলা ঃ ডিএনএ রিপোর্ট পেল দিল্লি পুলিশ, মিলেছে পরিবারের সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ জেলার মেহরাউলি এলাকায় শ্রদ্ধা হত্যা মামলার ডিএনএ পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেল দিল্লি পুলিশ। দিল্লি পুলিশের বিশেষ পুলিশ কমিশনার(আইন ও শৃঙ্খলা) সাগর প্রীত হুডা বুধবার বলেন, শ্রদ্ধার হাড় এবং চুল ডিএনএ মাইটোকন্ড্রিয়াল প্রোফাইলিংয়ের জন্য সেন্টার ফর ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং অ্যান্ড ডায়াগনস্টিকস (সিডিএফডি) হায়দ্রাবাদে পাঠানো হয়েছিল। এদিন শ্রদ্ধার ডিএনএ রিপোর্ট হাতে পেয়েছে দিল্লি পুলিশ। সাগর প্রীত হুডা জানিয়েছেন, মৃতের হাড়ের টুকরো এবং চুলের একটি টুকরো তার বাবা এবং ভাইয়ের সাথে মিলেছে যা শ্রদ্ধা ওয়াকার হিসাবে হাড় ও চুলের হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন এইমস-এর মেডিক্যাল বোর্ড পোস্টমর্টেমের জন্য হাড়গুলি পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, অভিযুক্ত আফতাব আমিন পুনাওয়ালা তার লিভ-ইন পার্টনার শ্রদ্ধা বিকাশ ওয়াকারকে ১৮ মে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল। এরপর তার শরীর কেটে ৩৬ টি টুকরো করে বিভিন্ন এলাকায় ফেলে দেয়। খুনের পর অভিযুক্ত আফতাব ৩০০ লিটারের একটি ফ্রিজ কিনে দেহের টুকরোগুলো রাখত। অভিযুক্ত ১৮ দিন ধরে প্রতিদিন রাত ২ টায় ঘুম থেকে উঠে মৃতদেহের কিছু টুকরো জঙ্গলে ফেলে দিত।

গোয়া বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করে মনোহর পারিকরের নামকরণে অনুমোদন দিল মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার গোয়ার গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নাম পরিবর্তন করে 'মনোহর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর - মোপা, গোয়া' নামকরণের অনুমোদন দিযেছে।

প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত মনোহর পারিকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। মোপা, গোয়ার গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করেছিলেন। আধুনিক গোয়া নির্মাণে ভারত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রয়াত ডঃ মনোহর পারিকরের অবদানের সম্মানে বিমানবন্দরটির নামকরণ করা হয়েছে।

ভালো কাজের স্বীকৃতি, সেরা স্বাস্থ্য কর্মীদের ডেঙ্গু সেনানী সম্মাননা পুরস্কার দিল হাওড়া পুরসভা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৪ জানুয়ারি ঃ ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে থেকে সেরাদের ডেঙ্গু সেনানী সম্মাননা পুরস্কার দিল হাওড়া পুরসভা। এদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতেই এই উইনার্স ট্রফি প্রদান। ডেঙ্গুর কাজে নিযুক্ত পুর স্বাস্থ্য কর্মীদের মধ্যে থেকে ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ডেঙ্গু সেনানী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হলো। হাওড়া পুরনিগমের তরফ থেকে বুধবার শরৎ সদনে ওই সম্মাননা ট্রফি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, হাওড়া পুরসভার স্বাস্থ্য বিষয়ক পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োজিত রাজ্যের হেলথ অফিসার ডাঃ এস কে শর্মা, পুর প্রশাসকমন্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাংশু দাস, পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপী মান্না, মনোজিত র‍্যাফেল, ডেপুটি কমিশনার ২ অর্ণব

রায়, হাওড়া জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিতাই চন্দ্র মন্ডল প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানে পুর প্রশাসকমন্ডলীর চেয়ারপার্সন ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, ডেঙ্গু মোকাবিলায় আমরা সবাই মিলে এক হয়ে কাজ করেছি। প্রথমবার এই বছর সবচেয়ে কম ডেঙ্গু হয়েছে ২১, ২২, ৩২ নং ওয়ার্ডে। সবচেয়ে বেশির কেস এসেছিল ১৫, ১০, ১১ নং ওয়ার্ডে। এইসব ওয়ার্ডের স্বাস্থ্যকর্মীরা খুব ভালো কাজ করে ডেঙ্গুর গ্রাফ কমাতে সক্ষম হয়েছেন। ১৬ নং ওয়ার্ডও ভালো কাজ করেছে। প্রত্যেক স্বাস্থ্য কর্মীদের ধন্যবাদ। আপনারা আরও ভালো করুন প্রতি বছর। এই কাজে উদ্বুদ্ধ করতেই এই উইনার্স ট্রফি প্রদান করা হয়েছে। পরে এক সাংবাদিক বৈঠকে সুজয়বাবু জানান, যে সকল ওয়ার্ডে ২০২২ এর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডেসেম্বর এই এক বছরে সবচেয়ে কম ডেঙ্গু কেস হয়েছে সেই সকল ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কর্মী, কনজারভেন্সি, ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের কর্মীদের দেওয়া হয়েছে ডেঙ্গু সেনানী সম্মাননা ট্রফি পুরস্কার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২১, ২২, এবং ৩২ নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গু কেস কম হয়েছিল ৬-৮টা। এই ৩টি ওয়ার্ডকে টিম হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়। এর সঙ্গে বেস্ট ফাইটাররের পুরস্কার দেওয়া হয় ১০, ১১ এবং ১৫ নং ওয়ার্ডের কর্মীদের। মূলত কর্মীদের কাজে মোটিভেশন করার জন্যই এই পুরস্কার। এর আগে এমন পুরস্কার দেওয়া হয়নি। সব কর্মীরাই কাজ করেছে। তবে যে ওয়ার্ডের কেসের সংখ্যা কম সেই দেখেই মান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি টিমকে একটা ট্রফি, একটি ব্যাগ দেওয়া হয়। সেই ব্যাগে ছিল চকলেট এবং তাঁদের কাজের ব্যবহার্য জিনিসপত্র।

'অনেক অধ্যাবসায়ে তৈরি করেছি আমরা, আদৌ কি বাংলা সেমি বুলেট ট্রেনের জন্য প্রস্তুত?' প্রশ্ন দিলীপের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ গত দুদিনে দু'বার। বন্দে ভারতের ওপর হল পাথর-হামলা। মঙ্গলবার হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে হামলা হয়। হামলার জেরে ভেঙে যায় সি৩, সি৬ কোচের জানালার কাঁচ। এবার সে প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বুধবার নিউটাউনে প্রাতঃভ্রমণের পর সাংবাদিক প্রশ্নে এই বিষয়টি উঠে আসে। বাংলা কি আদৌ সেমি বুলেট ট্রেন পাওয়ার যোগ্য? উত্তরে দিলীপ বলেন, দেশীয় প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে অধ্যাবসায় দিয়ে আমরা এই সেমি বুলেট ট্রেন তৈরি করেছি। এ রাজ্যের মানুষ কি সেটা নেওয়ার জন্য তৈরি? কী তাদের মানসিকতা? দিলীপ ঘোষের সংযোজন, এই মানসিকতা নিয়ে আমরা কি বাকি দেশ, বাকি দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব? যাঁরা করছেন, তাঁদের কিছু লোক উৎসাহ দিচ্ছে। আমাদের রাজ্যকে বদনাম করছে। রাজ্যের উচিত ব্যবস্থা নেওয়া। প্রসঙ্গত, নতুন বছরের শুরুতেই যাত্রা শুরু করেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সোমবার মালদার সামসির কুমারগঞ্জের কাছে ট্রেনটি লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। তারপরের দিনই নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে আবারও হামলা হয়। দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবারই প্রশ্ন তুলেছিলেন, বন্দে ভারত এক্সেপ্রেসে লাগাতার হামলার ঘটনায় তৃণমূল সরকারের ইন্ধন নেই তো? বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় জোর রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি তুলেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু অধিকারী এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধিরই কথা বলেছেন। কারণ ঘটনাচক্রে বন্দে ভারত ট্রেন উদ্বোধনের দিন হাওড়া স্টেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তেই দর্শকের আসনে বসে থাকা একাংশ 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান তুলেছিলেন। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে না উঠে বাম দিকের আসনেই বসে ছিলেন। দৃশ্যত তাঁকে ক্ষুব্ধ দেখিয়েছিল সেদিন। এরপর ট্রেনটি যেদিন যাত্রা শুরু করল, তার ঠিক এক দিনের মাথায় পাথর হামলার ঘটনা ঘটল। এটাকে 'প্রতিশোধ' হিসাবেই মনে করছেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রধানমন্ত্রীর দফতর, রেল মন্ত্রক, এনআইএ, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ট্যাগ করে টুইট করে ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবি তোলেন। শুভেন্দু নিজের টুইট বার্তায় লেখেন, 'দুর্ভাগ্যজনক এবং অসুস্থ। পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় ভারতের গর্ব বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোঁড়া হয়েছে। উদ্বোধনের দিনে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানের প্রতিশোধেই কি এই কাজ? আমি প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং রেল মন্ত্রকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যাতে এনআইএ-কে এই ঘটনার তদন্তভার দেওয়া হয় এবং দোষীদের কড়া সাজা দেওয়া হয়।' বিষয়টির তীব্র নিন্দা করে দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, এই দ্রুতগতির ট্রেনটি দেশের গর্বের। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন পরিষেবা বন্ধ করার চেষ্টা চলছে। আর এটা হচ্ছে বাংলাতে। যদিও তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেনের বক্তব্য, মালদা, তার আগে জলপাইগুড়ি, তার আগে উত্তরপ্রদেশ, তার আগে গুজরাট। বন্দে ভারতের উপর যা হচ্ছে তা অন্যায়। কারণ রেল জাতীয় সম্পদ। জাতীয় সম্পদ যারা নষ্ট করেছে তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ করা উচিত। আর বিজেপি তো শকুনের রাজনীতি করছে। যা ঘটেছে তা অন্যায়, কিন্তু তার থেকেও বড় অন্যায় এটা নিয়ে রাজনীতি করা।

রাজ্যে সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হচ্ছে আজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে সংশোধিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হচ্ছে আজ। আজ সকাল ১১ থেকে জেলাশাসক , মহকুমা শাসকের কার্যালয় সহ প্রতিটি বুথে ও স্বীকৃত রাজনৈতিক দল গুলির কাছে এই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী দপ্তর সূত্রে খবর। পাশাপাশি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সংশ্লিষ্ট সাইটেও ভোটার তালিকা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য গত ৯ নভেম্বর রাজ্যে খসরা ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়। ওই তালিকার ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় সংশোধন ও সংযোজনের কাজ চলে গত ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবাস যোজনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণে রাজ্যের নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে রাজ্য সরকার তৃণমূল স্তরেও নজরদারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে আবাস বন্ধু, ভিলেজ রিসোর্স পার্সন, আশা কর্মীদের এই নজরদারির কাজে ব্যবহার করা হবে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে। তাঁরা নিজেদের এলাকায় প্রতি সপ্তাহে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির অগ্রগতির ওপর নজর রাখবেন। এজন্য তাদের উৎসাহ ভাতা এবং পুরস্কার দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সাপ্তাহিক অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি ব্লক ও মহকুমা স্তরে ১৫ দিন অন্তর ওই প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসক তাঁর জেলার প্রকল্পের অগ্রগতি বিবেচনা করবেন বলে পঞ্চায়েত দফতরের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে পঞ্চায়েত সচিব আবাস যোজনার কাজের ওপর নজর রাখবেন। উল্লেখ্য কেন্দ্রের শর্ত মেনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পের আওতায় আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে ১০ লক্ষ ২৯ হাজার বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

তিলোত্তমায় পারদ নামতেই ঠাণ্ডা বাড়ল, রাজ্যে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরের শুরুতেই জমিয়ে ব্যাটিং শীতের। কনকনে হিমেল হাওয়ার আমেজ নিয়ে ঠান্ডা উপভোগ করছে রাজ্যবাসী। তিলোত্তমায়ও ফিরেছে জমাটি শীতের আমেজ। জাঁকিয়ে শীতের প্রত্যাবর্তন হয়েছে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন সকালে হালকা কুয়াশা থাকলেও, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যায় আকাশ। তবে এখানেই শেষ নয়। রাজ্যজুড়ে এবার শৈত্যপ্রবাহও হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতার তাপমাত্রা ১২ ডিগ্রি ছুঁতে পারে বৃহস্পতিবারের পর, এমনটাই পূর্বাভাস। সপ্তাহান্তেই জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী পাঁচ দিনে প্রায় ৩ ডিগ্রি মতো তাপমাত্রা নামতে পারে বলে পূর্বাভাস। দিনে তাপমাত্রাও আরও কিছুটা নামবে দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবারের পর থেকে রবিবারের মধ্যে ৪ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে দিনের তাপমাত্রা। ৫ জানুয়ারির পর থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টায় ২-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গেও বৃহস্পতিবারের পর থেকে তাপমাত্রা নামবে দুই থেকে তিন ডিগ্রি। আগামী ৪৮ ঘন্টায় ঘন কুয়াশা থাকবে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায়। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর এই তিন জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। আগামী চার - পাঁচ দিন রাজ্যে মূলতঃ শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরিষ্কার আকাশ থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টায় তাপমাত্রা আরও কিছুটা নামবে। উত্তুরে হাওয়া থাকবে। বৃহস্পতিবারের পর থেকে উত্তরে হওয়ার দাপট আরও বাড়বে। সপ্তাহের শেষে শৈত্য প্রবাহ চলবে? হাওয়া অফিসের তরফে জানান হয়েছে, আগামী পাঁচ দিন মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। বৃহস্পতিবারের পর উত্তুরে হওয়ার দাপট ক্রমশঃ বাড়বে। শুক্রবার থেকে পরবর্তী দু- তিন দিনে রাজ্যের তাপমাত্রা চার ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে। শনি ও রবিবার কলকাতার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রি বা তার নিচে নেমে যেতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে দশ ডিগ্রীর নিচে নেমে যাবে তাপমাত্রা।

তৃণমূলে নতুন দায়িত্বে তাপস রায়, উত্তর কলকাতার বাইরে সাংগঠনিক গুরু দায়িত্বে বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরে দায়িত্ব বাড়ল বিধায়ক তাপস রায়ের। তৃণমূল কংগ্রেসের দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন তিনি। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল। এর আগে এই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে ছিলেন পার্থ ভৌমিক। সম্প্রতি রাজ্য মন্ত্রিসভার যে রদবদল করা হয়েছে, তাতে মমতার ক্যাবিনেটে জায়গা পেয়েছেন পার্থ ভৌমিক। তারপর থেকে

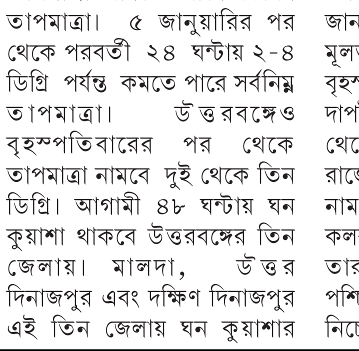

দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদটি শূন্যই পড়ে ছিল। এবার সেই সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদে বসানো হল তাপস রায়কে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর তাপস বাবু বলছেন, অনেক বড় দায়িত্ব। এখানে ১৪টি বিধানসভা এবং দুটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর যখন মন্ত্রিসভার রদবদল হল, সেই সময় ক্যাবিনেটে তাপস রায় জায়গা পাবেন কি না, তা নিয়ে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল অনেক। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে স্থান পাননি। বিগত দিনে দলের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর মতান্তরের কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। দলের অন্দরে বয়স সীমা স্থির করা নিয়েও সরব হয়েছিলেন তিনি। এমন এক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই তৃণমূলের সাংগঠনিক স্তরের নতুন দায়িত্ব পেলেন তাপস রায়। কানাঘুষো শোনা যায়, এই পদের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই নিমরাজি ছিলেন তিনি। তিনি নাকি উত্তর কলকাতার সভাপতি হতে চাইছিলেন। তবে পরিবর্তে দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি করা হল তাঁকে। প্রসঙ্গত, অতীতে ছাত্র রাজনীতি কেমন হওয়া উচিত, না নিয়েও সরব হয়েছিলেন তাপস রায়। 'ছাত্র রাজনীতির অবক্ষয়' নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। তাপস রায় বরানগরের বিধায়ক। কিন্তু উত্তর কলকাতা এলাকার প্রতিটি অলিগলি তাঁর নখদর্পণে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর কলকাতায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তিনি। বহুদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিক। এখন দেখার আগামী দিনে দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালনে তিনি নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাকে কতটা কাজে লাগান। তাঁর বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রও এই সাংগঠনিক জেলারই অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রের উদ্যোগে গঙ্গা বিলাস যাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ দেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে পর্যটকদের সামনে তুলে ধরতে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে প্রমোদতরী গঙ্গা বিলাস যাত্রা শুরু করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৩ জানুয়ারি এই প্রমোদতরীটির সূচনা করবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জলপথ মন্ত্রকের সঙ্গে দুটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রমোদতরী বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করে কলকাতা, ঢাকা এবং আসামের ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে। ৫০ দিনের এই যাত্রা পথে বিলাসবহুল এই প্রমোদতরী টি ৩ হাজার ২০০ কিলোমিটার জলপথ অতিক্রম করবে। রাজ্যে ১২ দিন থাকার সময় মুর্শিদাবাদ, মায়াপুর, কালনা ব্যান্ডেল, চন্দননগর এবং কলকাতার ঐতিহ্যবাহী দর্শনীয় স্থানগুলি পর্যটকদের দর্শন করাবে বলে সূত্রের খবর।

ডাকাতির আগেই ধৃত পাঁচ দুস্কৃতি, ধৃতদের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ ডাকাতির আগেই ধৃত ৫ দুস্কৃতি বকুলতলা থানার ডোঙরাবাদ এলাকা থেকে। ধৃতদের বুধবার পাঠানো হয় বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর

মহকুমা আদালতে। মঙ্গলবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার এস আই জয়দেব দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে বকুলতলা থানার ডোঙরাবাদ এলাকা থেকে গ্রেফতার হয় ৫ দুস্কৃতি। ধৃতরা হল ধর্মজিত সরকার বাড়ি মথুরাপুর থানার রাজাপুর এলাকায়, রহমান শেখ বাড়ি মথুরাপুর থানার তেঁতুলবেড়িয়া এলাকায়, অরুণজিত হালদার বাড়ি মথুরাপুর থানার রাজাপুর এলাকায়, হারান তাঁতি বাড়ি জয়নগর থানার হাটপাড়া এলাকায়, গোপাল হারা বাড়ি রবীন্দ্রনগর থানার আক্রা সন্তোষপুর এলাকায়। ধৃতদের মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় বকুলতলা থানার পুলিশ।

মেনকার 'রক্ষাকবচ' খারিজের আর্জি নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের দ্বারস্থ ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরের বিরুদ্ধে ইডি ফের কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ। মেনকার

রক্ষাকবচ খারিজের আর্জি নিয়ে সিঙ্গল বেঞ্চের দ্বারস্থ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। ইডির সমনের ভিত্তিতে মেনকা গম্ভীরের রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এবার মেনকার সেই রক্ষাকবচ খারিজ করা হোক, এই আবেদন নিয়ে ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি। বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা। উল্লেখ্য, গরু পাচার মামলায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের শ্যালিকা মেনকাকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু রক্ষাকবচের বিরোধিতা করেছিল ইডি। সিঙ্গল বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতিও দিয়েছিল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, রক্ষাকবচের মেয়াদ শেষ হওয়ায় সেই আবেদন খারিজ করতে পারবে সিঙ্গল বেঞ্চ। এবার সেই কারণেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি। ডিসেম্বর ২৪ তারিখেই মেনকার 'রক্ষাকবচ' খারিজ ও তাঁকে কলকাতায় জেরা করার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তা খারিজের দাবি তুলে আদালতে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইডি-র আইনজীবীরা। হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানি হয়। তবে ইডি-র আবেদনে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ ছিল ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, গরু পাচার মামলায় আগেই কলকাতা হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ইডিকে নির্দেশ দিয়েছিল, মেনকা গম্ভীরকে যেন কলকাতাতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁকে মূলত দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মেনকা। তাতেই গ্রেফতারির মতো কোনও কড়া পদক্ষেপের ক্ষেত্রে মেনকাকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল হাইকোর্ট।

রাজ্যে বস্ত্র শিল্পের প্রসারে নতুন উৎসাহ ভাতা প্রকল্প চালু করেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে বস্ত্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ দিতে রাজ্য সরকার নতুন উৎসাহ ভাতা প্রকল্প চালু করেছে। বয়ন শিল্পের প্রতিটি বিভাগ অর্থাৎ তন্তু উৎপাদনকারী থেকে রেডিমেড বস্ত্র নির্মাতা সংস্থা সকলেই রাজ্যের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের এই নতুন উৎসাহ নীতির আওতায় আসবেন বলে জানানো হয়েছে। নতুন উসাহনিতি অনুযাযী নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে বিনিয়োগ করা শিল্প সংস্থা তাদের বিনিয়োগের অঙ্কের অনুপাতে ২০ থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পেতে পারবেন। স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি সম্পূর্ন মকুব করার পাশাপাশি জমির নাম পত্তন ও চরিত্র বদলের ক্ষেত্রেও একশো শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। পাশাপাশি উৎপাদন শুরু করার সময় থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ শুল্কে একশ শতাংশ বা বছরের সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা পর্যন্ত ছাড় পাবেন। বিদ্যুতের বিলেও পাঁচ বছর পর্যন্ত তাদের ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নতুন উৎসাহ নীতির আওতায় পোষাক উৎপাদনকারী কারখানাগুলো উৎপাদন শুরুর সময় থেকে পাঁচ বছর বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি পেতে পারেন। সুতো ও রঙ উৎপাদন, রঙ ও ছাপার কাজ সেলাইয়ের মত বস্ত্র উৎপাদনের নানা ধাপে কাজ করা অন্যান্য সংস্থাগুলিকে পাঁচ বছরের জন্য বছরে এক কোটি টাকা পর্যন্ত ভর্তুকি দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্যকে বস্ত্র শিল্পের বিনিয়োগের নতুন মন্তব্য হিসেবে গড়ে তুলতে এবং এই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই নতুন উৎসাহ নীতি চালু করা হচ্ছে বলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

জগাছায় গৃহস্থের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার জগাছার ধাড়সা হরিসভাতলা এলাকার একটি ফাঁকা বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, পরিবারের সদস্যরা সকলেই পুরী বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফাঁকাই ছিল। সেই সুযোগে ওই ঘটনা ঘটে। ৭ দিনের মাথায় বুধবার সকালে এরা বাড়ি ফেরেন। দেখেন এই ঘটনা। ঘর পুরো লণ্ডভণ্ড। চুরি গিয়েছে নগদ কয়েক হাজার টাকা সহ ৪-৫ ভরি সোনার গয়না। জগাছা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ চুরির ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

সুন্নি বাঁধ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নে সুবজ সংকেত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ আত্মনির্ভর ভারত অভিযানকে সফল করে তোলার এক বিশেষ পদক্ষেপ হিসেবে হিমাচল প্রদেশে ৩৮২ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সুন্নি বাঁধ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের এক প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি। আজ এখানে প্রধানমন্ত্রী নরেঃদ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির বৈঠকে স্থির হয় ২৬১৪ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগে এই প্রকল্পটি রূপায়িত করবে এসজেভিএন লিমিটেড। ঐ বিনিয়োগের মধ্যে কেঃদ্রীয় সরকারের ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বাজেট সহায়তার কথাও ধরা রয়েছে। ২০২২এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ২৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ের বিষয়টিতেও কর্ম পরবর্তী অনুমোদন দেওয়া হয় কমিটির বৈঠকে। ৩৮২ মেগাওয়াটের এই জলবিদ্যু প্রকল্পটি রূপায়িত হলে স্থানীয় শিল্পসংস্থা বিশেষত ক্ষুদ্র, মাঝারি ও অণুশিল্পগুলি বিশেষভাবে উপকৃত হবে। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ- সামাজিক বিকাশ তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টাও নানা ভাবে উৎসাহিত হবে এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলশ্রুতিতে। প্রকল্প রূপায়ণকালে চরম ব্যস্ততার সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪ হাজার মানুষের রুজি-রোজগারের সংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০ পৌষ , ১৪২৯

পাকিস্তানকে কড়া বার্তা

পাকিস্তানকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। অস্ট্রিয়ার একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, পাকিস্তান সম্পর্কে কড়া কথা বলার কোনও সীমা থাকা উচিত নয়। পাশাপাশি চিনকে লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন সীমান্ত রেখা অতিক্রম করতে শুরু করে দিয়েছে। সাইপ্রাস এবং অস্ট্রিয়া সফর করার সময়ে বিদেশ মন্ত্রী বেশ আক্রমনাত্মক কথা ব্যবহার করেছেন চিন এবং পাকিস্তানের দিকে তাক করে। বছরের শুরুতেই একেবারে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করতে শুরু করে দিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করেছেন যে জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি হওয়াতে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের কথার মধ্যে দিয়ে। সাউথ ব্লক বুঝিয়ে দিয়েছে তারা একেবারে চোখ বন্ধ করে নেই। সব সময়ে চোখ খোলা রেখে কাজ করছে। সেই কারণে আক্রমণকে রক্ষণের অস্ত্র বলে গ্রহণ করতে শুরু করেছেন বিদেশ মন্ত্রী। অস্ট্রিয়া সফর করার সময়ে একজন সাংবাদিক বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলেন যে পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদের আঁতুর ঘর নয় সেটা কূটনৈতিক বাক্য নিশ্চয় ছিল না। জয়শঙ্কর সেটাকে একেবারে ইতিবাচক করে উত্তর দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, তিনি এই কথাই বলেছিলেন। তবে পাকিস্তানের নাম না করে। তবে আমি একজন কূটনীতিবিদ, তবে মিথ্যুক নই। আঁতুর ঘরের চেয়ে ভয়ানক বড় ধরনের শব্দ ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু সেটা করিনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের কথার মধ্যে কূটনৈতিক ভদ্রতা রয়েছে। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান যা করেছে তাতে এই ধরনের হালকা কথা বলা পোষায় না। আরও বেশি কঠোর শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। ভারতের বিমান হাইজ্যাক করার ব্যাপারে পাকিস্তানের আইএসআই এর হাত ছিল সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। তারা এখন সাফাই গাইতে শুরু করেছে দোষ ঢাকা দেওয়ার জন্য। ২০০১ সালে দিল্লির সংসদ ভবনে হামলা, ২০০৮ সালে মুম্বই হামলা, কাশ্মীরে জঙ্গি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া, পাঠানকোট হামলা সব কিছু জঙ্গি হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের যোগ ছিল। বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন যখন প্রকাশ্য দিবালোকে জঙ্গিদের শিবির বহাল তবিয়তে বজায় থাকে, তাদেরকে পুঁজি জোগানো হয়, তখন আপনি কি বিশ্বাস করবেন যে পাকিস্তান এই সব কিছুই জানে না। পাকিস্তান থেকেই তারা নির্দেশ পেয়ে এই সব কাজ করতে শুরু করেছে। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই বাংলাদেশে কাজ করতে শুরু করেছে। তারা বাংলাদেশকে ভারত বিরোধী মদত দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাধা দেওয়ার ফলে তারা তা অতি সহজেই করতে পারছে না। পাকিস্তান যে এই সব কিছু করছে তা পশ্চিমী দেশগুলিকে কোনও সময়ে নিন্দা করতে দেখি নি। তারা চুপ করে বসে থাকে। পাকিস্তান সম্পর্কে একটি নিন্দা কথাও তারা প্রকাশ করে না। চিনের সঙ্গে কথা রয়েছে সীমান্ত এলাকায় স্থিতাবস্থা রাখ ার। কিন্তু চিন তা লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিয়েছে। সম্প্রতি ভারত চিনের সঙ্গে ১৭ তম সামরিক বৈঠক হয়েছে। সীমান্তের পশ্চিম সেক্টরে সুস্থিতি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার কথা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর একেবারে খাপে খোলা তলোয়ারের মতো উগ্র হয়ে জবাব দিতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি প্রায় সময়ে শান্ত থাকেন। উত্তেজিত হয়ে পড়েন না। কিন্তু এবারে দেখ তে পাওয়া গেল তাঁর কথার মধ্যে একটি প্রচণ্ড আক্রোশের ভাব। তিনি বারবার বলেছেন, বহু সহ্য করে ভারতকে থাকতে হয়। সব সহ্যের একটি সীমা থাকে। পাকিস্তান এমন সব কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। শুধু চিন এবং পাকিস্তান নিয়ে কড়া কথা বলেননি বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সদস্যদের দিকে তাক করে কড়া কথা বলেছেন। স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে চিনও রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার নিয়ে ভারত বহু কথা বলেছিল কিন্তু তাতে বেশি আমল দেওয়া হয়নি। এক দশক ধরে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার করার কথা বলে আসা হচ্ছিল। কিন্তু নীরব হয়ে রয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ। চুপচাপ। বিদেশ মন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিলেন যে যারা স্থায়ী সদস্য হয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করেছে তারা এখন নতুন সদস্য নেওয়াতে বাধা দিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্কার করার খুবই প্রয়োজন। বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জকে চলতে হবে। নাহলে কিন্তু আগামি দিনে রাষ্ট্রপুঞ্জের অবস্থা লিগ অব নেশনের মতো হবে। একেবারে পুতুলে পরিণত হবে। পাকিস্তানকে এক হাত নেওয়ার বহু কারণ রয়েছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে পাকিস্তান কাশ্মীরকে তাদের বিদেশ নীতির অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে। আর কোনও তাদের বিদেশ নীতি নেই। ভারত এবং কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তান আর কারোর দিকে তাক করে আত্রমণ করছে না। চিন তাদের এখন সবচেয়ে নিকট বন্ধু বলা যেতে পারে। সেই কারণে পাকিস্তান চিনকে কাশ্মীরে আর্থিক করিডর গড়তে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। ভারত চিনের আর্থিক করিডর তৈরি করতে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাশ্মীর সীমান্তে বারবার পাকিস্তান সেনারা হামলা করে এসেছে। কাশ্মীরে জঙ্গী পাঠিয়ে সেখানকার পরিবেশকে বিষাক্ত করেছে। এমনকী একটি সময়ে কাশ্মীরের রাজনীতির মধ্যে পাকিস্তান অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছিল। ভারতের কাশ্মীরে পাকিস্তান দিবস পালন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিত পাকিস্তান। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে অর্থ থেকে শুরু করে অস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল পাকিস্তান। গোটা কাশ্মীরের প্রশাসন একটি সময়ে পাক মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হতো। সেটা এখন একেবারে দমন করে দিয়েছে মোদি সরকার। মোদি সরকার এসেই কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ফলে পাকিস্তান আর কাশ্মীর নিয়ে কোনও কথা বলতে পারছে না। পাকিস্তানের বিদেশ নীতি ছিল শুধু মাত্র কাশ্মীর। কাশ্মীরকে সমানে রেখে দিয়ে পাকিস্তান একটি সময়ে আন্তর্জাতিক দরবার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। এমনকী পাকিস্তান ভারত দ্বারা আক্রান্ত এই অজুহাত খাড়া করে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক মহল থেকে বহু টাকা তুলেছে। সেই সব পরবর্তীকালে ভুয়োতে পরিণত হওয়ার ফলে এখন আর আন্তর্জাতিক মহল থেকে কোনও রকম সাহায্য পাচ্ছে না। পাস্তিকানের সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল আমেরিকা। সেই আমেরিকা এখন পাকিস্তান বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

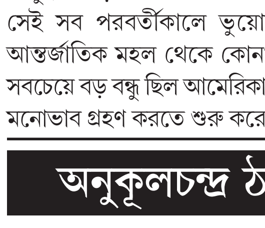

কপট ব্যাক্তি অন্যের নিকট সুখ্যাতির আশায় নিজেকে নিজেই প্রবঞ্চনা করে, অল্প বিশ্বাসের দরুন অন্যের প্রকৃত দান হতেও প্রবঞ্চিত হয়......

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের কালী মন্দির বন্ধ থাকলেও কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় হতে শুরু করে দিয়েছে। সাধক বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থান হচ্ছে তারাপীঠ। বামাক্ষ্যাপা বলতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখ লে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে।

চিন সব সময়ে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে থাকে

যুদ্ধ থামানোর দায় ভারতের একার নয় ঃ জয়শঙ্কর

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যুদ্ধ থামানোর দায় ভারতের একার নয়। ভারত বারবার বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে তারা যুদ্ধের পক্ষে নয়। যুদ্ধ হলে সারা বিশ্ব আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে থাকবে। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের সমানেই বলেছিলেন যে এটা যুদ্ধের সময় নয়। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন সেই কথায় একেবারে কর্ণপাত করতে রাজি হচ্ছেন না। তিনি এবারে চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার চেষ্টা করছেন। চিন সব সময়ে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করে থাকে। ভারতের সঙ্গে চিনের সীমান্ত বিরোধ আজকের ব্যাপার নয়। ১৯৬২ সাল থেকে চলে আসছে। সেই সমস্যার সমাধান করা আজও গেল না। ভারতের ইচ্ছা রয়েছে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করা। কিন্তু চিন যেভাবে লাদাখ থেকে শুরু করে অরুণাচল প্রদেশে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত সতর্ক। ভারত থেকে বারবার চিনকে বার্তা দেওয়া হয়েছিল সংযত আচরণ করতে। কিন্তু চিন তা শুনতে একেবারে রাজি নয়। ভারতে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তিব্বতের ধর্মগুরু দালাই লামা। তিব্বতে চিন তিব্বতকে দখলে রাখতে সেখ ানে আলাদা করে একজনকে ধর্মগুরু তৈরি করেছে। দালাই লামাকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। দালাই লামাকে দেশদ্রোহী বলে আখ্যা দিতে চিন কসুর করেনি। আসলে চিনের নীতিই হল ভারতকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখ া। বর্তমান চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি ভারতের চারদিকে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছেন। নেপাল, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার আর্থিক ব্যাপারে মাথা গলাতে শুরু করেছে। এই সব দেশের উন্নয়নে চিন টাকা ঢালতে শুরু করেছে। তার ফলে ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলি চিনের হয়ে সাফাই গাইতে শুরু করেছে। এতে ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে চিন। এদিকে কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন যে চিন এবং পাকিস্তান এক যোগে ভারত আক্রমণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে চিনের ব্যাপারে উদাসীন থাকলে চলবে না। সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি যা বলেছেন তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। এমনকী এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে রয়েছেন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি এ ব্যাপারে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্ব থেকে অশান্তি দূর করতে একা ভারত পারে না। তার দায় গ্রহণ করতে হবে সবাইকে। চিনকেও এগিয়ে আসতে হবে। রাশিয়াকেও বিশ্ব শান্তির পক্ষে সায় দিতে হবে। তবেই বিশ্ব থেকে অশান্তি দূর হতে পারে। ভারত এবারে জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি। তার ফলে ভারতের ওপরে দেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায় এসে উপস্থিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ। এক বছর ধরে চলতে থাকা এই যুদ্ধের অবসান সব দেশই চাইছে। কিন্তু ইউক্রেন এবং রাশিয়া তারা ক্রমশ যুদ্ধকে আরও বেশি করে সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা করছেন। রাশিয়া এবারে চিনকে সঙ্গী করে নিয়ে যুদ্ধকে পরিচালনা করবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট মার্কিন সফর করে সেখানে গিয়ে অস্ত্র পাওয়ার কথা বলেছেন। মার্কিন সরকার ইউক্রেনকে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আরও বেশি যুদ্ধাস্ত্র দেওয়ার পক্ষে সায় দিয়েছে মার্কিন কংগ্রেস। এর ফলে যুদ্ধ এখনই থামানো একেবারে অসম্ভব। ভারতের সঙ্গে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ফোন করে যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে রাশিয়াকে রাজি করানোর কথা ব্যক্ত করেন। ভারত তাঁর কথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল যে পুতিন এখনও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চান। এটা তাঁর কাছে সম্মানে লড়াই হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। রাশিয়া যে একটি শক্তিশালী দেশ এবং ইউরোপের কাছে রাশিয়া মাথা নত করবে না সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

আমেরিকা, রাশিয়া, ইউক্রেন, চিন, ভারত, ব্রিটেন, জার্মান এবং ফ্রান্সের বৈঠক হওয়া খুবই প্রয়োজন। জি-২০ মতো বিশ্বশক্তিশালী রাষ্ট্রে বৈঠক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সবাই যদি এক জোট হয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামাতে প্রেডিন্টে পুতিনকে অনুরোধ করে তাহলে বিষয়টা নিস্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেটা তো হচ্ছে না। রাজনৈতিক স্বার্থ দেখতে সবাই শুরু করে দিয়েছে। মরছে ইউক্রেনের বাসিন্দারা। তারা কোনও অপরাধ করেনি। তারা শরনার্থী হয়ে বসবাস করছে এই ঠাণ্ডার মধ্যে। ইতিমধ্যে ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত যেহেতু জি-২০ সম্মেলনের সভাপতি হয়েছে তাই ভারতের ওপরে যুদ্ধ থামানোর চাপ দিতে শুরু করেছে আমেরিকা থেকে শুরু করে পশ্চিমী দেশগুলি। তারা এখন বলতে শুরু করেছে ভারত গুরু দায়িত্ব পালন করুক। এর আগে বহু দেশ বিশেষ করে তুরস্ক চেষ্টা করেছিল যুদ্ধ থামিযে দেওয়ার। তারা রাশিয়া এবং ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকের আয়োজনও করেছিল। কিন্তু দুই পক্ষ তাদের সিদ্ধান্তে একেবারে অনড় ছিল। তার ফলে যুদ্ধ থামানো সম্ভব হয়নি। ইসরায়েলও বলেছিল তারা মধ্যস্থতা করতে পারে যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে। কিন্তু ইসরায়েলের কথায় কর্ণপাত করেননি পুতিন। পুতিনের শিষ্যরা বলতে শুরু করে দিয়েছিল ইসরায়েল যদি মধ্যস্থতা করে তাহলে আমেরিকার হাত শক্তিশালী হবে। সেই কারণে ইসরায়েলের কথাকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছিলেন পুতিন। তিনি ইসরায়েলের কথায় সায় দেননি। তার ফলে যুদ্ধ চলছে। চিন চাইছে যুদ্ধ চলুক। আমেরিকার শক্তি ক্ষয় হোক। আমেরিকার যত শক্তি ক্ষয় হবে ততই চিনের লাভ। রাশিয়ার লাভ। চিন রাশিয়া এখন তাদের লাভের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়ে নয়াদিল্লি বেশ উদ্বিগ্ন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর সাইপ্রাস সফর শেষ করে অস্ট্রিয়াতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভিয়েনাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন বিদেশ মন্ত্রী। তিনি বলেছেন, গোড়া থেকেই আমরা চেষ্টা করে আসছি যুদ্ধ থামানোর। কিন্তু তারা যুদ্ধ থামানোর কথা চিন্তা করতে পারছে না। ভারত তো বহু দূরে অবস্থান করছে। রাশিয়া এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের কথা শুনতে রাজি হচেছ না। মানাবধিকার মিশন থেকে রাশিয়ার সদস্যপত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। সদস্যপদ খারিজ করা হয়নি বটে। কিন্তু সেই সদস্যপদের আর কোনও গুরুত্ব নেই। তবে রাশিয়া ইচ্ছা করলে সক্রিয় সদস্য হতে পারে যুদ্ধ বন্ধ করে। রাশিয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে এইভাবে যুদ্ধকে পরিচালনা করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনে রাশিয়া অপরাধী হতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়াকে সংযত হওয়ার কথা বলতে সবাই শুরু করলেও রাশিয়া তাদের কথাকে একেবারে পাত্তা দিচ্ছে না। তার ফলে যুদ্ধ থামানো সম্ভব হচ্ছে না। যুদ্ধ না থামলে ইউক্রেন শরনার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ভারত সরকার থেকে মানবিক সাহায্য পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু সেটা কতদিন ভারত করতে পারবে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। অনন্তকাল ধরে মানবিক সাহায্য দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই দিকটার কথা ভারত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যুদ্ধ ইউক্রেনের যা ক্ষতি করেছে তা পূরণ করা একটি শতাব্দীতে হওয়া সম্ভব কিনা সেটা ভবিষ্যত বলতে পারবে। ইউক্রেন একেবারে মাটির তলায় মিশে গিয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ বাড়িগুলি একেবারে ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। শুধু মাত্র কিভের কয়েকটি বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি বলতে সবই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ভিয়েনা থেকে শান্তির বার্তা দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি প্রধানমন্ত্রী নাম উল্লেখ করে বলেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুতিনের সমানে বলেছেন এটা যুদ্ধের সময় নয়। পুতিন মোদির কথা শুনেছেন। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি বা যুদ্ধ নিয়ে কোনও কথা বলেননি। যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলে তিনি চুপ করেছিলেন। ভারতের সঙ্গে ব্যবসায়িক কথা

হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কথা হয়েছে। চুক্তিও হয়েছে। কিন্তু ইউক্রেন নিয়ে কোনও কথা বলতে চাননি পুতিন। তার ফলে প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে এ ব্যাপারে আর কোনও কথা বলেননি। একটি কথা বলে দিয়েছে তিনি পুতিনের মত জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পুতিন মোদির কথায় কোন কথা প্রকাশ করেনি বা উত্তর দেননি। এমনকী পুতিন বলেননি আপনার কথাটা ভেবে দেখছি। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন ভারতের যেমন দায়িত্ব রয়েছে যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে কথা বলা। ঠিক তেমনি চিন রাশিয়ার যুদ্ধ বন্ধ করে আলোচনায় বসা। রাশিয়া ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র। তা বলে রাশিয়া ভারতের কথা শুনে চলবে সেটা অতিরিক্ত আশা করা। সেটা পুতিন কোনও সময়ে করতে চাইবে না।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বলেছিলেন ভারতকে চিন এবং পাকিস্তান উভয় একই সঙ্গে আক্রমণ করবে। সেই ধরনের ছক কষতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই। ভারত রাহুল গান্ধির কথাকে গুরুত্ব দিয়ে সেনা বাহিনীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করবে। যদি দুই রাষ্ট্র একসঙ্গে ভারত আক্রমণ করতে শুরু করে তাহলে ভারতীয় সেনারা সেটাকে সামাল দিতে পারবে কিনা। এই নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়েছেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তিনিও রাহুল গান্ধির কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাহুল গান্ধির এই ধরনের কথা বলার ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত পেয়েছেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাকিস্তান এখন ইচ্ছা করে চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চিনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মিটছে না পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের উস্কানিতে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ভারতের নিরাপত্তা বিভাগ। ভারতের ওপরে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। জি-২০ সম্মেলনকে সফল করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। জি-২০ সম্মেলনকে সফল করতে বিশ্বের সব রাষ্ট্র নেতারা দিল্লিতে উপস্থিত হবেন। সেখানে বিশ্বের যা কিছু সঙ্কট তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং তার সমাধানের পথ রচিত করা হবে। তবে তার থেকে কী ধরনের সুফল পাওয়া সম্ভব হবে তা বলা এখনই অসম্ভব। তবে বারত আশা করছে যে বেশ কিছু জটিল বিষযের সমাধান হওয়া সম্ভব জি-২০ সম্মেলনে। বিশ্বের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ। শিল্প কলকারখানা উৎপাদন মুখী হতে পারছে না। তার একটি মাত্র কারণ বাজারে কোনও পণ্যের চাহিদা নেই। একমাত্র ওষুধ ছাড়া এবং পেট্রো পণ্য ছাড়া। জ্বালানির অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বেশি করে বিদ্যুৎ নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। ভারত আগামি দিনে জ্বালানির পরিমান কমিয়ে বিদ্যুৎ বা সৌরশক্তিকে বেশি করে ব্যবহার করার ওপরে জোর দিচ্ছে। নাহলে কিন্তু পৃথিবীর সভ্যতা একটি স্থানে থেমে থাকবে। সভ্যতার অগ্রগতি করতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি উৎপাদন করতে হবে বিদ্যুৎ থেকে। সৌরশক্তি থেকে। জ্বালানি বা পেট্রো পণ্যের ওপরে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। এই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। সেটাই হবে জি-২০ সম্মেলনের সফল অভিযান। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করাই হচ্ছে জি-২০ মূল লক্ষ্য। তাকে বাস্তবে পরিণত করতে সভাপতি ভারত যথেষ্ট চেষ্টা করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর।

মায়ের চিঠি

আমি তোমাদের সেই মা যে এখনো জীবন যুদ্ধে লড়ে চলেছে

(দ্বিতীয় পর্ব)আচ্ছা মৃত্যুটা কার হলো বলতে পারো তোমাদের না সেই মায়ের যে সারা জীবন এর সব সুখ আনন্দ বিসর্জন দিয়ে তোমাদের মানুষ করতে চেয়েছিল সেই মায়ের? জানি না। হয়তো মাকে বুঝতে পাড়া খুবই মুশকিল জানো কখনো কখনো মনে হয় সমাজ বুঝি আমাদের বহিস্কার করে দিলো তাদের সমাজ থেকে। এখন আর তাঁরা আমাদের সাথে আগের মতো ব্যবহার করে না কেমন অবাক চোখে তাকায়, মনে হয় জানো ওরা বলতে চাইছে মা ই এর জন্য দায়ী, মা ই নিশ্চই ঠিক মতো কর্তব্য করতে পারে নি সন্তানের সাথে, কেউ কেউ তো বলে এই মা ই সন্তান কে খেয়েছে, সত্যি কি মা পারে এরকম করতে? তুমিও হয়তো এত কিছু ভাবো নি বলো! মা তো মা ই হয়, ভালো মা, খারাপ মা হয় কি? একঝটকায় যেমন তুমি চলে গেলে ঠিক একঝটকায় তোমার মায়ের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। অতীতে ফেলে আসা সেই জীবন যা শুধু তোমাকে ঘিরেই ছিল সেটা র আর কোনো মূল্য রইলো না, বর্তমানে যখন সেই সব মাদের দেখি যারা কতই না স্বপ্ন বুনছে তাদের সন্তানদের নিয়ে তখন সেই মাকে যে রোজ রোজ মরতে হয় তার ছেলের মুখ টা ভেবে, সে হয়তো কত ভালোই না থাকতো আজ যদি বাঁচাতে পারতো নিজেকে আর মা হয়ে আমিও কতই না ভালো থাকতাম। জানি তোমরা হয়তো মায়ের মন ই পড়তে পারো নি, তোমাদের চোখে হয়তো ধরা পরে নি তোমাকে বড়ো করতে গিয়ে তার পরিশ্রম, তার কান্না, তার বলিদান. তাই তো খুব সহজে শুধু নিজের কথা ভেবে চলে গেলে, একবার কি যাওয়ার সময় মার মুখ টাও মনে পড়লো না, মনে পড়লো না সেই কথা গুলো যখন মা আদর করে তোমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলো 'এটাই তো আমার সবচে মূল্যবান সোনা আমার আর কোনো সোনার দরকার নেই,' মনে পড়েনি মায়ের বলা সেই কথা 'কেউ ভালোবাসলো না বাসলো আমি তোকে সারাজীবন ভালোবাসবো সে তুই যেই পরিস্তিতেই থাক না কেন। হয়তো পরে নি বা হয়তো এই কথা গুলো সেই সময় তোমাকে বাঁচার তাগিত জোগাতে পারে নি। হবে হয়তো তাই। অনেক টা দোষ মা রো আছে, মা যে বলতে ভুলে যায় আমি তোকে পৃথিবীর মধ্যে শুধু তোকে ভালোবাসি,মা রা শেখাতে ভুলে যায় কিভাবে ভালো দিন, সুখের জীবনের জন্য জন্য অপেক্ষা করতে হয়,মা যে শেখাতে ভুলে যায় যেটা আছে তাতেই কিভাবে ভালো থাকা যায় হয়তো মা নিজেই সেটা জানে না তাই তো নিজে যেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারে নি নিজের জীবনে সেটাই তার সন্তান এর দ্বারা পূরণ করতে চায় আর এটাই হয়তো একটা বড়ো ভুল করে বসে মা বাবা.

জীবনের অনেক ভুলভ্রান্তির কারণেই হয়তো মা কে এই দিন দেখতে হয়। কিন্তু মা কখনো চায় না সন্তান কষ্টে থাকুক আর তাই হয়তো একটু বেশি ই স্বপ্ন দেখে ফেলে।তাই তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো সোনা আমার। যদিও মায়ের মূল্যবান সন্তান যদি সমাজের

কাছে মূল্যহীল ও হয় তবুও মায়ের কাছে সেই সন্তানের মূল্য অপরিসীম। সন্তান যদি বিকলাঙ্গ ও হয় তবুও 'আমার সন্তান আছে' এটাই যে বাবা মার কাছে সবচে অমূল্য হয়ে পরে। হতে পারে আজকের দুনিয়াটা খুবই টাকা পয়সায় কে এগিয়ে তার প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়ে, সবাই দৌড়োচ্ছে নিজেকে এগিয়ে রাখার জন্য, নিজের বাচ্চা কে এগিয়ে রাখার জন্য, কিন্তু তবুও বলবো কোনো বাবা মাই তার সন্তান ছাড়া এক মুহূর্ত এগিয়ে যাবার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নামতেই পারবে না। কষ্ট হয় তখন যখন তোকে ছাড়া পুজো আসে, তোকে ছাড়াই তোর নাচ ছাড়াই দেবী মার ভাসান হয় তখন কষ্ট হয় মনে হয় পালিয়ে যাই কোথাও যেখানে তোর কোনো স্মৃতি আমার চোখের সামনেও থাকবে না এমন কি তোর মুখটাও আমার মনে পড়বে না।কিন্তু এরকম কিছুই করা সম্ভব নয়, সহ্য তো করতেই হবে. আমি যে মা। কিছু মুহূর্তের কারণে আমরা কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি আর এরকমই একটা ভুল সিদ্ধান্ত হলো আত্মহত্যা যা আজকালকার সমাজে বাচ্চাদের মধ্যে খুবই দেখা যাচ্ছে আমি সেই সব মা দের তরফ থেকে বলছি যারা ভাবছো জীবনে যখনি কোনো সমস্যা আসে তার একমাত্র নিরাময় মৃত্যু, নিজের জীবন কে মৃত্যুতে পরিণত করা। কিন্তু তোমরা ভুল. তাই যদি হতো তবে মা রা ই প্রথমে আত্মহত্যা র পথ বেঁচে নিতো কারণ প্রসব যন্ত্রনা এমন এক যন্ত্রনা যা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়. কিন্তু তাঁরা সেই কষ্ট কে সুখ বানিয়ে নিজে বেঁচে থাকে আর নতুন জীবনকেও বাঁচিয়ে রেখে তোমাদের জন্ম দেয়.কারণ এক নারী তখনি নারী হয় যখন সে মা হতে পারে। কিন্তু তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো এই জীবন কে তোমরা মেনে নাও নি হয়তো তোমরা তোমাদের মতন জীবনে আছো আর ভগবান করুক তোমরা খুব ভালো থাকো. তোমরা যাতে ওখানেও কষ্ট না পাও তাই তো তোমার কথা ভেবে কাঁদি না, কারণ মায়ের চোখের জ্বলে সন্তানের কষ্ট হয় সে যেখানেই থাক।আমার কি হবে সেই মায়ের কি হবে যারা সন্তানহিনা, শেষ বয়সে যখন কেউ থাকবে না কত জন্য কে হয়তো কোনো বৃদ্ধাশ্রমেই জায়গা হবে, জানি না কি হবে. আমরা যারা অভাগী মা তাদের সাথে হয়তো অনেক কিছুই হতে পারে কিন্তু সেই সব সন্তান রা যারা মাকে নিয়েই স্বপ্নের দুনিয়া গড়েছিলে তাঁরা কিন্তু তাদের মাকে ফেলে রেখে যেও না। আজকের এই চিঠি সেই সব সন্তানদের জন্য ও যারা বাঁচতে চাও ভালো থাকতে চাও টাকা পয়সায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, যারা অল্প কিছুতেই নিজেকে হেরে যেতে দেবে না, এগিয়ে যাবে শুধু তোমার মায়ের জন্য, কারণ সত্যি তোমাকে ছাড়া তার পৃথিবী শুন্য। তোমাদের যদি কখনো এরকম কিছু করতে ইচ্ছে করে তবে একবার তোমার ওই অসহায় মা র মুখ টা ভেবে দেখো, তার সেই স্বপ্নালু চোখ টা ভেবো দেখবে সব কষ্ট এক নিমিষেই শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ মা যে তোমায় কষ্টে নয় সুখী দেখতে চায় তাই এই ভুল করার আগে শতবার শুধু মায়ের জন্য, বাবার জন্য আর অবশ্যই নিজের জন্য ভেবো। আজকের এই চিঠি তোমাদের জন্য ও বটে যারা অল্প তেই ভেঙ্গে পড়েছো, ভেবেছো তোমার কষ্টের মতো কষ্ট কেউ পেতে পারে না তাই মুক্তি ই আসল সমাধান। হতে পারে তোমরা চলে গিয়ে নিজেদের শান্তি দিতে পেরেছো কিন্তু তুমি যেই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুকেই আপন করলে তার থেকে বহু বহু কষ্ট সহ্য করেও তোমার মা বেঁচে আছে তোমার ভাই-র

স্বপ্না ভট্টাচার্য

(ক্রমশ)

প্রতিবাদে বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৪ জানুয়ারি ঃ ছাত্র সাসপেনশন প্রত্যাহার, বেআইনিভাবে অধ্যাপক বহিষ্কারের প্রতিবাদে মুখর হলো বিশ্বভারতী। অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পথে নামলেন বুধবার সন্ধ্যায়। একদিকে, শান্তিনিকেতন পোস্ট অফিস মোড়ে হাতে পোস্টার নিয়ে 'মৌন মুখর' হলেন অধ্যাপকরা। অন্যদিকে, বিশ্বভারতীতে উপাসনা গৃহের সামনে থেকে প্রতিবাদ করে উপাচার্যর সবার স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেন ছাত্র- ছাত্রীরা। হাতে পোস্টার। তাতে লেখা আছে বিশ্বভারতীকে ধ্বংসের প্রতিরোধ করুন। উপাচার্যর বেআইনি স্বৈরাচারীর প্রতিবাদ করুন। ছয় ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহার করুন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরা হাতে পোস্টার নিয়ে বিশ্বভারতীকে ধ্বংসের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি, সহকর্মী সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে বেআইনিভাবে বহিষ্কারের প্রতিবাদ করেন। এভাবেই উপাচার্যর বেআইনি সাসপেনশনের বিরুদ্ধে পোস্টার হাতে প্রতিবাদ করেন অধ্যাপকরা। পোস্ট অফিস মোড়ে রাস্তার ধারে পোস্টার হাতে সারি বেঁধে অধ্যাপক অরণি চক্রবর্তী, মানস মাইতি, টেরেন স্যামুয়েল, তথাগত চৌধুরী, সমীরণ সাহা প্রমুখদের দাঁড়িয়ে নীরব প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। অন্যদিকে, ছাত্র-ছাত্রীরা উপাসনা গৃহের কাছ থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভবনের মুখে সেই মিছিল শেষ করেন। তাদের দাবি, ছয় ছাত্রের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে হবে।

বিবাদের জেরে গুলি

দুরন্ত বার্তা, গলসি, ৪ জানুয়ারি ঃ ব্যবসায়িক হিসাব নিয়ে বচসার জেরে চলল ২ রাউন্ড গুলি, হতাহতের খবর নেই, ধৃত অভিযুক্ত। বাজেয়াপ্ত রিভালবার ও ৩ রাউণ্ড গুলি সহ চারচাকা গাড়ি। গলসি থানার উচ্চগ্রাম মোড় এলাকার ঘটনা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে গলসির উচ্চগ্রাম মোড় এলাকায় ইটভাটা ব্যবসায়ী সেখ মশিয়ার আলম ও তাঁর শরিকদের সাথে ইটভাটায় কয়লা সরবরাহকারী সেখ নাজমুল হুদা ওরফে সাহেবের সাথে ব্যবসায়িক হিসাব নিয়ে বচসা হয়। অভিযোগ বচসা চলার সময়ই কয়লা ব্যবসায়ী সেখ নাজমুল হুদা তাঁর কাছে থাকা রিভলবার থেকে শুন্যে ২ রাউন্ড গুলি চালায়। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গলসি থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে রিভলবার ও তিন রাউণ্ড কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইটভাটা ব্যবসায়ী সেখ মশিয়ার আলমের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সেখ নাজমুল হুদাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতকে বুধবার বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। যে বন্দুক থেকে গুলি চলেছে সেটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সামগ্রিক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে চাঁচলে তৃণমূলে ভাঙন

ফের শক্তি বাড়ছে কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, চাঁচল, ৪ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন এগিয়ে আসতেই শাসকদল তৃণমূল ব্যাপক ভাঙনের মুখে পড়েছে। দিশেহারা ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। আবাস যোজনায় স্বজনপোষণ সহ ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে ঘাসফুল শিবির ছেড়ে কংগ্রেস দলে তারা যোগদান করলেন। মালদার চাঁচল-১ ব্লকের কলিগ্রাম অঞ্চলের ঘটনা। ওই অঞ্চলের নূরগঞ্জ গ্রামে এদিন চাঁচল-১ ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। কলিগ্রাম অঞ্চলের নূরগঞ্জ গ্রামের তৃণমূল নেতা সাবের আলী তার অনুগামীদের নিয়ে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। ব্লক কংগ্রেসের তরফে তাদের দলে স্বাগত জানানো হয় ও তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়। ওই যোগদান কর্মসূচিতে ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আঞ্জারুল হক, সাধারণ সম্পাদক কাজি আতাউর রহমান ও মতিহারপুর অঞ্চল কংগ্রেসের সভাপতি কামালুদ্দিন সহ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সদ্য তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সাবের আলী বলেন, তৃণমূল দলে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। আবাস যোজনায় স্বজনপোষণের একাধিক অনিয়মের কথা উঠে আসছে। উন্নয়নের কাজে কাটমানি নেওয়ার ভুরিভুরি অভিযোগ রয়েছে এলাকায়। মানুষের জন্য সেভাবে আমরা কাজকর্ম করতেই পারছি না। তাই আমি ও আমার সঙ্গে আরও প্রায় ৫০ জন তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলাম। মতিহারপুর অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি তথা ব্লক নেতা কামালুদ্দিন বলেন, দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে তৃণমূল দল। দলের উপর আস্থা হারাচ্ছে তৃণমূল কর্মীরা। তাই তারা তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। যদিও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিয়েছে তৃণমূল। চাঁচল-১ ব্লক তৃণমূল কমিটির সহ-সভাপতি রেজাউল খাঁন বলেন, কংগ্রেসের তরফে বলা হচ্ছে ৫০ জন যোগ দিয়েছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি জনা দশেক কর্মী যোগ দিয়েছে। তারা সেভাবে আমাদের দলের সাথে যোগাযোগ রাখত না। দলের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নয়। অল্প দিনেই মোহ কাটবে। আশা রাখছি খুব অল্পদিনের ব্যবধানেই আমাদের দল তৃণমূলে ফের ফিরে আসবেন।

হিম্মত থাকলে বীরবাহা হাঁসদার সামনে দাঁড়ান

শুভেন্দুকে তোপ কুণালের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ শুভেন্দু অধিকারীর জনসভায় লোক হচ্ছে না। লোক আনার জন্য জনসভায় আবাস যোজনার ফর্ম ফিলআপ করা হচ্ছে। এতবার দিল্লি যাচ্ছেন। আসানসোলে যাওয়ার সময় হচ্ছে না। হিম্মত থাকলে ঝাড়গ্রামের বীরবাহ হাঁসদার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। বুধবার অধিকারী গড় কাঁথির অরবিন্দ স্টেডিয়ামে চা চক্রে অংশ নিয়েছিলেন কুণাল। শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানাকে করে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তৃণমূলের মুখপাত্র। তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব বলে পূর্ব মেদিনীপুরে আসিনি। নেত্রীর নির্দেশ মতো জনসংযোগ করতে এসেছি। কুণাল ঘোষের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। কাজু শিল্প বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা ও ব্যবসায়ীদের হেনস্থার জন্য বিজেপিকে নিশানা করেছেন কুণাল। কয়েকমাসের মধ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষকে পূর্ব মেদিনীপুরের দায়িত্ব দিয়েছিল তৃণমূল। আরও একটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। একটা সময় এই জেলা বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় বলে পরিচিত ছিল। শুভেন্দুবাবু তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর, তাঁর মোকাবিলায় কুণালকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। দায়িত্ব পেয়ে একাধিক কর্মসূচিতে পূর্ব মেদিনীপুরে সক্রিয় কুণাল। শুভেন্দুবাবুকে নিশানা করে তিনি বলেন, আমাদের দলে কোনও পর্যবেক্ষক নেই। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। নির্বাচনে লড়াই করার জন্য আমি এখানে আসিনি। নেত্রীর নির্দেশ মতো এখানকার নেতাদের সমন্বয় সাধন করতে এই জেলায় বেশি সময় দিচ্ছি। শুভেন্দু অধিকারী নিজের ওয়ার্ডে জিততে পারে না, সে আবার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে জেতার কথা ভাবছে। গামছারও ধোপা বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে হয়।

বিডিওকে স্মারকলিপি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৪ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় দুর্নীতি সহ একাধিক দাবি নিয়ে বুধবার আসানসোলের সালানপুর বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার তরফে হওয়া এই বিক্ষোভের পাশাপাশি সালানপুরের বিডিও অদিতি বসুর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিক্ষোভের আগে রূপনারায়ণপুর বাউরিপাড়া থেকে মিছিল হয়। সেই মিছিল নিয়ে সালানপুরের বিডিও অফিসে আসেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বিডিও অফিস ঘেরাও বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়িকা তথা রাজ্যের অন্যতম বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পাল, বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই, রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, জেলা সম্পাদক অভিজিৎ রায়। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, রাজ্য সরকারের অপদার্থতার জেরে ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছেন না বহু শ্রমিক। ১০০ দিনের কাজের জন্য দরকার জব কার্ড। কিন্তু জব কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ করছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত। তার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা। তৃণমূল পরিচালিত সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে দুর্নীতি। দুর্নীতি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায়। কেন্দ্র সরকারের এই প্রকল্পে বেছে বেছে তৃণমূলর নেতা ও কর্মীরা বাড়ি পেয়েছেন। কিন্তু গরিবরা সেই সব পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ১২ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চুরি করেছে। সেই চুরি এখন ধরা পড়ে গেছে। কত রকম চুরি করা যেতে পারে, তা তৃণমূল কংগ্রেসকে দেখে শিখতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তা সব জানেন। তাই এখন দিদির দূত ও রক্ষাকবচের কথা বলে, নিজেদেরকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। বিডিও বলেন, তাঁরা কিছু অভিযোগ করেছেন ও দাবি জানিয়েছেন। সবকিছু দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অবরোধে ভোগান্তি

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ বিভিন্ন স্থানে সকাল থেকে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের অবরোধে জেরবার সাধারণ মানুষ। জঙ্গলমহলের নানা স্থানে এর প্রভাব পড়ে। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ডে বন্ধ বহু বাস। যার ফলে কাজের দিনে চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। আদিবাসীদের সংগঠন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আটটি স্থানে অবরোধ শুরু হয়ে যায় সকালেই। প্রথম অবরোধ শুরু হয় জেলার ক্ষীরপাইয়ে। সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা আশঙ্কা করে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড থেকে বহু রুটের বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ ঘাটালের হালদারদিঘি মোড় এলাকায় আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে অবরোধ কর্মসূচি শুরু হয়ে যায় রাজ্য সড়কে। বহু যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। সংগঠনের স্থানীয় নেতা মনোরঞ্জন মুর্মু জানান, সাঁওতালি শিক্ষার বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই অবরোধ কর্মসূচি। পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড, হস্টেল, স্কুল, স্থায়ী শিক্ষকের দাবিতে আমাদের এই আন্দোলন। বহু আগে থেকেই আন্দোলন চলছে। আজকে ১২ ঘণ্টার চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি। পরিস্থিতি খারাপ হবে এমনটা আঁচ করেই মেদিনীপুর সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের দিঘা, লালগড়, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোনা রোড ও বিভিন্ন দূরপাল্লার বেসরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে যেতে বেরিয়ে এসে বাসস্ট্যান্ডে হয়রান হয়ে যান যাত্রীরা। শুধুমাত্র গুটিকয়েক সরকারি বাস রাস্তায় বের হয়।

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-16/2022-23(2nd Call) dt. 03.01.2023** for 01 no scheme **(Tender ID: 2023_DM_440907_1)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **13.01.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
Press Notice

Executive Officer, Para Panchayat Samity invites E-tender as follows: **WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-15/2022-23(3 rd Call) dt. 03.01.2023** for 01 no scheme **(Tender ID: 2023_DM_440928_1)** within the jurisdiction of Para Panchayat Samity. Last date of Tender submission is **09.01.2023 up to 04.00 P.M.** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত
শিবনগর আবাদ, নামখানা
Mail: namkhanagp@gmail.com

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য MPLAD থেকে ই-দরপত্র আহ্বান করছেন।

1) NIT-18/NAMGP/2022-23

বিস্তারিত জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন বা https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

স্বা /- প্রধান
নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত

জামালপুর ব্লকেও দিদির সুরক্ষা কবচ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ জানুয়ারি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলের নতুন জনসংযোগ কর্মসূচি 'দিদির সুরক্ষা কবচ' নিয়ে আগেই কলকাতার নজরুল মঞ্চে ঘোষনা করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলায় এই নতুন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষনা করেন তৃণমূলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। বুধবার দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সহ সভাপতি দেবু হেমব্রম, আইএনটিটিইউসি ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, মহিলা নেত্রী মিঠু মাঝি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক সহ সমস্ত শাখা সংগঠনের সভাপতি, পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃত্বরা। দিদির সুরক্ষা কবচ কি কিভাবে এই প্রকল্প নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ১৫টি প্রকল্পের সুযোগ- সুবিধা নিয়ে রাজ্যের প্রায় ২ কোটি পরিবারের কাছে পৌঁছে যাবে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ দিদির দূত। তাদের কাজ হবে প্রতিটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির সঠিক পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা তা দেখা এবং পরিবারের কোন অভাব-অভিযোগ থাকলে তা দিদির কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া বলে জানিয়েছেন জামালপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গোষ্ঠীকোন্দল, আবাস যোজনার দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন অভিযোগে বিদ্ধ রাজ্যের শাসকদল। তার উপর বিজেপি, সিপিএম সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শাসকদলের বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেসের যুব আইটি সেলের নামাঙ্কিত 'দিদির সুরক্ষা কবচ' পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে কতখানি অক্সিজেন দেয় সে দিকে লক্ষ্য রাখছে রাজনৈতিক মহল। তবে এটাও ঠিক যে দিদিকে বলো, দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান সহ একাধিক প্রকল্পে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেওয়ার সুফল কিন্তু তৃণমূল পেয়েছিল গত বিধানসভা নির্বাচনে। এবারের 'দিদির সুরক্ষা কবচ' তৃণমূলকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বৈতরণী সাফল্যের সাথে উতরে দেয় কিনা সে দিকে নজর থাকবে সকলের।

আদিবাসী আন্দোলনের জেরে উত্তাল দুর্গাপুর ও কাঁকসা

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৪ জানুয়ারি ঃ পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড, প্রতি জেলায় সাঁওতালি কলেজ, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ, শারি ধর্ম কোর্ট বিল পাস সহ ১৫ দফা দাবীতে আদিবাসী আন্দোলনে উত্তাল রাজ্য। সারা রাজ্যের সঙ্গে দুর্গাপুর ও কাঁকসায় চাক্কা জ্যাম সড়ক অবরোধে সামিল হল আদিবাসীরা। বুধবার ১৯ নং জাতীয় সড়কের দুর্গাপুর ডিভিসি মোড়ে, পানাগড়-মোরগ্রাম সড়কের ওপর কাঁকসার ১১ মাইলে সড়ক অবরোধ করল ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল সংগঠন। তার জের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে দক্ষিনবঙ্গের দুই গুরুত্বপূর্ন সড়ক। যানজটে আটকে পড়ে যাত্রীবাহি বাস থেকে সমস্ত রকম যান। আদিবাসীদের অবরোধের জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সাধারন মানুষ। বুধবার সকাল সাড়ে নটা থেকে কাঁকসার ১১ মাইল মোড়ে সড়ক অবরোধ করেন ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের কর্মী সমর্থকরা। রাস্তার ওপর সিধু কানহুর ছবি বসিয়ে পূজার্চনা শুরু করে। রাস্তার ওপর তীরধনুক নিয়ে বসে পড়ে আদিবাসী পরিবারের লোকজন। বিস্তীর্ন কাঁকসা, আউশগ্রামে কয়েক'শ লোক জমা হন। আন্দোলনকারীরা জানান, সাঁওতালি ভাষায় পৃথক শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে হবে। রাজ্যের সব স্কুলে সাঁওতালি ভাষায় স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। প্রতি জেলায় সাঁওতালি ভাষায় কলেজ করতে হবে।

ফর্ম নং. আইএনসি-২৬
(অনুসারী ধারা ৩০ কোম্পানি (নিগম) ধারা, ২০১৪)
সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্টার অফিস স্থানান্তর করার জন্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে
কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্বাঞ্চল সকাশে
বিষয়বস্তু হচ্ছে উপ-ধারা (৪) ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং ক্লজ(a) উপ-ধারা ৩০ কোম্পানি (নিগম) ধারা, ২০১৪
এবং

বিষয়বস্তু হচ্ছে নিহাল প্রোজেক্টস লি. (CIN : L70101WB1982PLC034928) যার রেজিস্টার অফিস কেবিন নং. ৬, ৭ গ্র্যান্ট লেন, ৩য় ফ্লোর, গণপতি চেম্বার্স, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ, আবেদনকারী।

এতদ্বারা জনস্বার্থে সূচিত করা যায় যে কোম্পানি প্রস্তাব আকারে আবেদন রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার সকাশে অধীন ধারা ১৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ স্থানান্তরে অনুমোদন পেতে কোম্পানির মেমোরাণ্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশানে যা পাস করা হয়েছে বিশেষ আলোচনায় কোম্পানি সদস্যদের দ্বারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে গত ২৭জুন, ২০২২ তারিখে যে কোম্পানি **স্বক্ষম** নিজেদের রেজিস্টার অফিস স্থানান্তর করতে **পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে যা কোম্পানি রেজিস্টার, মহারাষ্ট্র, মুম্বই এলাকাধীন।**

যদি কারোর কোনরূপ স্বার্থ জড়িত থাকে কোম্পানির প্রস্তাবিত রেজিস্টার অফিস স্থানান্তরে তাহলে হয় এমসিএ-২১ পোর্টালে (www.mca.gov.in) বিনিয়োগকারীর অভিযোগ ফর্ম পূরণ করে বা কারণ জানতে চান বা রেজিস্টার পোস্টের মাধ্যমে নিজের আপত্তি পাঠান এফিডেভিট আকারে নিজের আপত্তির কারণ এবং বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে পাঠান আঞ্চলিক অধিকর্তা, পূর্বাঞ্চল, নিজাম প্যালেস, ২ এমএসও বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/ ৪, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায়, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার চোদ্দ দিনের মধ্যে সঙ্গে একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার অফিসের ঠিকানায় যা নিম্নে উল্লেখিত।

তারিখ ০৪.০১.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

আবেদনকারীর পক্ষে
নিহাল প্রোজেক্টস লি.
ডিরেক্টর DIN : 00039978
কেবিন নং. ৬, ৭ গ্র্যান্ট লেন, ৩য় ফ্লোর, গণপতি চেম্বার্স, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২, পশ্চিমবঙ্গ

Office of the Block Development Officer
Chanditala-I Panchayat Samity
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **09-BDO/Ch1/2022-23 dt: 04/01/2023.** Last Date of Bid Submission: **25/01/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **30/01/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Block Development Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Block Development Officer
Mashat, Hooghly

e- Tender (2nd call) Notice

e-tenders (2nd call) are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Ausgram-2 Dev. Block Dist. – Purba Bardhaman, from resourceful/ bonafide contractors with experience and requisite credential vide **Tender ID – 2023_ZPHD_441120_1 & 2023_ZPHD_441764_1.** Last date of closing of submission of technical & financial Bid on **08/01/2023 & 09/01/2023 upto 18.00 IST** respectively. For details visit the website: **http://wbtenders.gov.in**

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ৩৫৫ইউ/২/১/ ডিইএন-এল, তারিখ: ২.১.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেন্ট/পিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা সরকার অধীনস্থ কোন সংস্থায় নথিভুক্ত অথবা একই ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং আবশ্যক আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্রমিক নং., টেন্ডার নং., কাজের বিবরণ, আনুমানিক মূল্য, বায়না অর্থ এবং সম্পাদনের মেয়াদ** নিম্নরূপ: ১. ১২৪_২০২২-২৩, (i) হাওড়া ডিভিশনের [illegible] ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ে পরিবর্তন করার কাজ সম্পর্কিত প্যানেল ইন্টারলকিং কেবিনের সংস্থান এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (ii) [illegible] জন্য [illegible] অধীনে [illegible] কাজ, ₹৫৯,৫৫,৮৬৮.৯০, ₹১,১৯,১০০ এবং ৯ মাস। ২. ১২৫_২০২২-২৩, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/হাওড়া শাখায় ম্যানুয়াল [illegible] এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাজ, ₹২,২৮,৭০,৮৫৫.৫৮, ₹২,৬৪,৪০০ এবং ১২ মাস। ৩. ১২৬_২০২২-২৩, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/হাওড়া-এর অধিক্ষেত্রের অধীন [illegible] স্টেশনে আর.ও প্লান্ট, [illegible] এবং বিভিন্ন [illegible] পরিচালনা (১ বছরের জন্য), ₹৫৯,২৫,৫৮৩.৬৬, ₹৭৮,৬০০ এবং ১২ মাস। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য (প্রত্যেক টেন্ডারের জন্য)। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৪.১.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টায়। টেন্ডার আহ্বান নোটিশে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখে যদি কোন কারণবশত ছুটির দিন/বন্ধ/হরতাল ঘোষিত হয় তবে অনলাইন টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখে কোন পরিবর্তন হবে না, কেননা আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে আবেদন টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ের পর অন্য কোন প্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি নেই। তথাপি, অনলাইন টেন্ডারগুলি পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের প্রস্তাব অনলাইন জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে না। (HWH-357/2022-23)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

মেরামতি ও ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবার ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি-এলএমজি-০২ অফ ২০২২-২৩, তারিখঃ ৩০-১২-২০২২। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.ঃ ইএল-টিআরডি-এলএমজি-২২-০০৪, **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনে (২) দুই বছর সময়ের জন্য ২টি ০৮-চাকার টাওয়ার ওয়াগন (টাওয়ার ওয়াগন নং. ডিইটিসি-২১০০৫১ ও ডিইটিসি-২১০০৫৭-এর কামিন্স ইঞ্জিন মডেল নং. এনটিএ৮৫৫-আর)-এর মেরামতি ও ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবার ঠিকা ('বি', 'সি', ও 'ডি' চেক)। টেন্ডার মূল্যঃ ৬৫,৬০,৭৮১.৪৪ টাকা; বায়নার অর্থঃ ১,৩১,২০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০১-০২-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/টিআরডি/এলএমজি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ২২২-এস/১/ব্রিজ-II, তারিখ: ২.১.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, [illegible] বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, [illegible], শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং.:** ব্রিজ-১৪৮-২২-২৩; **কাজের নাম:** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার(II), শিয়ালদহ-এর অধিক্ষেত্রের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, [illegible] শাখায় টিআইডব্লুআর(পি) এবং টিআইডব্লুআর(এস) [illegible]। **টেন্ডার মূল্য:** [illegible]; **বায়না অর্থ:** ২,০০,২০০ টাকা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ:** ১২ মাস; **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৭.১.২০২৩ [illegible]। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। [illegible] (SDAH-255/2022-23)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
EasternRailway Headquarter

খড়্গপুর ডিভিশনে আর্কিটেক্ট/আর্কিটেকচারাল সংস্থার তালিকাভুক্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং টি/এবিএসএস/০১ — তারিখ ঃ ০৩.০১.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়্গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** খড়্গপুর ডিভিশনে কম মূল্যমানের বিভিন্ন কাজে কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য আর্কিটেক্ট/আর্কিটেকচারাল সংস্থার তালিকাভুক্তির জন্য খড়্গপুর ডিভিশনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ (ই.ও.আই.)। খড়্গপুর ডিভিশন স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস বিল্ডিং, রেস্ট হাউস, রেলওয়ে হাসপাতাল এবং অন্যান্য ইউটিলিটি বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন কাজ করে থাকে যার জন্য **২৫.০১.২০২৩ তারিখে বা তার আগে** আগ্রহ প্রকাশ জমা করতে হবে। **আর্থিক সঙ্গতি ঃ** আবেদনের নির্ধারিত তারিখের পূর্ববর্তী ৩ (তিন)টি আর্থিক বছরে আবেদনকারীকে প্রফেশনাল ফি থেকে প্রতি বছরে ১০ লাখ টাকার গড় আয় করে থাকতে হবে। **(১) মুখ্য ব্যক্তি ঃ** চিফ আর্কিটেক্ট। **(২) শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতার মেয়াদ** যথাক্রমে ঃ ১. মাস্টার্স ইন আর্কিটেকচার—১৫ বছর। ২. ব্যাচেলর ইন আর্কিটেকচার—২০ বছর। **(৩) যোগ্য অ্যাসাইনমেন্টে অভিজ্ঞতা ঃ** মেট্রো/রেলওয়ে স্টেশন, পাবলিক বিল্ডিং/সার্ভিস বিল্ডিং-এর আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিংয়ের ন্যূনতম ২টি অ্যাসাইনমেন্টে তাঁকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। আগ্রহী আবেদনকারীরা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট **ser.indianrailways.gov.in (Divisions> Kharagpur>Tender)** থেকে বিশদ তথ্য পেতে পারেন এবং ডাউনলোড করতে পারেন অথবা **সিনিয়র ডিইএন/কো./খড়্গপুর অফিস (ই-মেল ঃ srdencokgp1@gmail.com, cpmgsukgp@gmail.com, মোবাইল নং ৯০০২০৮১২০০)**-এ যোগাযোগ করেও পেতে পারেন।

(PR-981) — ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), খড়্গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
গ্রাহকাভিমুখী রেল পরিষেবা

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার নোটিস

Website : www.ner.iindianrailways.gov.in, Email : cos@ner.rainnet.gov.in
টেন্ডার নোটিস নং. ৪১ তারিখ ০২.০১.২০২৩
ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থায় টেন্ডার আহ্বান

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার/নির্মান, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর টেন্ডার আহ্বান করছেন ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থায় উল্লেখিত সামগ্রী যোগানের জন্য। সামগ্রীর সম্পূর্ন বিবরণ এবং অনান্য শর্তাবলী পাওয়া যাবে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে।

আইটেম নং.	টেন্ডার নাম্বার	বকেয়া তারিখ	স্টোরের বিস্তারিত বিবরণ	সংরক্ষিত যেখান থেকে
১	৩০২১১২২১ই	০২.০২.২৩	এসএমএফ ভিআরএলএ মনোব্লক ব্যাটারি ১২ ভোল্ট ইত্যাদি।	---
২	২২২২২১০২	৩১.০১.২৩	ব্রেক সিলিণ্ডার পিবিএসিএম কিট ইত্যাদি	---
৩	২২২২১৪১৫	২১.০১.২৩	ক্যাসনাবের জন্য বগি সেন্টার পিভট টপ ইত্যাদি	আরডিএসও
৪	২৯২২৫২৮৯এ	১৯.০১.২৩	১২সি সিগন্যালিং কেবিল ইত্যাদি	আরডিএসও
৫	৩৩২২১০৮৭	১৯.০১.২৩	আর্থিং রড টপ হুক সংযোগ সহ ইত্যাদি	সিওআরই
৬	২৯২২৫৩০৩	১৯.০১.২৩	০-০-৬ কোয়াড ০.৯ এমএম ইত্যাদি যোগান	আরডিএসও
৭	২২২২১৪৫৮সি	১৯.০১.২৩	নন অ্যাসবেসটস নির্ভর কে-টাইপ ইত্যাদি	আইসিএফ
৮	২৬২২৭০০২	১৯.০১.২৩	পিএসসি মেন লাইন স্লিপার ইত্যাদি	আরডিএসও
৯	২৯২২৫৩১০	১৯.০১.২৩	২৪ ফাইবার আরমাউরেড যোগান ইত্যাদি	আরডিএসও
১০	৩০২২১২৫৭এ	১৯.০১.২৩	সিলিকন রাবার কম্পাউন্ড ইত্যাদি	----

CPRO/S-68 — প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়াল ম্যানেজার, গোরক্ষপুর

যাত্রী পরিষেবা সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ জানাতে এসএমএস করার মোবাইল নাম্বার ০৯৭২৮৪৫৯৫৫
প্রহরী বিহীন লেবেল ক্রসিং পারাপার করার সময় আগে ডানদিক ও বামদিকে তাকান

Franklin Templeton Mutual Fund

Cordially invites you for a program under it's
Investor Education and Awareness Initiative.

Venue :
Rups,
Dankuni, Hooghly,712311
Date: 7th January, 2023
Time: 5.30 p.m.

Contact Person: Barun Banerjee (9002434555)

Due to limited seats, entry will be provided to registered attendees only. Please call on the above number to register by tomorrow.
All Covid protocols will be followed.
We look forward to your participation.

FRANKLIN TEMPLETON

Registered office: One International Centre, Tower 2, 12th & 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone (West) Mumbai - 400013

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

TARAKESWAR MUNICIPALITY
e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of SWM works under Tarakeswar Municipality: Supply of one no Tractor trailor for SWB work of Tarakeswar Municipality.

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2023_MAD_441671_1	05.01.23	16.01.23	18.01.23

Details information will be available from the website- **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Tarakeswar Municipality

Office of The
Joargori Gram Panchayat
Joargori, Rajapur, Howrah, 711303
TENDER NOTICE
NIT NO.:- WB/HZP/ULU-II/JOARHORI/NIET-02/2022-23, Dated-03.01.2023.

The Prodhan, for and on behalf of Joargori Gram Panchayat under Uluberia-II Block, invites percentage rate tender for the above NIT **from 05.01.2023 at 11.00 A.M. to 18.01.2023 at 2:30 P.M.** for Construction of SWM Project under 15 th FC Convergence with MNB Fund. Details of which may be viewed in the website:- **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Joargori Gram Panchayat.

OFFICE OF THE
Harit GRAM PANCHAYAT
VILL- Panjipukur& P.O- Sinhet, P.S-DADPUR,
DIST-HOOGHLY, (W.B) PIN-712305 (03213)248-090,
mail id:- prodhanharitgp@gmail.com

Date:-4/1/2023

E-tender is invited by Prodhan Harit Gram Panchayat, Panjipukur, Sinhet, Hooghly for the below mentioned work . Intending Bonafide resourceful contractor having 50% credential for for NIT in similar nature of single work within last 3 years from the date of NIT as per Govt. rule against the NIT . All other information may be seen in the WB E-Tendering portal. 1. Fund – C.F.C.G. 15 TH F.C. , **NIT No.-11/HGP/2022-23, Dt.-04/1/2023.** Publish Date-**4/1/2023**, Document Download Date- **4/1/2023 to 13/1/2023 Upto 5P.M.** Date of submission of tender paper :- **4/1/2023 to 13/1/2023.** Bid opening Date-**16/1/2023 at 11 AM. TENDER ID :- 2023_ZPHD_441341_1, 2023_ZPHD_441341_2.**

Sd/- Prodhan
Harit Gram Panchayat

Office of The Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NIeT No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-34(06)/22-23,
Dated: 02.01.2023

E-tenders are hereby invited by the under signed for 03 nos. Boys Toilet and 3 nos. of Girls Toilet. Last date of bid submission: **13.01.2023,** Details available from the web site **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

Office of The Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NIeT No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-32(08)/22-23
(2nd Call), Dated: 03.01.2023

E-tenders are hereby invited by the under signed for 02 nos. Concrete Drain, 02 nos. Community Toilet, 01 no. concrete road and 03 nos. Tube well, 05 nos Concrete Roads. Last date of bid submission: **13.01.2023,** Details available from the web site **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 1785/EO, 1786/EO, 1787/EO, 1790/EO & 1791/EO, Singur, Dated 03.01.2023** for Construction Renovation & Development of "Pucca Drain" & "Concrete Road", "Sinking of Mark-II Tube Well", "Installation of Solar High Must Light" & "Set up based video conferencing system" within Singur Panchayat Samity", Hooghly. Last date for the online Bid submission is **13/01/2023 up to 06.00 pm.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_441327_1 to 7, 2023_ZPHD_441345_1 to 4, 2023_ZPHD_441603_1 to 3, 2023_ZPHD_441444_1 to 7 & 2023_ZPHD_441755_1).**

Sd/- Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly

Office of the Block Development Officer
Singur Development Block
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **tender reference no: 2863/BDO, Singur, Dated 04.01.2023** 01 No "Conversion of existing SC to HWC" with Singur Development Block, Hooghly. Last date for the online Bid submission is **11/01/2023 up to 06.00 pm.** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_441557_1).**

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly

বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ কর্মীদের তিন দিনের ধর্মঘট মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রে বিদ্যুৎ বিভাগের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বুধবার সকাল থেকে ধর্মঘট শুরু করেছে বিদ্যুৎ বিভাগের ৩১টি সংগঠনের কর্মীরা। এর জেরে মুম্বই শহরতলির, থানে, নাগপুর সহ সাতটি জেলায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোম্পানির পরিচালক বিশ্বাস পাঠক জানান, হঠাৎ করে বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে সেবা ব্যাহত হয়েছে। এ কারণে ধর্মঘটে যাওয়া কর্মচারিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, জানুয়ারি থেকে থানে, মুলুন্ড, ভান্ডুপ, নভি মুম্বই, বেলাপুর, পানভেলে আদানি ইলেকট্রিসিটি কোম্পানিকে বিতরণ লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাজ্যের ৮৬ হাজার বিদ্যুৎ কর্মী, ইঞ্জিনিয়র, অফিসার, কর্মী এবং ৪২ হাজার চুক্তি কর্মী বিক্ষোভ করেছেন। এর জেরে রাজ্য জুড়ে পাওয়ার গ্রিড ব্যর্থতার সম্ভাবনা রয়েছে। ৩১টি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। তবে, ধর্মঘটের সময় রাজ্যের গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছে। বিদ্যুৎ কর্মচারীদের শুরু হওয়া আন্দোলনে তাদের কোনো অর্থনৈতিক দাবি নেই। তাদের দাবি, পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি করা উচিত নয়। মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ কর্মচারী, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার সংগ্রাম সমিতি দাবি করেছে যে পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবাতে প্রবেশ করছে।

দিল্লি ও ঢাকার সবুজ সংকেত মিললেই শুরু হবে মৈত্রী সেতু

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ৪ জানুয়ারি ঃ বহু প্রতীক্ষিত ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতু দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। দিল্লি ও ঢাকা সবুজ সংকেত দিলেই দুই দেশের মধ্যে যাত্রীদের যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে আজ দুই দেশের ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির আধিকারিকগণ মৈত্রী সেতু পরিদর্শন এবং যাবতীয় পরিকাঠামো নিয়ে বৈঠক করেছেন। সম্প্রতি রাজ্যসভায় মৈত্রী সেতু চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার পরিণাম নজরে আসতে চলেছে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ আজ বুধবার সাব্রুমে ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতু পরিদর্শনে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকগণ এসেছিলেন।এদিন ভারত ও বাংলাদেশের উচ্চ পর্যাযের প্রতিনিধি দলের মধ্যে ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতু চালু করার জন্য এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতের পক্ষ থেকে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র।

লাতেহারে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ৫ শ্রমিক

লাতেহার, ৪ জানুয়ারি ঃ ঝাড়খন্ডের মানিকা থানার অন্তর্গত দেবর মোড়ের কাছে একটি ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় গাড়ি চালকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় গাড়িতে থাকা পাঁচ শ্রমিক গুরুতর আহত হন। মৃত ব্যক্তির নাম নগেন্দ্র যাদব (৩৪)। তিনি লাতেহার জেলার মোহনপুরের বাসিন্দা। আহতদের মধ্যে ধর্মেন্দ্র ওরাওঁ, পরমেশ্বর ভূঁইয়া, রাজমুনি দেবী, সন্তোষ ভুঁইযা. এবং ৫ বছরের মেয়ে পাকো কুমারী রয়েছে। আহতরা সবাই তাসু গ্রামের বাসিন্দা জানা গেছে, তাসু গ্রামের শ্রমিকদের নিয়ে নগেন্দ্র যাদব তার গাড়িতে করে দেহরির দিকে যাচ্ছিলেন। এদিকে, ঘন কুয়াশার কারণে দেবর মোড়ের কাছে একটি ট্রাক ও একটি গাড়ির মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আহতদের লাতেহার সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। ডাক্তার নগেন্দ্র যাদবকে মৃত ঘোষণা করলেও অন্যান্য আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য রাঁচি রিমস-এ রেফার করা হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস কারখানা পরিদর্শনে মহাব্যবস্থাপক

চিত্তরঞ্জন, ৪ জানুয়ারি ঃ শ্রী সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজারচিরেকা আজ ০৪ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি (চিরেকা) এর বিভিন্ন দোকান পরিদর্শন ও পরিদর্শন করেন। মিঃ কাশ্যপ এই সময়ে ইলেকট্রিক লোকো অ্যাসেম্বলি, ট্র্যাকশন মোটরস, ইলেকট্রিক লোকো ফেব্রিকেশন, ইলেকট্রিক লোকো বগি ও ম্যানুফ্যাকচারিং শপসহ অন্যান্য সাইট পরিদর্শন করেন।এছাড়া তিনি সংশ্লিষ্ট দোকানের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি উৎপাদন গতিশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য আবেদন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান বিভাগীয় প্রধান, কর্মকর্তা, তত্বাবধায়ক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের ডাইভারশন

৪ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম মধ্য রেলওয়ের ভোপাল ডিভিশনে বিনা গুনা সেকশনে দ্বিগুণ করার জন্য প্রি-নন-ইন্টারলকিং এবং নন-ইন্টারলকিং কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি ডাইভার্টেড রুটে চলবে ১। ২০৯৭১ উদয়পুর-শালিমার এক্সপ্রেস ০৭.০১.২০২৩, ১৪.০১.২০২৩ এবং ২১.০১.২০২৩ তারিখে উদয়পুর ছেড়ে যাবে কোটা-নাগদা-সন্ত হীরদারাম নগর-নিশাতপুরা-বিনা-বিনা মালখেদি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ২। ২০৯৭২ শালিমার-উদয়পুর এক্সপ্রেস ০৮.০১.২০২৩ এবং ১৫.০১.২০২৩ তারিখে শালিমার ছেড়ে বিনা মালখেদি-বিনা-নিশাতপুরা-সন্ত হীরদারাম নগর-নাগদা-কোটা হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ৩। ১৮০০৯ সাঁতরাগাছি-আজমীর এক্সপ্রেস ০৬.০১.২০২৩, ১৩.০১.২০২৩ এবং ২০.০১.২০২৩ তারিখে সাঁতরাগাছি ছেড়ে বিনা মালখেদি-বিনা-নিশাতপুরা-সন্ত হীরদারাম নগর-নাগদা কো হয়ে বাঁকানো রুটে চলবে ৪। ১৮০১০ আজমির-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস ০৮.০১.২০২৩ এবং ১৫.০১.২০২৩ তারিখে আজমের থেকে ছেড়ে যাওয়া কোটা-নাগদা-সন্ত হীরদারাম নগর-নিশাতপুরা-বিনা-বিনা মালখেদি হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। মকর সংক্রান্তি উৎসবকে সামনে রেখে উরুলি স্টেশনে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির এক মিনিটের অস্থায়ী স্টপেজ দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১২১৩০ হাওড়া-পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস ০৬.১৪ টায় উরুলি পৌঁছাবে এবং ১১.০১.২০২৩ এবং ১২.০১.২০২৩ তারিখে ০৬.১৫ টায় ছাড়বে। ১২১২৯ পুনে-হাওড়া আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস ১৮.৪৯ টায় উরুলি পৌঁছাবে এবং ১৪.০১.২০২৩, ১৫.০১.২০২৩ এবং ১৬.০১.২০২৩ তারিখে ১৮.৫০ টায় ছাড়বে।

বেড়ানো

কাঞ্চনজঙ্ঘার বিপরীতে দার্জিলিং-কে দেখতে হলে আসতে হবে পশ্চিম সিকিমের চাকুঙে

দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই সকলে বেড়ান যান। কিন্তু দূর থেকে দার্জিলিংকে কি সুন্দর লাগে তা দেখাই আলাদা ব্যাপার। সেটা দেখতে হলে আসতে হবে পশ্চিম সিকিমের চাকুঙের। সেখান থেকে জলছবির মতো দেখায় দার্জিলিং, কালিম্পংকে। একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর একদিকে দার্জিলিং। তার মাঝে চাকুং। পশ্চিম সিকিম অনেকেই গিয়ে উঠতে পারেননি। পর্যটনের মানটচিত্রে খুব একটা জনপ্রিয় নয় পশ্চিম সিকিমের এই গ্রাম। ছোট ছোট অঞ্চলে ভাগ সিকিমের এই পশ্চিম জেলা। সেই পশ্চিম সিকিমের ছোট্ট গ্রাম চাকুং। চারিদিকে অবশ্যই পাহাড় আর সবুজ জঙ্গল। তারই মাঝে উঁকি দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা। সেটাও হাতের কাছে। যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। এমনই তার মনোরম পরিবেশ। খুব একটা জনবসতিও নেই। চাকুং থেকে দার্জিলিং-পশ্চিম সিকিমের এই ছোট্ট গ্রাম চাকুংয়ের অবস্থান এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে দার্জিলিং, কালিম্পংকে অনায়াসে দেখা যায়। রাতের অন্ধকারে ধ্রুব তারার মত ঝকঝক করে দার্জিলিং। অজস্র জোনাকি একসঙ্গে জ্বললে যেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঠিক সেরকম দেখায় দার্জিলিংকে। কালিম্পং অতটা জ্বলজ্বল না করলেও মনোরম দেখায়। আর দিনের আলোতে দার্জিলিংকে ছাপিয়ে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা। একদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা আরেকদিকে দার্জিলিং। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চলে লুকোচুরি খেলা। চাকুংয়ের বিশেষত্ব এখানকার ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ। ভোর সাড়ে চারটে নাদাগ উঠে চাকুংয়ের ভিউ পয়েন্টে একবার পৌঁছতে পারলে আর কোনও কথা বলার অপেক্ষা রাখবে না। ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙবে সূর্যের। আর তার সোনালি আলোয় আলোকিত হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর উল্টো দিকে দার্জিলিং মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। সেএক স্বর্গেয় অনুভূতি কখনই ভোলার নয়। চাকুং যেতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না শিলিগুড়ি থেকে। ৪ ঘণ্টার মধ্যেই পাহাড়ের দক্ষ ড্রাইভাররা আপনাকে পৌঁছে দেবে চাকুংয়ে। পাহাড়ের বাক বেয়ে বেয়ে উঠবে গাড়ি। আর রোদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে পাহাড়। সারি দিয়ে থাকা পাইন আর ফার্ন। কত রকমের নাম না জানা ফুলের সমারোহ দেখা যাবে রাস্তার চারপাশে। চোখ জুড়িয়ে যাবে। হোটেল বলে তেমন কিছু নেই এখানে। রয়েছে ২ একটা হোমস্টে। গিয়েই হয়ত পাওয়া যেতে পারে আশ্রয়। নেট সার্চ করলেই সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

মানুষ বেশি করে দেখতে চেয়েছেন যে সমস্ত স্থান

২০২২ সালে গুগল সার্চের রিপোর্ট

করোনার দাপটে দীর্ঘ সময় ঘরবন্দি ছিলেন মানুষ। গত ১ বছরে করোনার দাপট কমেছে। কিন্তু তার পরেই অনেকেরই তেমন বেড়ানো হয় নি। অনেকেই আবার আর্থিক ভাবে কুলিয়ে উঠতে পারেননি। কেউ আবার অফিসের কাজের চাপে যেতে পারেন নি। সশরীরে হাজির হতে না পারলেও করোনার নিউনরমালে তো সবকিছুই হচ্ছে ভার্চুয়ালি। তাই ভার্চুয়ালি পর্যটনে মন দিয়েছিলেন অনেকে। ২০২২ সালে গুগল সার্চে যে বেড়ানোর জায়গাগুলি বেশি এসেছে তার একটা তালিকা প্রকাশ করেছে গুগল। জেনে নিন কোন কোন জায়গা মানুষ বেশি করে দেখতে চেয়েছেন। লন্ডনের স্কাই গার্ডেন ভার্চুয়াল পর্যটনে সবচেয়ে জনপ্রিয়তম স্থান ২০২২ সালে ছিল লন্ডনের স্কাই গার্ডেন। শহরের সর্বোচ্চ জায়গা এটি। যেখান থেকে গোটা লন্ডন শহরের ভিউ পাওয়া যায়। একেবারে ৩৬০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায় গোটা শহরকে। আগে লন্ডনকে দেখার জন্য বিগ বেনে যেতে চাইতেন সকলে। কিন্তু স্কাই গার্ডেন তৈরি হওয়ার পর থেকে সকলেই এখন সেখানে যেতে চাইছেন। তার

পরেই রয়েছে স্পেনের সেভিলের ড্য সেভিলা। তৃতীয় স্থানে রয়েছে বালির তেনালট। স্পেনের সেভিলে হচ্ছে মাশরুমের আকৃতিতে তৈরি বিশ্বের বৃহত্তম কাঠের তৈরি কাঠামো।

দ্বিতীয় জনপ্রিয় স্থান কোনটি গুগল সার্চে বিশ্বের দ্বিতীয় জনপ্রিয় পর্যটন স্থান হিসেবে উঠে এসেছে বালির তানা লট। বালি এমনিতেই পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয়। তার উপরে সমুদ্রের উপরে পাথরের ক্ষয় হয়ে যে বিশেষ আকৃতি তৈরি হয়েছে সেটা দেখতে চেয়েছেন বেশি করে মানুষ। কেউ সেখানে যাওয়ার জন্য তথ্য সংগ্রহে সার্চ করেছেন গুগলে। আবার কেউ সেটা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতেই গুগল সার্চ করেছেন। চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থানে কে চতুর্থস্থানে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তার হাহা ওসেন। এখানকার উপকূলের বিশেষত্বই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। পঞ্চম স্থানে রয়েছে পোর্তুগালের পোন্টা ডা পিয়েগা। ষষ্ঠস্থানে রয়েছে জাপানের ওসিনোর হাক্কাই। পর্তুগালের লাগোসের এই সমুদ্র অদ্ভুত সুন্দর। সমুদ্রের মাঝখানে জেগে উঠেছে পাথর খাড়ির মত তৈরি হয়েছে। আর জাপানের ওশিনো হাক্কাই আসলে একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। সপ্তম থেকে দশম স্থানে কারা রয়েছে গুগল সার্চে পিছিয়ে নেই, ইতালি, রোমও। সপ্তম স্থানে রয়েছে রোমের বুলেভার্ডে জিনোকোলো। অষ্টম স্থানে রয়েছে পেরুর পেট্রিন টাওয়ার। নবম স্থানে রয়েছে লিসবনের মেরাডুরো দ্য সান্টা লুজিয়া। আর দশম স্থানে রয়েছেপর্তুগাল এবং তাইওয়ানের একাধিক জায়গা। কাজেই ভার্চুয়াল পর্যটনের জনপ্রিয়তা যে বছর ভর ভালই ছিল তা গুগল সার্চের তালিকা দেখলেই বোঝা যায়।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডে

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের বিড জেলার পারলি এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এনসিপি বিধায়ক ধনঞ্জয় মুন্ডে। ধনঞ্জয় মুন্ডেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তিনি বুকে আঘাত পেয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে মুম্বাই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পারলি থানার পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে ধনঞ্জয় মুন্ডে পারলিতে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এ সময় তার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে পারলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মুন্ডেকে আহত অবস্থায় নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনার সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে পুলিশ। বিজেপির নেতা গোপীনাথ মুন্ডের ভাইপো ধনঞ্জয় মুন্ডে পারলি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক।

শীতের দাপটে কাঁপছে কাশ্মীর ও লাদাখ

শ্রীনগর, ৪ জানুয়ারি ঃ মাত্রাতিরিক্ত শীতে কাঁপছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা, হিমাঙ্কের অনেকটাই নীচে তাপমাত্রা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। শৈত্যপ্রবাহে রীতিমতো জবুথবু অবস্থা কাশ্মীরে, এমতাবস্থায় স্থানীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৮-৯ জানুয়ারি পুনরায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কাশ্মীরে। কাশ্মীরে পহেলগামে বুধবার তাপমাত্রার পারদ নেমে মাইমাস ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে মাইনাস ৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লাদাখের লেহ তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে মাইনাস ১৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জমজমাট শীতে কাঁপছে জম্মুও, সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানো মামলা থেকে সরলেন বিচারপতি ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়ার

সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সিপিএম নেত্রী সুহাষিনী আলি, সাংবাদিক রেবতী লউল, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য রূপরেখা বর্মারা। বুধবার সেই মামলার শুনানি থেকে অব্যাহতি নিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী। ফলে নতুন বেঞ্চ গঠন না হওয়া পর্যন্ত শুনানি মুলতুবি হয়ে গেল। বুধবার শুনানির শুরুতেই বেঞ্চের অন্য বিচারপতি অজয়কুমার রাস্তোগি জানান, বিচারপতি ত্রিবেদী মামলাটি শুনতে চান না। তার পর তিনি নির্দেশ দেন, মামলাটি এমন কোনও বেঞ্চের তালিকাভুক্ত করা হোক যেখানে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কেউ থাকবেন না। প্রসঙ্গত, গত ১৫ আগস্ট ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে বিলকিস কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত ১১ জনকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় গুজরাত সরকার। তার আগে, মে মাসে মুক্তির জন্য শীর্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিলেন ওই ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীরা। সেই আবেদনের ভিত্তিতে গুজরাত সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল আদালত। বিজেপি পরিচালিত গুজরাত সরকার ১১ অপরাধীর মুক্তির পক্ষে সওয়াল করে সুপ্রিম কোর্টের সবুজ সঙ্কেত পায়। গত ১৭ ডিসেম্বর ১১ জন ধর্ষক ও খুনির মুক্তির সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য বিলকিস আর্জি জানিয়েছিলেন শীর্ষ আদালতে। সেই বেঞ্চেও প্রথমে ছিলেন বিচারপতি ত্রিবেদী এবং বিচারপতি রাস্তোগী। কিন্তু ত্রিবেদী পরে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

মুম্বইয়ে ভুয়ো সিবিআই অফিসার গ্রেফতার

মুম্বই, ৪ জানুয়ারি ঃ ঘাটকোপার এলাকায় একটি হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই)'র এক ভুয়ো অফিসারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘাটকোপার থানার টিম বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করছে।পুলিশ জানায়, মঙ্গলবার রাতে ঘাটকোপারের একটি হোটেলে অভিযানের খবর পায় পুলিশ। এর পরে, ঘাটকোপার থানার দল অবিলম্বে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি পরিচালনাকারী অফিসারকে পরিচয়পত্র দেখাতে বলে। নিজেকে সিবিআই অফিসার দাবি করে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তের পরিচয়পত্র জাল বলে জানা গিয়েছে। এর পর পুলিশ তাকে আটক করে। ধৃত দীপক মোরেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ঘাটকোপার থানার দল।

বিশ্বে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু ১ হাজার ৫৫ জন

ওয়াশিংটন, ৪ জানুয়ারি ঃ গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বে ১ হাজার ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগের দিনের তুলনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় পৌনে দুইশো। এতে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৬৭ লাখ ৭২৩ জনে। পাশাপাশি ভাইরাসটিতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ১০ হাজার ৮০১ জন। আগের দিনের তুলনায় নতুন শনাক্ত রোগীর সংখ্যা কমেছে বেড়েছে প্রায় সোয়া এক লাখ। মহামারির শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৬ কোটি ৫৮ লাখ ৬৬ হাজার ৭২১ জনে। বুধবার সকালে ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে জাপানে। দেশটিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৯ হাজার ৬৪৩ জন। প্রাণহানি হয়েছে ২২৩ জনের। মহামারির শুরু থেকে দেশটিতে এখন পর্যন্ত ২ কোটি ৯৪ লাখ ৬৭ হাজার ৬২৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৫৭ হাজার ৯৪৪ জন মারা গেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ৫০৯ জন। মারা গেছেন ১০২ জন। ভাইরাসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এ দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১০ কোটি ২৭ লাখ ২৭ হাজার ৬৪৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া ১১ লাখ ১৮ হাজার ৭০৯ জন মারা গেছেন।

মেট্রোতে শুরু হল আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের টোকেন

৪ জানুয়ারি ঃ ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বছর স্মরণে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের অংশ হিসাবে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ব্লু লাইন এবং গ্রীন লাইনের সমস্ত বুকিং কাউন্টারে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' লোগো সহ নতুন চেহারার টোকেন বিক্রি করতে শুরু করেছে। আজ অর্থাৎ ০৪.০১.২০২৩ তারিখে। নিত্যযাত্রীরা এই নতুন লুক টোকেন ক্রয় করে খুবই খুশি। এই নতুন টোকেনগুলি ইতিমধ্যেই নতুন উদ্বোধন করা পার্পল লাইনেও চালু করা হয়েছে।'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর স্মরণে এই ধরনের ১ লক্ষ নতুন টোকেন যাত্রীদের কাছে বিক্রি করা হবে। যাত্রীরা এই নতুন টোকেনটি পেয়ে আনন্দিত হবেন যা তাদের দখলে একটি সংগ্রাহকের আইটেমও।

আলওয়ারে আইটিবিপির সিটিসির নতুন ভবনের উদ্বোধনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

আলওয়ার, ৪ জানুয়ারি ঃ রাজস্থানের আলওয়ারে ইন্দো-তিবেতিয়ান বর্ডার পুলিশের সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজের (সিটিসি) নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। আইটিবিপির এই সেন্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ (সিটিসি) আলওয়ার শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে রামগড়ের বেরওয়াস গ্রামে অবস্থিত। এই ভবনগুলির মধ্যে দু''টি প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেল এবং ৮৩টি পারিবারিক বাসস্থান রয়েছে। আইটিবিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই দুটি হোস্টেলে মোট ৮০০ প্রশিক্ষণার্থী থাকতে পারবেন। এই হোস্টেলগুলির বিশেষ বিষয় হল এই যে, কোনও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে এটিই প্রথম হোস্টেল যেখানে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারি ঃ রুটিন চেকআপের জন্য দিল্লির হাসপাতালে ভর্তি হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। বুধবার দিল্লির গঙ্গা রাম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সোনিয়া। সেই সময় মায়ের সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা। সূত্রের খবর, রুটিন চেকআপের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। সূত্রের খবর, সোনিয়া গান্ধী শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভুগছেন। এছাড়াও বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা তাঁর থাকতে পারে। তাই মেয়ের সঙ্গে বুধবার গঙ্গা রাম হাসপাতালে যান সোনিয়া। রুটিন চেকআপের জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করা শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ

মালিগাঁও, ০৪ জানুয়ারি ঃ নতুন চালু করা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে সম্প্রতি মালদা ও নিউ জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পাথর নিক্ষেপ করার মতো কিছু ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার জন্য ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই অঞ্চলে সতর্ক নজর রাখার জন্য রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)এবং গভর্মেঃ ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) কর্মীরা যৌথভাবে কাজ করছে। রেলওয়ে আইনের ধারা ১৫২, ১৫৩ এবং ১৫৪এর অধীনে ট্রেনে পাথর ও অনুরূপ বস্তু নিক্ষেপ করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে নির্দেশিত করা আছে। কোনও ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে ট্রেনের কোনও রোলিং স্টকের অংশে অথবা তার উপরে কোনও বস্তু নিক্ষেপ করে এবং সেই বস্তু ট্রেনের কোনও যাত্রীর নিরাপত্তা যদি বিপন্ন করে অথবা কোনও রোলিং স্টককে বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দশ বছর পর্যন্ত কারাবাসের শাস্তি হতে পারে। যাতে দুষ্কৃতীরা ট্রেন চলাচলের সুরক্ষা বিঘ্নিত করা

থেকে বিরত থাকে তার জন্য এমন ঘটনা সংঘটিত হওয়া স্থানগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির স্কুল, গ্রামাঞ্চল ইত্যাদিতে আরপিএফএর দ্বারা সতর্ক দৃষ্টি রাখার পাশাপাশি সচেতনতা অভিযানেরও আয়োজন করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও যাত্রীদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে যে যদি তারা এই ধরনের অনধিকার প্রবেশ ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনার সম্মুখীন হন তাহলে তারা যেন টোল ফ্রী হেল্পলাইন নম্বরে (১৩৯) কল করে ঘটনা সম্পর্কে জানান। রেলওয়ে সম্পত্তি হলো সরকারি সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব।

কচুভেলি-গোরখপুর এক্সপ্রেসের পরিবর্তন

গারখপুর, ৪ জানুয়ারী ঃ ১১ এবং ২২ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে কোচুভেলি ছেড়ে যাওয়ার জন্যরেলওয়ে প্রশাসনের দ্বারা পুরাচি থালাইভারে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের জন্য দক্ষিণ রেলওয়ের ডাঃ এম জি রামচন্দ্রন সেন্ট্রাল গুদুর রেল সেকশন কচুভেলি-গোরখপুর এক্সপ্রেসের পরিবর্তন করা হয়েছে।

Name Change

I, SELINA BIBI(old name) W/O TAHER ALI MONDAL resident Vill-Maherpur, PO-Madiahat, PS-Gopalnagar, (N) 24 Pgs-743262WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SELINA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SELINA BIBI and SELINA KHATUNall are same and one identical person.

Name Change

I, ALLM MONDAL resident of Patuli, Begopara, Ranaghat-II, Nadia-741256WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name ICHHAHAQUE MONDAL instead of MOHAMMED ICHHAK MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. ICHHAHAQUE MONDAL and MOHAMMED ICHHAK MONDALall are same and one identical person.

Name Change

I, SAYED IFTAKHARUL HAQUE alias SYED IFTAKHARUL HAQUE (old name) S/O SYED INAMUL HUQ resident of 18A AHIRIPUKUR SECOND LANE ,PO BALLYGUNGE ,KOLKATA-700019WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SYED IFTAKHARUL HUQ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SAYED IFTAKHARUL HAQUE, SYED IFTAKHARUL HAQUE and SYED IFTAKHARUL HUQall are same and one identical person.

Name Change

I, SAYED IRFAN IFTAKHAR (old name) S/O SYED IFTAKHARUL HUQ resident of 18A AHIRIPUKUR SECOND LANE ,PO BALLYGUNGE ,KOLKATA-700019WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SYED IRFAN IFTAKHAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SAYED IRFAN IFTAKHAR and SYED IRFAN IFTAKHARall are same and one identical person.

Name Change

I,SUBHRA ROY (old name) D/O KANAI LAL BASAK resident of 147 SANTINAGAR PO RAHARA PS KHARDA NORTH 24TH PARGONAS PIN 700118 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUVRA ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2022.SUBHRA ROY and SUVRA ROYboth are same and one identical person.

Name Change

I, SONATAN DAS (old name) S/O GUIRAM DAS resident of VILL MACHINAN PO GOPALNAGAR EAST MEDINIPUR PIN 721130WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SANATAN DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SONATAN DAS and SANATAN DASboth are same and one identical person.

Name Change

I, NANAMI DAS (old name) D/O NIRANJAN DAS resident ofVILL MACHINAN PO GOPALNAGAR EAST MEDINIPUR PIN 721130WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)LAKSHIRANI DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. NANAMI DASand LAKSHIRANI DASboth are same and one identical person.

Name Change

I, SAMSED SK alias SAMSHER SHEIKH(old name) S/O LALCHAND SK resident of Gopalpur-Musalmanpara, Santipur, Nadia-741404WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SAMSER SK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SAMSED SK, SAMSHER SHEIKH and SAMSER SKall are same and one identical person

Name Change

I, MAJIBAR RAHAMAN resident of Batrishbigha, Selimabad, Jamalpur, Bardhaman-713408WEST BENGAL, do hereby solemnly affirm & declaring my father's actual name SK JAYNAL ABEDIN instead of JOYNAL ABEDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SK JAYNAL ABEDIN and JOYNAL ABEDINall are same and one identical person.

Name Change

I, LIPSA SATAPATHY(old name) W/O BIBHUDUTTA DASH resident of Flat No-3804, T-4, Urbana Complex, 783, Anandapur, Kolkata-700107WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)LIPSA SATPATHY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. LIPSA SATAPATHY and LIPSA SATPATHYall are same and one identical person.

Name Change

I, SARITA BHARADWAJ(old name) W/O MAHESH BHARDWAJ resident of Kamdhenu, 4A, Roy Street, Flat No-37, Kolkata-700020WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SARITA BHARDWAJ, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/01/2023. SARITA BHARADWAJ and SARITA BHARDWAJall are same and one identical person.

কালিয়াচকে মাদক তৈরির বেআইনি কারখানার হদিশ পেল পুলিশ, আটক ৩

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জানুয়ারি ঃ এবারে কালিয়াচক এলাকায় মাদক তৈরির বেআইনি কারখানার হদিশ পেল পুলিশ । কালিযাচক থানার শ্রীরামপুর এলাকার একটি বাঁশ বাগানের মধ্যে বিপুল পরিমাণ মাদক তৈরির সামগ্রী লুকানো ছিল, যা উদ্ধার করেছে পুলিশ । এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ব্রাউন জাতীয় মাদক তৈরির কারবার এই এলাকায় চালাচ্ছিল দুষ্কৃতীরা । যদিও এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত পরিষ্কারভাবে কাউকে চিহ্নিত করতে পারে নি তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। তবে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুস্কৃতীদের তল্লাশি শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শ্রীরামপুর এলাকার বাঁশ বাগানের একটি পরিত্যক্ত এলাকায় মাটির নিচ থেকেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাদক তৈরির ওই সামগ্রীগুলো উদ্ধার করে। যার মধ্যে অপরিশোধিত উপকরণ যেমন - এসিটাইল ক্লোরাইড ৪০ বোতল, দুটি ২ পয়েন্ট ৩ মাপের প্লাস্টিকের পাত্র, সোডিয়াম সালফেট অ্যানহাইড্রাস ১৮২ কেজি, বেশ কিছু কেমিক্যাল মেশানো কাপড়, জ্যামকড ৫০০ গ্রাম বোতলের ১০ পিস, বেশ কিছু স্টিলের পাত্র, সাদা জামাকাপড়, ৮টি বাঁশের তৈরি ঝুড়ি , ১০টি প্লাস্টিকের মগ সহ আরো বিভিন্ন ধরনের বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, এতদিন কালিয়াচকে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র কারখানার হদিস পেয়েছে পুলিশ। সেই সব অস্ত্র কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। কিন্তু এই প্রথম মাদক তৈরির অস্থায়ী ছোট ধরনের একটি কারখানার হদিস পেয়েছে কালিয়াচক থানার পুলিশ । গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পরেই বাঁশ বাগানের পরিত্যক্ত জায়গায় অভিযান চালায় এবং সেই জায়গার প্রায় কুড়ি মিটার এলাকা জুড়ে মাটি খোঁড়াখুঁড়ির পর একের পর এক মাদক তৈরী সামগ্রী উদ্ধার হতে থাকে। যাতে রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা। কারা কিভাবে এই ধরনের মাদকের কারবার চালাচ্ছে, তা নিয়েও জোর তৎপরতা শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, মূলতঃ এইসব উদ্ধার হওয়া রাসায়নিক সামগ্রী দিয়েই ব্রাউন সুগার জাতীয় নেশার জিনিস তৈরি করতো মাদক কারবারীরা। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করার লক্ষ্যে চিরুনি তল্লাশি শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

শিব ঠাকুরের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত ঃ শুভেন্দু অধিকারী

প্রীতম সাধুখাঁ, ধনিয়াখালি, ৪ জানুয়ারি ঃ শিব ঠাকুরের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত, বুধবার ধনিয়াখালি মদনমোহন তলায় বিজেপির প্রতিবাদ সভায় এসে বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অনুব্রত জামিন নাকোজ হওয়া প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, শিব ঠাকুর মন্ডলের বিষয়টাও কাঁথির রামচন্দ্র পান্ডার মত সিবিআই তদন্ত হওয়া উচিত। ভাইপোর একজন আইনজীবী আছে সঞ্জয় আর একজন ডিআইজি আছে শ্যাম সিং এরা যে পুরো ষড়যন্ত্রটা করেছে সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। রঞ্জিত গাঙ্গুলী আইনজীবী আর মহম্মদ আলী আইসি, পুরো কেসটা ফোনে কেষ্ট আসানসোল জেল থেকে নির্দেশ দিয়ে এটা করিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পর্ষদের ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বে পুরো মন্ত্রি সভাটাই জেলে যাওয়া উচিত। ২৫ মে ২০২২ সুপার নিউরেমিক পোস্ট তৈরি করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সেই ক্যাবিনেট মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী রিজাইট করেছিলেন। ছোট চোর ধরে লাভ নেই চোরেদের মহারানীকে ধরতে হবে। বিরোধী দলনেতা রাজভবনে গিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে বলেন, স্বাভাবিকভাবে কলকাতা হাইকোর্ট বিচার ব্যবস্থা রাজভবন বা মানবাধিকার সংস্থা এদের কাছে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর বিকল্প কি থাকতে পারে। এরপরেই শুভেন্দু বলেন, মমতা ব্যানার্জি চ্যান্সেলার কি হতে পারল? হাওড়া কর্পোরেশনের বিল কি অনুমোদন হলো? লোকায়ূত কি নিয়োগ হয়েছে? সিকিউরিটি কমিশনের ছাড়পত্র কি মিলল? এগুলোই যথেষ্ট। ঢাক পেটানোর দরকার নেই কাজ হলেই হল। আসছে দিদির দূত ওরা সবাই তৃণমূলের ভূত। সাড়ে তিন লক্ষ লোককে পেমেন্ট করার জন্য টাকা চাই ওনার একটাই এজেন্ডা যখনই প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা হয় শুধু ছিঁচকাঁদুনি টাকা চাই টাকা। শুধু পুলিশকে কন্ট্রোল করতে হবে। সিআরপিসি আইপিসি মেনে কাজ করুক। আজকে যেভাবে কাঁথিতে রামচন্দ্র পন্ডার মামলায় মিথ্যা মামলা করিযেছে বলে কাকলি পন্ডা নিজে কোর্টে এসে জানিয়েছেন। এফিডেভিট করে হলফনামা দিয়ে বলেছেন আমাকে পুলিশ ডেকে নিয়ে এসে করিয়েছে, আমি কিছু জানি না। হাইকোর্ট সিবিআই দিয়েছে মিথ্যা মামলার তদন্ত করার জন্য। অভিযোগকারীকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিয়েছে। এরকম পশ্চিমবাংলায় হাজার হাজার বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে রেখেছে। আজকে হাইকোর্ট যে বার্তা দিয়েছে মাদক মামলা দেওয়া থেকে যেরকম বিরত হয়েছে আগামী দিনে এরকম মিথ্যা মামলা দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাইপোর পেরলে থাকা কিছু আইসি এবং এসপি বিরত থাকবে এটা আশা করা যায়। মমিনপুরে এনআইএ কে বাধা দেওয়ার ঘটনায় শুভেন্দু বলেন, জায়গাটাতে আমি বলছি না, কলকাতার বর্তমান মেয়রই বলেছিল পাকিস্তানের এক সাংবাদিককে এখানেও একটা মিনি পাকিস্তান আছে। বেশিরভাগ বাড়িতে বুকিং করে বিদ্যুৎ চলে। ওখানে জিএসটি আদায় হয় না। কোন ট্রেড লাইসেন্স নেই। বিদ্যুতের বিল দেয় না। কার্যত ওই জায়গাটাকে ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের আইনের বাইরে রাখা হয়েছে, ওখানকার গণতন্ত্রকে পাল্টানো হয়েছে। তাই ওখানে এনআইএ কে বাধা দেওয়াটা স্বাভাবিক। এনআইএ এর যত ঢুকবে ততই অপা ইন্ডিকেটের মতোই দুর্নীতি দুর্গন্ধ বেরোবে। আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবিতে অবরোধ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, এরা জনজাতি মূলবাসীদের প্রমাণ করেন অপমান করে। পিছনে বসায়। আর মোদীজি দ্রৌপদী মুরমুর মত মহিলাকে প্রান্তিক মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করে এই সমাজকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন সবচেয়ে উঁচু জায়গায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বিরসা মুন্ডার জন্মদিন কে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসাবে ঘোষণা করে আদিবাসীদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছে। আমরা ১০০ দিনের কাজ নিয়ে মামলা করেছি আবাস যোজনা নিয়েও ১০ তারিখ পরে মামলা করা হবে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলন করে দিদির দূত এবং সুরক্ষা কবচ নিয়ে জেলায় প্রচার শুরু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ বুধবার বিকেল জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জলপাইগুড়ি জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের এই নতুন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদবোধন করেন জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, এদিনের এই বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী বুলচিক বড়াইক, রাজগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জী সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ জানান, তৃণমূল দল পরিচালিত রাজ্যে সরকারের বিভিন্ন জনহিতক। প্রকল্প গুলো নিয়ে আগামীদিনে গ্রামেগঞ্জে প্রচার করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার জন্য দিদির দূত বুথ ভিত্তিক গ্রামের প্রতিটি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নেবেন।

আদিবাসী গ্রামেই হবে জেলা জঙ্গলমহল উৎসবের সূচনা ১৮ জানুয়ারি, হবে আদিবাসী গুণী জন সম্বর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ জানুয়ারি মাসের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখ শুরু জঙ্গল মহল উৎসব। আদিবাসী গ্রামের মধ্যে হবে এই উৎসব। আদিবাসী গুণী জনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। স্থান নির্বাচন করা হয়েছে দুবরাজপুর ব্লকের জয়পুর গাঙমুড়ি গ্রামে। আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধারাকে তুলে ধরায় হলো রাজ্য সরকার আয়োজিত এই উৎসবের মূল লক্ষ্য। মূল মঞ্চ ও প্রাঙ্গণকে সাজানো হবে আদিবাসীদের পছন্দ শৈলীর আদলে। তারপর সেখানে জঙ্গল মহল উৎসবের সূচনা হবে বিভিন্ন আকর্ষণীয় আদিবাসী সমাজে প্রচলিত নাচগানের মাধ্যমে। চাঙ নাচ, রণপা নাচ, পাতা নাচ, করম নাচ, বাহা নাচ, ভুয়াং নাচ, সাড়পা নাচ, ঘোড়ানাচ, নাটুয়া নাচ, পাইকনাচ, ঢালিনাচ, রায়বেশে নাচ, ঝুমুরগান, ভাদুগান, টুসুগান, বাউল গান সহ নানা ধরনের লোকনৃত্য দেখার ও লোকসঙ্গীত শোনার সুযোগ মিলতে পারে এই জঙ্গলমহল উৎসবে। যদিও এখনো অনুষ্ঠান সূচি তৈরী হয় নি। এব্যাপারে গত সপ্তাহে জেলাশাসক বিধান রায়, অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) সুপ্রিয় দাস, সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী, মহকুমা শাসক অনিন্দ্য সরকার ও বিভিন্ন বিভাগীয় দফতরের আধিকরা। সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী জানান, দুবরাজপুর ব্লকের জয়পুর গাঙমুড়ি আদিবাসী গ্রামে তিন দিনের জঙ্গল মহল উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেই অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের মধ্যে গুণী জনদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আদিবাসীদের মুখ থেকে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শোনা হবে। পাশাপাশি, আদিবাসী সংস্কৃতি তাদের নাচ - গান ও জীবন যাত্রা তুলে ধরা হবে। সেই অনুষ্ঠানে জেলার মন্ত্রী থেকে সমস্ত আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন।

বিজেপি ভলেন্টিয়ার্স দিয়ে ভোট করায়, পঞ্চায়েতে মানুষ আমাদের পাশেঃ পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৪ জানুয়ারি ঃ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে পঞ্চায়েত প্রশাসনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থাপনায় আমরা সফল হবো, সে ব্যাপারে কোনো দ্বিধা নেই। আর বিজেপি তো উর্দিধারী আর ভলেন্টিয়ার্স দিয়ে ভোট করায়। সে তো আমরা দেখেছি। তারাপীঠের উদ্দ্যেশ্যে যাওয়ার আগে রামপুরহাট স্টেশনে মন্তব্য করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমার গাড়ি তিন কিলোমিটার দূরে পাঠিয়ে দিলেন। আর ওদের প্রার্থীর গাড়ি কেন্দ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। সে তো আমি নিজের চোখে দেখেছি। তারপর সম্প্রতি থানার গেটের সামনে বেঁধে মারার হুমকি দেন বিজেপির রাজ্যস্তরের নেতা শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সেই হুমকি প্রসঙ্গে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, আমি সাতাত্তর বসরের যুবক। আমর পুত্রব এক নেতা বলেছেন, আমাকে সোজা করে দেবেন। তার মতে আমি বেঁকে গেছি। কি আর বলবো। এসব পাগলের প্রলাপ। এসব শুনে লাভ নেই। একুশের আগে দেখলেন না, কোথায় ফেলে দেবে, হাত - পা কেটে দেবে কতো কি বললো। কিন্তু কই ওদের তো খুঁজে পেলাম না। এদিন আবাস যোজনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, কোনো প্রতিনিধির আত্মীয়ের নাম পাবেন না। যেটুকু ভুল ক্রুটি ছিল তা সংশোধন হয়েছে। এখন যা বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা ফেক তালিকা। বুধবার তারাপীঠে একটি বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনে আসেন প্রদীপ মজুমদার। স্টেশনে নেমে জাতীয় সম্পদ হিসেবে ট্রেনে পাথর ছোঁড়ার নিন্দা করেন তিনি। তারপর তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিধান সভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা প্রমুখ।

পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ বন্দুকধারী বনকর্মীদের পাহারা দেবার ব্যবস্থা করল বনবিভাগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ শীত মরসুমে হাজার হাজার পরিযায়ী পাখি আসে ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারাজে। এই পাখিদের চোরা শিকারের হাত থেকে রক্ষা করতে রাতে বিশেষ পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন বনবিভাগ। শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ি মহানন্দা ব্যারাজে পরিযায়ী পাখিদের নিরাপত্তার সার্থে বিশেষ বন্দুকধারী বনকর্মীদের পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন ঘোষপুকুর বনবিভাগ। গতকাল রাত থেখে লাগাতার চোরা শিকারিদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখি রক্ষা করতে এই পাহারা চলবে। সম্প্রতি বনবিভাগের উচ্চপদাধিকারীরা এসে ফুলবাড়ি ব্যারাজ পরিদর্শন করেন এবং প্রতি মুহূর্তে ব্যারাক পরিদর্শন করেন টহলদারি পুলিশ। এছাড়াও চোরা শিকারা প্লাস্টিক পাতলা সুতো দিয়ে ফাঁদ পেতে রাখে সেই ফাঁদ থেকে পাখিদের রক্ষা করাই মূললক্ষ্য। ঘোষপুকুর রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া জানান, আগে শীত পড়তেই প্রচুর পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা হতো

এই ফুলবাড়ি ব্যারাজে। কয়েক বছর ধরে চোরা শিকারের ফলে এই সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। তাই এই শিকারিদের হাত থেকে পরিযায়ী পাখিদের বাঁচাতে এই উদ্যোগ। ভুটিয়াবাবু আরো জানান, এই পদ্ধতিতে লাগাতার যতদিন পাখি ব্যারাজে থাকবে ততদিন চলবে এই অভিযান।

রাজ্যব্যাপী চাক্কা জ্যাম ১২ ঘন্টা কর্মসূচী পালন করলেন, ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল কমিটি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ জানুয়ারি ঃ রাজ্যব্যাপী চাক্কা জ্যাম ১২ ঘন্টা কর্মসূচী পালন করলেন, ভারত যাকাত মাঝি পরগনা মহল কমিটি। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে এদিন হবিবপুর থানা অন্তর্গত মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবোধ করে, কেনোপুকুর এলাকায়। মালদা নালাগোলা রাজ্য সরকে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন করলেন হাতে তীর ধনুক ও মাদল বাজিয়ে এদিন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি তরফে পথ অবোধ করে তাদে দাবি নিতে স্লোগান দিতে থাকেন । এই দিনে কর্মসূচিরতে নেতৃত্ব দেন ভারত জাকাত মাঝি পরগনার কমিটির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি বাপি সরেন, তাদের বিভিন্ন দাবি গুলো তুলে ধরেন। তাদের দাবি ছিল অবিলম্বে পৃথক সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন করতে হবে, সাঁওতালি মাধ্যমে স্কুলগুলিতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ ও ভলেন্টিয়ার শিক্ষকদের পার্শ্বশিক্ষক হিসেবে বিয়োগ করতে হবে । রাজ্যজুড়ে জাল এসটি শংসাপত্র অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় আদিবাসীদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি কে বঞ্চিত করা চলবে না এছাড়াও বিভিন্ন দাবি নিয়ে প্রায় সকাল ১১ টা নাগাদ মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ভারত মাঝি পরগনা মহল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্যরা, মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের কেনো পুকুরে এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাত্রীরা।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে ঢিল ছোঁড়া নিয়ে আরপিএফ এবং জিআরপিএফ কর্তাদের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ পরপর দুবার ঢিল ছোঁড়া হয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনে। মালদার পর আবার এনজিপির কাছে মঙ্গলবার আক্রান্ত হয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করল আরপিএফ। বুধবার এই বিষয় নিয়ে আরপিএফ এবং জিআরপিএফ কর্তাদের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয় এসআরপি অফিসে। বৈঠক শীর্ষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জিআরপি এর এসপি এস সেলভামুরুগান বলেন এই বিষয় নিয়ে তদন্তের স্বার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। জিআরপি বিষয়টি তদন্ত করতে চাইছে। একবার মালদাতে এবং শোনা গিয়েছে গতকাল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ঢোকার আগে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ওপর ঢিল ছোঁড়া হয়। কারা এই ঘটনায় চরিত্র রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে। একটি হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হযেছে, যার মাধ্যমে ট্রেনটি কোন স্টেশনে কটার সময় পৌঁছাচ্ছে সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা হচ্ছে কিনা সবটাই নজর রাখা হচ্ছে। দ্রুত দুষ্কৃতীদের ধরা হবে বলে তিনি জানান।

কর্মবিরতি পড়ল ৩ দিনে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ জানুয়ারি ঃ পলিটেকনিক্যাল কলেজের অস্থায়ী কর্মীদের বেতন সহ একাধিক দাবিতে কর্মবিরতি চলছে এদিনও। বুধবার এই কর্মবিরতি তিনদিনে পড়ল। কার্যত তিনদিনেও সমস্যার সুরাহা না হয়তে কর্মবিরতি চলছে বলে জানালেন আন্দোলনকারী সংগঠন ও অস্থায়ী কর্মীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি এদিন প্রিন্সিপালের সাথে বৈঠকের পরেও সমাধান সূত্র না বেরোনোই । সিদ্ধান্ত নেওয়া হযেছে যতদিন বকেয়া বেতন অস্থায়ী কর্মীরা পাচ্ছে ততদিনই চলবে এই কর্মবিরতি। কার্যত অস্থায়ী নিরাপত্তারক্ষী সহ অন্যান্য বিভাগের অস্থায়ী কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করলেও সচল রয়েছে কলেজের পঠনপাঠন।

নতুন ভাবে চালু হল রঘুনাথ মুর্ম বিদ্যালয়

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি, ৪ জানুয়ারি ঃ নতুন উদ্দীপনার সাথে সম্পূর্ণ রূপে বুধবার চালু হলে কালচিনি ব্লকের মেন্দাবাড়ি এলাকায় স্থিত পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়। করোনা পরিস্থিতির পর বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সংখ্যা প্রায় ১০ জন ছিল। এরপর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন পড়ুয়াদের নিয়ে এদিন চালু হল এই বিদ্যালয়টি। এই বিষয়ে উল্লেখ্য মূলতঃ বক্সা সহ জেলার অন্যান্য প্রত্যন্ত গ্রাম ও চা বাগানের ছেলে মেয়েদের এখানে ভর্তি করানো হয়। এ বিষয়ে জেলা শাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা জানান, 'জেলার পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলো নানান কারনে ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তাদের সকলের অভিভাবকদের সাথে কথা বলে তাদের এই আবাসিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছে। এখানে ছেলে ও মেয়েদের পৃথক আবাসিক রয়েছে, যেখানে ১০০ জন করে ছেলে মেয়েরা থাকতে পারেন।' এছাড়াও জেলাশাসক জানান, পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলোর সামগ্রীও প্রশাসনের তরফে তাদের প্রদান করা হবে বলে।'

হাতির হানা অব্যাহত

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ জানুয়ারি ঃ বুনো হাতির হানায় মারাত্মক ভাবে জখম এক ব্যক্তি ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে কালচিনি ব্লকের নিমাতি রাভাবস্তি এলাকায় । এলাকার বাসিন্দারা জানান বুধবার সকালে এলাকার বাসিন্দা ধীরেন রাভা (৩৮) বুধবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বের হয় ঐ সময় আচমকা বুনো হাতি তার উপর আক্রমণ চালায় এই ঘটনায় ধীরেন রাভা মারাত্মক ভাবে জখম হয় ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/XIII/117/47/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Improvement of road by laying hot-mix at Kailash Pandit Lane near Premises No.-39, 49, 45 etc. in Ward No.-117.** Estimated Cost: ₹ **2,90,796.92**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **25 days.**

(2) NIT No.: KMC/XIII/115/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-115 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **7,000.00**.

(3) NIT No.: KMC/XIII/115/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-115 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **6,200.00**.

(4) NIT No.: KMC/XIII/115/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-115 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(5) NIT No.: KMC/XIII/116/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-116 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **6,900.00**.

(6) NIT No.: KMC/XIII/116/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-116 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **5,000.00**.

(7) NIT No.: KMC/XIII/116/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-116 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(8) NIT No.: KMC/XIII/117/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-117 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **6,500.00**.

(9) NIT No.: KMC/XIII/117/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-117 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **6,800.00**.

(10) NIT No.: KMC/XIII/117/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-117 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(11) NIT No.: KMC/XIII/118/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-118 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **7,500.00**.

(12) NIT No.: KMC/XIII/118/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-118 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **5,500.00**.

(13) NIT No.: KMC/XIII/118/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-118 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(14) NIT No.: KMC/XIII/119/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-119 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **5,600.00**.

(15) NIT No.: KMC/XIII/119/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-119 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **7,500.00**.

(16) NIT No.: KMC/XIII/119/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-119 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(17) NIT No.: KMC/XIII/120/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-120 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis.** Earnest Money: ₹ **6,800.00**.

(18) NIT No.: KMC/XIII/120/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-120 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis.** Earnest Money: ₹ **7,000.00**.

(19) NIT No.: KMC/XIII/120/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-120 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**.

(20) NIT No.: KMC/XIII/122/01/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Replacement of broken & missing cover of M.H., G.P., C.P., etc. at different places of different roads in Ward No.-122 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **7,500.00**.

(21) NIT No.: KMC/XIII/122/02/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Chokage removal of sewer at different places of different roads in Ward No.-122 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis.** Earnest Money: ₹ **7,500.00**.

(22) NIT No.: KMC/XIII/122/03/AM_LOT-2/22-23 (1st Call)
Name of Work: **Repairing of pot-holes at different places of different roads in Ward No.-122 under Br.-XIII (2nd Half Yearly).** Estimated Cost (including GST and CESS): **On actual basis**. Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **180 days** (For Sl. No. 2 to 22). Last Date of submission of Bid: **14.01.2023 (Upto 11.00 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 22). Tender will be opened on: **16.01.2023 (11.00 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 22). The bid forms and other details are available on and from **06.01.2023 (from 5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 22) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 22).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/127/120/22-23
Name of Work: **Maintenance of surface drain at surrounding area of E.W.S. etc. in Ward No.-127.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,77,749.32**. Earnest Money: ₹ **9,600.00**. Period of Completion: **34 days.**

(2) NIT No.: KMC/XIV/129/095/22-23/R
Name of Work: **Urgent maintenance of damaged underground sewer line at Adarshanagar (W) near Premises No.-47/9/D, 47/9/F etc. in Ward No.-129.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,57,802.61**. Earnest Money: ₹ **5,200.00**. Period of Completion: **15 days.** Last Date of submission of Bid: **14.01.2023 (Upto 11.00 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **16.01.2023 (11.00 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **06.01.2023 (from 5.00 p.m.)** (For Sl. No. 1) & **07.01.2023 (from 5.00 p.m.)** (For Sl. No. 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-I, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: EEI(C)/I/006/32/2022-2023
Name of Work: **Restoration PF damaged I.P.S. passages at 12, 14, 22 etc. Lockgate Road and other places in Ward No.-006.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **4,03,925.90**. Earnest Money: ₹ **8,500.00**. Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **16.01.2023 – 11.00 a.m.** Tender will be opened on: **18.01.2023 – 11.00 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.01.2023 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/31/22-23/B
Name of Work: **Maintenance of bustee drainage system at Tiljala Shibtala Lane, Tiljala Road, Palm Avenue & etc. in Ward No.-65.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,50,145.00**. Earnest Money: ₹ **5,050.00**. Period of Completion: **120 days.**

(2) NIT No.: KMC/EEC/VII/63/23A/22-23/B
Name of Work: **Construction of Sanitary Latrine at 33, 34 Rafi Ahmed Kidwai Road & Collin Street Bustee and its surrounding in Ward No.-63.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,660.53**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days.**

(3) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/33A/22-23/B
Name of Work: **Repairing of bustee passage disturbed due to laying of pipe sewer at 29/1B, M.O. Lane, 66/H/4, Tiljala Masjid Bari Lane & etc. in Ward No.-65.** Estimated Cost (including GST & CESS): ₹ **2,93,986.69**. Earnest Money: ₹ **5,900.00**. Period of Completion: **45 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **14.01.2023 upto 12.00 noon** (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **16.01.2023 at 12.00 noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **04.01.2023 at (6.30 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). 936/22-23

এক রোনাল্ডোর আয়ের সমান ৬ হালান্ড, ৭ হ্যাজার্ড, ৮ গ্রিজমান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি যে বছর বিশ্বকাপ জিতলেন, সে বছর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ইউরোপ ছেড়ে অখ্যাত সৌদি আরবের লিগে যাওয়ার প্রক্রিয়া সেরেছেন- দুজনের মধ্যে 'সেসা'র মীমাংসায় এই বিষয়টাই আগামী দিনে সামনে চলে আসবে বলে ধারণা অনেকের। কিন্তু সৌদি-যাত্রায় রোনাল্ডো কি আসলেই সেরার দৌড়ে হেরে গেছেন? উত্তর যেটা-ই হোক, এটি পরিষ্কার যে অর্থকড়ির প্রসঙ্গ বলছে ভিন্ন কথা। বরং আগামীর ফুটবলে অর্থকড়ির প্রসঙ্গ এলে রোনাল্ডোর সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ দেওয়াই হয়ে উঠতে পারে বড় মানদণ্ড। ফেব্রুয়ারিতে বয়স ৩৮ পূর্ণ হতে যাওয়া রোনাল্ডো আল নাসরে যোগ দিয়েছেন রেকর্ড বেতন-ভাতায়। সৌদির আরবনিউজ, যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএসসহ দলবদলের খবর সংগ্রাহকদের তথ্য অনুযায়ী, আল নাসরে পর্তুগিজ তারকা বাৎসরিক আয় করবেন ২১ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি। যা ফুটবল তো বটেই, ক্রীড়া ইতিহাসেরই সর্বোচ্চ।

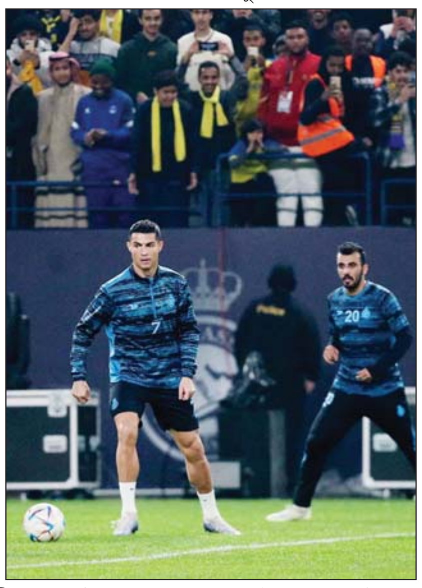

পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী বেতন, ইমেজ স্বত্ব ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড মিলিয়ে যে আয় করবেন এক বছরে, ইউরোপ মাতানো তারকা ফুটবলারদের অনেকেরই একই পরিমাণ আয় করতে লাগবে কয়েক বছর। আর্লিং হালান্ডের কথাই ধরা যাক। ২২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড বর্তমান দলবদল বাজারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামী খেলোয়াড়। ট্রান্সফার মার্কেটের হিসাবে তাঁকে কিনতে লাগবে ১৭ কোটি ইউরো (এমবাপে ১৮ কোটি)। অথচ ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলা নরওয়েজীয় এই তারকার বর্তমান বার্ষিক আয় ৩ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার। মার্কিন অর্থ ও বাণিজ্য সাময়িকী ফোর্বসের হিসাব অনুসারে, ২০২২ সালে মাঠ ও মাঠের বাইরে মিলিয়ে এই আয় ছিল হালান্ডের। এর অর্থ, ২০২৩ সালে রোনাল্ডো যা আয় করবেন, তার সমপরিমাণ অর্থ আয় করতে প্রায় ছয় বছর লাগবে হালান্ডের। আবার যে ক্লাবটিতে রোনাল্ডো সবচেয়ে সফল ছিলেন সেই রিয়াল মাদ্রিদের কথা ধরা যাক। ২০১৮ সালে রোনাল্ডো জুভেন্তাসে চলে যাওয়ার পর রিয়াল দলে ঢুকিয়েছেন এডেন হ্যাজার্ডকে। গত বছরের অক্টোবরে প্রকাশ করা ফোর্বসের প্রতিবেদন বলছে, বেলজিয়ান তারকার বার্ষিক আয় ৩ কোটি ১০ লাখ ডলার। পর্তুগিজ তারকার আয়ে পৌঁছাতে বর্তমান রিয়াল ফরোয়ার্ডের লাগবে ৭ বছর। ২০১৮ বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন আর ২০২২ বিশ্বকাপের রানার্সআপ আঁতোয়ান গ্রিজমান তো আরও পেছনে। বার্সেলোনা ঘুরে আবার আতলেতিকো মাদ্রিদে যাওয়া এই ফরোয়ার্ড বছরে বেতন পান ২ কোটি ২০ লাখ ডলারের মতো, এনডোর্সমেন্টসহ পৌনে তিন কোটির মতো। গ্রিজমানের দুই বছরের সমপরিমাণ আয় রোনাল্ডোর অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে সাড়ে তিন মাসের মধ্যেই। প্রায় একই সমীকরণ খাটে বার্সেলোনার রবার্ট লেভানডফস্কি, ম্যানচেস্টার সিটির কেভিন ডি ব্রুইনার ক্ষেত্রেও। পোলিশ তারকা লেভা বছরে মাঠ ও মাঠের বাইরে মিলিয়ে বছরে আয় করেন সাড়ে তিন কোটি ডলার। আর এ সময়ের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার হিসেবে বিবেচিত ডি ব্রুইনা পান ২ কোটি ৯০ লাখ ডলার করে। প্রশ্ন হতে পারে, গ্রিজমান, হালান্ডরা সময়ের সেরা খেলোয়াড় হয়েও আয়ে এত পিছিয়ে কেন? ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ আর পর্তুগাল কোচ যাঁকে পারফরম্যান্সের কারণে বেঞ্চে বসিয়েছিলেন, তাঁর কীভাবে এত আয়? উত্তরটা বিপণনের বাজারে। টাকাকড়ি উৎপাদন হয় যে বাজারে, সে বাজারের বড় খেলোয়াড় এখনো রোনাল্ডোই!

ওষুধে কাজ হল না পন্থের, মুম্বইয়ে হবে অস্ত্রোপচার

দেহরাদুন, ৪ জানুয়ারিঃ শুক্রবার ভোরে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। তার পর থেকে হাসপাতালে ভর্তি তিনি। এই সময়ের মধ্যে তাঁর কোনও ছবি বাইরে আসেনি। অবশেষে সাড়ে চার দিন পরে পন্থের ছবি প্রকাশ্যে এল। কিন্তু ছবিতে তাঁর মুখ দেখা যায়নি। সাদা চাদরে পন্থকে ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুম্বইয়ের হাসপাতালে। চিকিৎসার জন্য মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয় পন্থকে। সেখানকার হাসপাতালে পন্থের হাঁটুর অস্ত্রোপচার করা হবে। অস্ত্রোপচার ছাড়া হাঁটুর ছিঁড়ে যাওয়া লিগামেন্ট ঠিক করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাঁর চিকিৎসা কী ভাবে হবে, সে সব কিছুই ঠিক করছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা। এ ক্ষেত্রে পন্থের পরিবারের সদস্যদের মতামতকেও তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। দেহরাদুনের হাসপাতাল থেকে পন্থকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হয় মুম্বইয়ে। হাসপাতাল থেকে বার করে অ্যাম্বুল্যান্সে নিয়ে যাওয়ার সময় পন্থের ছবি বাইরে এসেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, পন্থের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মা সরোজ পন্থ। তিনি অ্যাম্বুল্যান্সে পন্থের পাশে

বসেছিলেন। সাদা চাদরে ঢাকা থাকায় পন্থের মুখ দেখা যায়নি। উদ্বিগ্ন মুখে বসে থাকতে দেখা যায় সরোজকে। মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানী হাসপাতাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সস্টিটিউটে পন্থের চিকিৎসা হবে। এই হাসপাতালেই হবে তাঁর হাঁটুর লিগামেন্টের অস্ত্রোপচার। ওষুধে তেমন কাজ না হওয়ায় পন্থের অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের সেন্টার ফর স্পোর্টস মেডিসিনের প্রধান এবং অর্থোস্কোপি অ্যান্ড সোল্ডার সার্ভিসের ডিরেক্টর দিনশ পারডিওয়ালার নেতৃত্বে পন্থের চিকিৎসা হবে বলে জানানো হয়েছে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। পন্থের সমস্ত চিকিৎসা হচ্ছে বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল বোর্ডের নজরদারিতে। আগামী দিনেও পন্থের শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখবেন তাঁরা। উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের চিকিৎসা কোন পদ্ধতিতে হবে, তাও মূলত ঠিক করে দিচ্ছেন বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের সদস্যরা। পন্থের চিকিৎসার সব দায়িত্বও নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। দিল্লি থেকে রুরকির বাড়ি যাওয়ার পথে ৩০ ডিসেম্বর ভোরে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হন পন্থ। নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় রুরকির হমদপুর ঝলের কাছে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন মাথায়, পিঠে এবং পায়ে চোট লেগেছে পন্থের। প্রথমে কাছেই একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। সেখানকার চিকিৎসক সুশীল নগর জানিয়েছিলেন যে, পন্থের অবস্থা স্থিতিশীল। পরে তাঁকে দেহরাদুনের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই এত দিন চিকিৎসা চলছিল তাঁর।

রানের পাহাড় গড়তে ব্যর্থ মনোজরা

দেহরাদুন, ৪ জানুয়ারিঃ প্রথম দিনের শেষে মনে হয়েছিল বিরাট রান তুলবে বাংলা। অভিমন্যু ঈশ্বরনের শতরান তাদের সেই স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে মনোজ তিওয়ারি খুব বেশি রান তুলতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ১১৮ রানে ৭ উইকেট হারাল বাংলা। শাহবাজ আহমেদ ছাড়া আর কেউই সে ভাবে রান পেলেন না। নিজের নামাঙ্কিত মাঠে অভিমন্যু করলেন ১৬৫ রান। বাংলার ৩৮৭ রানের জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে উত্তরাখণ্ড নিজেদের মাঠে ১০৪ রানে ৬ উইকেট হারিয়েছে। প্রথম দিনের শেষে তিন হারিয়ে ২৬৯ রান তোলে বাংলা। দ্বিতীয় দিনে অভিমন্যুর সঙ্গে ব্যাট করতে নামেন অধিনায়ক মনোজ। ৬৩ বল খেললেও ১৫ রানের বেশি করতে পারেননি। দিনের শুরুর দিকে ধরে খেলার চেষ্টা করছিলেন তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় রান করতে পারলেন না। ক্রিজে জমে গিয়েও উইকেট দিলেন মনোজ। শাহবাজ ৪০ রান করে অপরাজিত থেকে গেলেন। বাকিদের কেউই খুব বেশি রান করতে পারেননি। বাংলার ইনিংস শেষ হয় ৩৮৭ রানে। উত্তরাখণ্ড ব্যাট করতে নামলে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকেন জীবনজ্যো সিংহরা। এক সময় ৪৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল উত্তরাখণ্ড।

বল বাড়ালেই সামনে ক্লেটন! নাওরেমের ক্লেটন স্তুতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ জানুয়ারিঃ ইস্টবেঙ্গল এবং সাফল্য। কিছুতেই যেন কাছাকাছি আসছে না। আই লিগেও এমনটাই দেখা গিয়েছিল। বহু বার ভালো শুরু করে, ট্রফির অনেক কাছে পৌঁছেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এই নিয়ে তৃতীয় মরসুম খেলছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথম পর্বে ১০ ম্যাচে মাত্র ৩টি জয় ছিল। দ্বিতীয় পর্বের শুরু কিছুটা ভালো হয়েছে। গত ম্যাচে ঘরের মাঠে বেঙ্গালুরু এফসিকে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। সাফল্য-ব্যর্থতার মাঝে লাল-হলুদ শিবিরে এ বার প্রাপ্তি ক্লেটন সিলভা-নাওরেম মহেশ জুটি। ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করে চলেছেন এই দু-জন। ক্লেটন সিলভার বেশির ভাগ গোলের ক্ষেত্রেই অ্যাসিস্ট নাওরেমের। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ নাওরেমও। ক্লেটন সিলভা এবং নাওরেমের রসায়ন, ইস্টবেঙ্গল শিবিরে সুখবর। দলের বাকিরাও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে বাকি ম্যাচগুলিতে ভালো ফল করতেই পারে। গত দুই মরসুমে এমন একটা জুটিরই যেন অভাব ছিল ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। এ বার আক্রমণ বিভাগকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ক্লেটন,

নাওরেম। ক্লেটনের সঙ্গে রসায়ন নিয়ে মহেশ বলেন, ''ক্লেটনের থেকে অনেক কিছু শিখেছি আরও শিখছি। কখনও জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত খেলার সুযোগ পেলে, এই শিক্ষাগুলো কাজে লাগবে। ইস্টবেঙ্গলে ক্লেটন যা করছে, জাতীয় দলে আমাকেও এই কাজগুলো করতে হবে। বল নিয়ে উঠে সামনে তাকালে ক্লেটনকেই দেখতে পাই। যেখানেই ওকে দরকার, সেখানেই ওকে পাওয়া যায়। সব সময় দৌড়চ্ছে। ওর সঙ্গে এই বোঝাপড়ার ফলে আমারও সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়।'' ইস্টবেঙ্গল শিবিরে যেন আপশোস, নাওরেম মহেশ এবং ক্লেটন সিলভার মতো বাকিরাও ধারাবাহিকতা দেখাতে পারলে! গত ম্যাচে অনেকটা ভরসা দিয়েছেন ভিপি সুহেরও। বেঙ্গালুরু ম্যাচে সেরা প্রাপ্তি ছিল ক্লেটনের ফ্রি-কিক। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তের ঘটনা। কার্যত মাঝমাঠে ফ্রি-কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভা শট নেন। ওয়াল, গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে বল ডিপ করে গোলে। বিশ্বমানের একটা ফ্রি-কিক সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে যুবভারতীতে উপস্থিত সমর্থকরা। বাকি ম্যাচগুলিতে ক্লেটনের থেকে প্রত্যাশা বাড়তে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

নীরজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিংবদন্তি স্প্রিন্টার

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারিঃ টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া সোনা জেতার পর, দেশ-বিদেশ থেকে শুভেচ্ছা পেয়েছিলেন। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে অলিম্পিকে ভারতকে প্রথম পদক এনে দেওয়া তারকা তিনি। আর নীরজ যে শুধু পদক দিয়েছেন তা নয়, তিনি দেশকে এনে দিয়েছেন সোনার পদক। তার পর থেকে একাধিক সাফল্য পেয়েছেন নীরজ। দেশে-বিদেশে আরও খ্যাতি ছড়িয়েছে নীরজের। এ বার নীরজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিংবদন্তি আমেরিকান স্প্রিন্টার মাইকেল জনসন। সদ্য মাইকেল জনসন নিজের টুইটারে নীরজের এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে, নীরজ এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে আর এক প্রান্তে যাচ্ছেন। যা দেখে মার্কিন কিংবদন্তি লেখেন, 'নীরজের অবাক করা স্প্রিন্টার/জাম্পার মুভমেন্ট।' জনসনের টুইটের উত্তরও দেন নীরজ। অলিম্পিকে ৪ বার এবং ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ৮ বার সোনা জিতেছেন জনসন। একটা সময় স্প্রিন্ট দুনিয়ায় তাঁর দাপট ছিল দেখার মতো। পাশাপাশি ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটারে মাইকেল জনসনের বিশ্ব রেকর্ডও রয়েছেন। এ বার সেই কিংবদন্তি স্প্রিন্টার

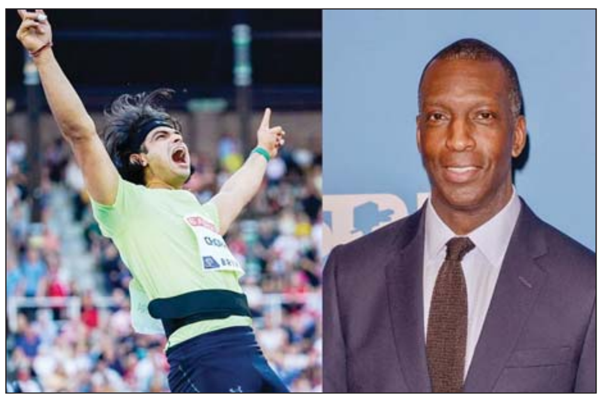

নীরজের প্রশংসা করলেন। যাতে আপ্লুত ভারতের সোনার ছেলে। মাইকেল জনসনের টুইটে নীরজ উত্তর দিয়ে লেখেন, 'এখন যেহেতু আমি আপনার অনুমোদন পেয়েছি, এই মরসুমের জন্য স্প্রিন্ট ক্যালেন্ডার দেখছি।' ২০২২ সালটা বেশ ভালো কেটেছে টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ারের। ওরিগনে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রুপোর পদক অর্জন করেছিলেন নীরজ চোপড়া। ২০০৩ সালে অঞ্জু ববি জর্জের ব্রোঞ্জ পদকের পর ভারতের দ্বিতীয় অ্যাথলিট হিসেবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দেশকে পদক এনে দিয়েছেন নীরজ। পাশাপাশি ২০২২ সালে প্রথম ভারতীয় হিসেবে ডায়মন্ড লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নীরজ। এ বার বছর ২৫-এর নীরজের ফোকাস ২০২৩ এর এক ঝাঁক ইভেন্টে।

এসএ২০ লিগ নাকি আইপিএল? লোগো দেখে ধরতে পারবেন না

জোহানেসবার্গ, ৪ জানুয়ারিঃ আর ছ'দিন পর শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ। দক্ষিণ আফ্রিকার ৬টি ভেনুতে মোট ৬টি দলের মধ্যে ৪ সপ্তাহ ধরে চলবে এই নতুন টি২০ লিগ। এসএ২০ লিগের উদ্বোধনী মরসুমে মোট ৩৩টি ম্যাচ হবে। ৬টি গ্লোবাল ফ্র্যাঞ্চাইজিতে রয়েছেন মোট ১০২ জন ক্রিকেটার (দক্ষিণ আফ্রিকার এবং আন্তর্জাতিক স্তরের)। এ তো গেল নেলসন ম্যান্ডেলার দেশের নতুন টি-টোয়েন্টি লিগ নিয়ে কিছু তথ্য। এ বার আসা যাক, এসএ২০

তাও একবার ফিরে দেখে নেওয়া যাক ৬টি দলের নাম। এসএ২০ লিগে রয়েছে এমআই কেপটাউন, পার্ল রয়্যালস, ডারবান সুপার জায়ান্টস, জোবার্গ সুপার কিংস, সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ ও প্রোটিয়া ক্যাপিটালস। এই

লিগের ৬ টি দলের নামে। এতদিনে দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগের ৬টি দলের নাম সকলেরই জানা হয়ে গিয়েছে। দলগুলির নাম থেকেই আইপিএলের দলের নামের মিল পাওয়া যাচ্ছে। আর দলের লোগো? তা কি দেখেছেন? দক্ষিণ আফ্রিকার নতুন টি২০ লিগের লোগোর সঙ্গে মিল রয়েছে আইপিএলের দলগুলির লোগোর। যা মোটেও ভালো ভাবে নিচ্ছেন না বিসিসিআইয়ের কয়েকজন কর্তা। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা এসএ২০ লিগের দলগুলির লোগো দেখে রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বলেন, ''আমরা লোগো দেখে হতবাক ও বিস্মিত। আমরা ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা এবং এই আইপিএল দল উভয়ের কাছেই বিষয়টি তুলে ধরব। এই বিষয়টা দলের মালিকদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়ার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে।'' বিসিসিআইয়ের ওই কর্তা আরও বলেন, ''আমরা ১০০ শতাংশ দলগুলির সঙ্গে এই লোগোর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'' উল্লেখ্য, এসএ২০ লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে নিউল্যান্ডস গ্রাউন্ডে ১০ জানুয়ারি মুখোমুখি হতে চলেছে এমআই কেপ টাউন এবং পার্ল রয়্যালস। বিসিসিআইয়ের লাইভ স্ট্রিমিং পার্টনার ভায়াকমই হতে চলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের ব্রডকাস্ট পার্টনার। আগামী ১০ বছরের জন্য ভায়াকম১৮ স্পোর্টসই এসএ২০ লিগের সম্প্রচার স্বত্ব পেয়েছে।

পেলের কফিনের সামনে সেই সেলফির ব্যাখ্যা দিলেন ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো

জুরিখ, ৪ জানুয়ারিঃ কিংবদন্তি চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন কালই। এখনো শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি ফুটবল-বিশ্ব। এর মধ্যেই ছোটখাটো একটা বিতর্ক উঠেছিল। পেলের খোলা কফিনের সামনে সেলফি তুলেছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। এ নিয়ে সমালোচনা হয়। তবে ইনফান্তিনো এই সমালোচনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। সান্তোসের মাঠ ভিল বেলমিরোয় পেলেকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কফিনবন্দী নিথর দেহ ২৪ ঘণ্টার জন্য রাখা হয়েছিল। ইনফান্তিনো সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন। পেলেকে যেন মানুষ শেষবারের মতো একবার দেখতে পায়, এ কারণে খুলে রাখা হয়েছিল কফিনের ঢাকনা। আর সেই খোলা কফিনের সামনে নিজের মুঠোফোনটি বের করে সেলফি তোলেন ফিফা সভাপতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। ভাইরাল হওয়া একটি মন্তব্য এমন, 'ইনফান্তিনো আবারও! হায় ঈশ্বর, এই লোকের সমস্যা কী!' আবারও বলতে সেই মন্তব্যকারী সম্ভবত কাতার বিশ্বকাপে ইনফান্তিনোর একটি আচরণকে বুঝিয়েছেন। ফাইনাল শেষে পুরস্কারের মঞ্চে তিনি মেসিকে ধরে ট্রফির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। এটা নিয়ে সমালোচনা করে কিংবদন্তি ইংলিশ ফুটবলার অ্যালান শিয়ারার

বলেছিলে, ''মেসিকে খেলার সময়ও এত আঁটসাঁট মার্ক কেউ করেনি!'' এবার একটি একটি সেলফি তোলার বিষয়টি যে তীব্র সমালোচনার উৎস হয়ে উঠবে ফিফা সভাপতি হয়তো তা ভাবেননি। ইএসপিএন জানিয়েছে ইনস্টাগ্রামে বেশ শক্ত ভাষায় নিজের ব্যাখ্যাসহ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইনফান্তিনো, 'ব্রাজিল থেকে এইমাত্র ফিরলাম, যেখানে পেলেকে খুব চমৎকারভাবে শ্রদ্ধা জানানোয় অংশ নিতে পেরেছি। গতকাল (সোমবার) শ্রদ্ধা জানানোর অনুষ্ঠানে সেলফি ও ছবি তোলার কারণে সমালোচনা হচ্ছে আমাকে নিয়ে, এটা জানার পর মর্মাহত হয়েছি। ব্যাপারটা নিয়ে জানাচ্ছি যে, গ্রেট পেলের খেলোয়াড়ি জীবনের সতীর্থ এবং তার পরিবারবর্গ তাদের সঙ্গে কয়েকটি ছবি তোলার অনুরোধ করেছিল, আমি তাতে স্বাভাবিকভাবেই রাজি হয়েছি।' ইনফান্তিনো এরপর সেই সেলফি তোলার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'পেলের সতীর্থরা অনুরোধ করেছিল সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যেন একটি সেলফি তুলি। কিন্তু কীভাবে তুলতে হবে তারা সেটি জানত না। তাই আমি তাদের একজনকে সাহায্য করেছি এবং তার জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সেলফি তুলেছি। পেলের প্রাক্তন সতীর্থদের সাহায্য করার জন্য যদি সমালোচনার শিকার হতে হয় তাহলে আমি সানন্দে তা মাথা পেতে নিচ্ছি। আর সব সময়ই তাদের সাহায্য করব, যারা ফুটবলে কিংবদন্তিতুল্য সব ইতিহাস লিখেছে। পেলের প্রতি আমার সম্মান ও ভালোবাসা বিশাল। তাই অসম্মান হয় এমন কিছু আমি কোনো অবস্থাতেই করব না।' পূর্বঘোষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পেলের মরদেহ মেমোরিয়া নেকরোপোল একিউমেনিকা সমাধিস্থলে সমাহিত করা হয়। কোলন ক্যানসার ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগে গত ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে অন্যলোকে চলে যাওয়া পেলের দুই দিনব্যাপী শেষকৃত্যে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছেন প্রায় আড়াই লাখ মানুষ। সোমবারই শেষকৃত্যে গিয়ে ফুটবলের রাজাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল ফেডারেশনের (কনমেবল) সভাপতি আলেহান্দ্রো ডমিনগেজ, কনফেডারেশন অব ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের (সিবিএফ) সভাপতি এডলান্দো রদ্রিগেজ। ছিলেন ব্রাজিলের প্রাক্তন ও বর্তমান অনেক খেলোয়াড়ও।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
২২৩৭-০৪৮৮. ৯৪৩২৩২৭১৬৬/০৩৩-২৬৪৪৫৫৫৫ ... ৮৪২০৬৩৫৫০১